# আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

## সেপ্টেম্বর, ২০২২

# আল-ফিরদাউস

# সংবাদ সমগ্র

## সেপ্টেম্বর, ২০২২ঈসায়ী

*****************************************

# সূচিপত্র

## ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### ভারতে সম্মানিত একজন আলেমকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা : মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত পর্ব কি তবে শুরু?

উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরংদলের সন্ত্রাসীরা সম্মানিত একজন আলেমকে আগুনে পুড়িয়ে খুন করেছে। গতকাল ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের বাসিন্দা মাওলানা আতাউল্লাহ কাসেমী নামক সম্মানিত ঐ আলেমকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরংদলের সন্ত্রাসীরা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। পরে আগুনে পোড়া দেহকে জঙ্গলে নিক্ষেপ করে।

হিন্দুত্ববাদী উগ্র কর্মী-জনতা এখন এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে, কি আলেম কি আওয়াম- কাউকেই তারা ছাড় দিচ্ছে না। কেউই তাদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। তারা জানে মুসলিমদের উপর যতই অত্যাচার করুক, তাদের কোন বিচার হবে না। গত মাসেও বিলকিস বানু ধর্ষণ ও ১৪ মুসলিম হত্যায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আত্মস্বীকৃত ১১ খুনিকে মুক্তি দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীদের প্রহসনের আদালত। মুসলিম হত্যায় এমন দায়মুক্তির ঘটনা রয়েছে আরও শত শত। তাই নিশ্চিত মনেই উগ্র হিন্দুরা এখন পুড়িয়ে হত্যার মতো বর্বর কাজ করছে, এবং এর মাধ্যমে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুতের চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছে তারা।

একজন সম্মানিত আলেমকে আগুনে পুড়িয়ে খুন করার পরও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন অপরাধীদের আটক করেনি। হিন্দুত্ববাদীদের দালাল মিডিয়াগুলো এনিয়ে কোন কথা বলেনি। কথিত কোন মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকেও কোন প্রতিবাদ আসেনি। এটা এখন ওপেন সিক্রেট যে, এতদিন ধরে মুসলিমদের পিটিয়ে মারার ঘটনায় দায়িত্বশীল সব পক্ষ নীরব থেকে আর অপরাধিদের দায়মুক্তি দিয়ে সেটাকে সাধারণ গ্রহণযোগ্য ঘটনা বানিয়ে ফেলেছে। আর এখন মুসলিম আলেমদের পর্যন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, এর কোন বিচার হচ্ছে না; সুতরাং এই ঘটনাও এখন সহজ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। আর এভাবে এখন তারা মুসলিম গণহত্যা শুরুর চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কারণ পুড়িয়ে মারার ঘটনায় কাউকে আটক বা বিচার না করায় সারা ভারতেই উগ্র হিন্দুরা এখন একই কাজ করতে উৎসাহিত বোধ করবে অহরহ।

বেশ কিছু বছর ধরে চলমান উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসী অত্যাচার এবং কথিত দায়িত্বশীল-প্রশাসনের নীরব ভূমিকা গোটা উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের উগ্র অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করেছে; যা ক্রমেই এখন চূড়ান্ত মুসলিম গণহত্যায় রূপ লাভ করছে। এটাও স্পষ্ট যে, প্রচলিত কোন আইন-আদালত বা পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা কেউই মুসলিমদের রক্ষায় এগিয়ে আসবেনা।

কথিত সুপার পাওয়াররা আসলে এসব ক্ষেত্রে একে অপরকে চাপে ফেলে সুবিধা আদায় করতে মুসলিমদের প্রতি সুর নরম করার সাময়িক অভিনয় করে থাকে; যেমনটা করা হয়েছে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ক্ষেত্রে আর উইঘুর মুসলিমদের ক্ষেত্রে। কিংবা তারা বড়জোর একেকটি পক্ষকে উস্কে দিয়ে অস্ত্র বাণিজ্য করতে পারে; তবে মুসলিমদের জীবন-মরন বা নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কিছুই যায়-আসে না।

উপমহাদেশের মুসলিমদের ক্ষেত্রেও কথিত বিশ্বমোড়লদের অবস্থান এর থেকে ভিন্ন হবেনা বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। হক্কপন্থী উলামাগণও তাই বরাবরই মুসলিমদেরকে পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে এবং সেই অনুযায়ী নিজ ও পরিবারের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের প্রস্তুতি নিতে বলে আসছেন নববী মানহাজ অনুযায়ী।

লেখক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

1. Maulana Ataullah Qasmi, a resident of Jharkhand, was burnt by a Bajrang Dal Worker, and the body was thrown in the forest. - https://tinyurl.com/48cvnp6t-
https://tinyurl.com/yse4k75y

---

## দেশে চলছে ধর্ষণের মহামারি : উত্তরায় গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

ঢাকায় উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে এক গৃহবধূকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। জানা যায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি পরিত্যক্ত প্লটে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ওই গৃহবধূকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে অজ্ঞান অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে।

তুরাগ থানার ওসি মওদুত হাওলাদার জানায়, মঙ্গলবার ভোরে টঙ্গী পূর্ব থানার উপপরিদর্শক মনির এক নারীকে নিয়ে তুরাগ থানায় আসেন। তিনি জানান, ওই নারীকে মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তরার দুই থেকে তিনজন বখাটে ধর্ষণ করেছে। বর্তমানে ওই নারী অজ্ঞান থাকায় ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে দেশজুড়ে প্রতিদিনই একাধিক ধর্ষণের খবর শিরোনাম হচ্ছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট কোথাও না কোথায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। দেশে এখন কোথাও নারীদের নিরাপত্তা নেই, এমনকি বাড়িঘরেও নিরাপদ নয় নারীরা। ঘরে প্রবেশ করে ধর্ষণের খবরও গণমাধ্যমে উঠে এসেছে।

পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মানুষকে নারী উন্নয়নের লোকদেখানো স্লোগান দিলেও বাস্তবে নারীদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। নারীদের রাস্তা-ঘাটে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য করছে। অথচ ইসলাম নারীদের সম্মান, নিরাপত্তা ও অগ্রাধীকার প্রদান করলেও, কথিত সুশীল নাস্তিক্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার কথা বলে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে। প্রকাশ্যে ইসলামের বিধান পর্দাকে কটাক্ষ করেছে।

এখন যখন নারীরা প্রতিদিন গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তাদেরকে একটি প্রতিবাদ করতেও দেখা যাচ্ছেনা। পশ্চিমাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা কথিত সুশীল সমাজ এমন একটি সমাজই চেয়েছিল, যেখানে সম্মানিত মুসলিম নারীরা পশ্চিমা পশু সভ্যতার মতো জীবন-যাপন করবে। আর তারা তাদের কামনা-বাসনা সহজেই পূরন করতে পারবে। এজন্য এসব নাস্তিক্যবাদীদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান হক্কানী আলেম-উলামার।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১। উত্তরায় গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ - https://tinyurl.com/2p8zuesz

---

## উগ্র হিন্দু রাষ্ট্র বিনির্মাণে স্বয়ংসেবকদের প্রস্তুতির আদেশ আরএসএস প্রধান ভাগবতের

ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে হিন্দুত্ববাদীরা অনেক আগে থেকেই কিছুটা গোপনীয়ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল; তারা অপেক্ষায় ছিল উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির। এবার রাজ্যের স্বয়ংসেবকদের প্রকাশ্যে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিয়েছে আরএসএস প্রধান উগ্র মোহন ভাগবত।

সে বলেছে, ভারতকে এমন একটা হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে তৈরি করতে হবে যেন পৃথিবীর অন্যান্য হিন্দুরা এসে এদেশের মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। তাই সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিটি সদস্যকে সেভাবেই তৈরি করার আদেশ দিয়েছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার কলকাতায় এসে রাজ্যের আরএসএস নেতৃত্বের উপর সেই দায়িত্বই দিয়ে গেছে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত। সায়েন্স সিটিতে বাংলায় সংঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত ও শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় যোগ দেয় ভাগবত।

সে বলেছে, ভারতকে গোটা বিশ্বের কাছের আদর্শ হিসাবে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে দায়িত্ব নিতে হবে। সেভাবেই স্বয়ংসেবকদের তৈরি করতে হবে।

যখন ভাগবত কলকাতায় এসে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ দিয়েছে, তখনই নামে মাত্র মুসলিম সংগঠন 'পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া'কে নিষিদ্ধ করেছে হিন্দুত্ববাদী মোদী সরকার। শত শত পিএফআই সদস্যদের গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

'পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া'কে মৌলবাদী সংগঠন আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্লেষকগণ তাই প্রশ্ন তুলেছেন যে, 'পপুলার ফ্রন্ট তো ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা দেয়নি। কোন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেনি। অন্যদিকে, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রকাশ্যে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ঘোষনা দিচ্ছে, অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। মুসলিমদের পিটিয়ে হতাহত করছে। তাদেরকে কেন নিষিদ্ধ করা হয় না!'

এব্যাপারে বিশ্লেষকগণ জানিয়েছেন, তাদের নিষিদ্ধ করা হবে না। কারণ প্রশাসন ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর উদেশ্য একই- মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়ে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো। এর ঘোষণা তারা প্রকাশ্যভাবেই দিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমদেরকেও তাই পরিস্থিতির নাজুকতা অনুধাবনপূর্বক সতর্ক প্রস্তুতি নিতে বলেছেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১. হিন্দু রাষ্ট্র হবে ভারত, রাজ্যের স্বয়ংসেবকদের প্রস্তুত হতে বলল ভাগবত - https://tinyurl.com/5n6n424h

---

## রাশিয়ার সাথে জ্বালানি ও শস্য নিয়ে বড়ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর তালিবান সরকারের

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্প্রতি একটি বড় ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মাধ্যমে রাশিয়া থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে তেল এবং শস্য সরবরাহ করবে তালিবান সরকার।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হাজী নুরুদ্দিন আজিজি (হাফি.) ঘোষণা করেছেন যে, আফগান সরকার রাশিয়ার সাথে জ্বালানি ও শস্য সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

তিনি জানান, বিশ্ব বাজারে বর্তমানে সবকিছুর মূল্য অনেক বেশি। সেই তুলনায় বর্তমান মূল্যের বিপরীতে মস্কো তার দেশের পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস এবং শস্যজাত পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনকে ছাড় দেওয়ার অফার করেছে। সেই সুবাদে আমরা জ্বালানি ও শস্য পণ্য সরবরাহ করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে এসবের পরিমাণ উল্লেখ না করলেও, কিছু সূত্র উল্লেখ করেছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন রাশিয়ার সাথে বার্ষিক ২ মিলিয়ন টন গম, ১ মিলিয়ন টন পেট্রোল, ১ মিলিয়ন টন ডিজেল এবং ৫০০ হাজার টন এলএনজি সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

তালিবান মুজাহিদিন ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে প্রবেশ করেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর সম্প্রতি রাশিয়ার সাথে প্রথমবারের মতো এতো বড় ধরণের কোন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তালিবান ঘোষিত ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসনকে ইসলামী দেশসহ কোনো রাষ্ট্রই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন প্রতিবেশী এবং মুসলিম দেশগুলির সাথে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রেখেছে।

রাশিয়ার মতো চীনও ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের সাথে বেশ কিছু খাতে বিনিয়োগের পদক্ষেপ নিয়েছিল। তবে এর জন্য চীন চেয়েছিল তালিবান সরকার যেনো আফগানিস্তানে অবস্থানরত উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে

পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু তালিবান প্রশাসন তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। তালিবানরা জানান যে, কেউ যদি আফগানিস্তানে শরনার্থী বা অভিবাসী হিসাবে আশ্রয় চান, তাহলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমরাও তাদেরকে আশ্রয় দিবো।

তালিবান সরকারের এমন স্পষ্ট বক্তব্যের পর বেইজিং প্রশাসন আফগানিস্তানে বিনিয়োগ করা বন্ধ করে দেয়। তবে তালিবান এর জন্য হা-হুতাশ করেনি। বরং এর মাধ্যমে তালিবান আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ৯০ দশকে তাঁরা যেভাবে আরব শাহজাদাদের আশ্রয় দিয়েছেন, এখনো তাঁরা মজলুম ও আশ্রয় পার্থী মুসলিমদের আশ্রয় দিবেন; যেমনটি বিভিন্ন দেশ রাজনৈতিক ও অভিবাসীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে।

---

## ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### পশ্চিম তীরে ইসরাইলি অভিযানে নিহত ৪ আহত ৪৪ ফিলিস্তিনি

দখলদার ইসরাইল আবারও ৪ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে। গতকাল ২৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে এ ঘটনা ঘটে। এ দিন সকালে একটি শরণার্থী শিবিরে অভিযানটি চালায় ইহুদিরা। অভিযানের সময় ইহুদি সেনাদের গুলিতে কমপক্ষে আরও ৪৪ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চার ফিলিস্তিনি যুবক নিহতের খবর নিশ্চিত করে বলেছেন, ভোরবেলা বিপুল সংখ্যক সামরিক যান নিয়ে ইসরাইলি সেনারা জেনিন শরণার্থী শিবিরে হামলা চালায়। নিহতদের মধ্যে ২৭ বছর বয়সী আব্দুর রহমান হাজেম ও ৩০ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-ওয়ান্নাকে তাদের বাড়িতেই হত্যা করে ইসরাইলি বিশেষ

বাহিনী। এসময় দখলদার সৈন্যরা বাড়ির ভেতরে একটি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, যার ফলে কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরে যায়।

ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ওপর প্রতিদিন অন্তত ডজনখানেক সহিংস আক্রমণ চালিয়ে থাকে। রাত্রে গ্রেফতার অভিযান, দিনের বেলা বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়া ও আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে করতে বাধা দেয়াসহ রাস্তায় চেকপোস্টে নজরদারির নামে ফিলিস্তিনিদের কারণে-কারণেই হত্যা করছে ইহুদি সেনারা।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের ওপর আরও বেশি নির্যাতন চালানোর জন্য পশ্চিম তীরের হেবরনে রিমোট কন্ট্রোল মেশিন গান স্থাপন করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। এটি পশ্চিম তীরে বিভিন্ন চেকপোস্টে ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে ইসরাইল। এটির মাধ্যমে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করেই স্টান গ্রেনেড, টিয়ার গ্যাস এবং স্পঞ্জ টিপড বুলেট ছোড়া যাবে ফিলিস্তিনিদের ওপর।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে ইহুদিরা যখনই কোন মিশন বাস্তবায়ন করতে চাই তখন নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। চলমান নির্যাতনের ইহুদিরা ফিলিস্তিনে নতুনভাবে ভূমি দখল বা অন্য কোন মিশন বাস্তবায়নেরই ইঙ্গিত দিচ্ছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা। মুসলিম জাতির নীরবতায় দিন দিন নিত্যনতুন নিপীড়নের কৌশল হাতে নিচ্ছে ইসরাইল। এমনকি এখন ঘরের বিতর প্রবেশ করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছে ইহুদিরা, আর এরপর লাশটিও নিয়ে যাচ্ছে ইহুদিরা। এ অবস্থায় মুসলিম জাতিকে ইহুদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও পাশাপাশি নববী মানহাজ মোতাবেক প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান আলেম উলামার।

**তথ্যসূত্র :**

---------

**1.** 4 Palestinians killed, 44 others injured in ongoing Israeli military raid in Jenin-- https://tinyurl.com/mr3k67kn

**2.** ভিডিও লিংক- - https://tinyurl.com/mr3k67kn

**3.** এবার ফিলিস্তিনি শহরে রিমোট কন্ট্রোল মেশিন গান বসাল ইসরাইল (ভিডিও)-- https://tinyurl.com/5efu3yxn

---

## বড় ধরণের সামরিক বিজয় আশ-শাবাবের: হতাহত শতাধিক শত্রুসেনা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সরকারি বাহিনীর উপর একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে কয়েক ডজন সোমালি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ২৯শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে একটি সুইপিং আক্রমণ শুরু করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যা বৃহস্পতিবার বিকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এতে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ৮ কর্মকর্তাসহ ৩০ এরও বেশি সদস্য নিহত হয়েছে। নিহত কর্মকর্তাদের মধ্যে "আলামী হাজার গৌরী" নামে বিশিষ্ট এক কর্মকর্তাও রয়েছে।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, আশ-শাবাব যোদ্ধাদের তীব্র এই লড়াইয়ে ৩ ডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত হওয়া ছাড়াও, উচ্চপর্যায়ের অফিসার সহ আরও ২৫ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। যাদের অধিকাংশের অবস্থাই গুরুতর।

সূত্র মতে, বরকতময় এই হামলাটি হিরান রাজ্যের "কুয়েহলি" অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। যেখানে অর্ধশতাধিক মুজাহিদ ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে শত্রু শিবিরে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াই শেষে মুজাহিদগণ উক্ত সামরিক ঘাঁটি ও কুয়েহলি শহরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন।

এর আগে গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিনা যুদ্ধে রাজ্যটির কৌশলগত গুরত্বপূর্ণ একটি শহরেরও নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ। আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল মুজাহিদগণ হিরান রাজ্যের "বুকো" শিহরের দিকে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হন। গাদ্দার সোমালি সরকারী মিলিশিয়ারা তখন মুজাহিদদের এই আগমনের সংবাদ পেয়েই ভয়ে আগেভাগে শহরটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও নিশ্চিত করেছে যে, এই ২ দিনে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ২টি গুরুত্বপূর্ণ শহর বিজয় করা ছাড়াও, হিরান রাজ্যেও আরও ৭টি এলাকা পুনরুদ্ধার করেছেন। যেগুলো গত কয়েক সপ্তাহের লড়াইয়ে দখল করেছিল পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনী।

স্থানীয় সূত্রমতে, এই এলাকাগুলি শত্রুবাহিনী থেকে পুনরুদ্ধার করতে বড় ধরনের সামরিক অপারেশন পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা ও তুরস্কের ড্রোন হামলা সত্বেও এলাকাগুলি পুনরুদ্ধার করতে ভারী অভিযান পরিচালনা করেন। এতে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। যারা বেঁচে গেছে, তারা এলাকাগুলি ছেড়ে পালিয়েছে। যার ধারা এখনো চলমান আছে...

---

## মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে হেনস্থার শিকার অধ্যক্ষ

কর্ণাটকের গদাগ জেলার একটি সরকারি স্কুলের মুসলিম অধ্যক্ষকে গত ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হিন্দুত্ববাদী সংগঠন শ্রী রাম সেনের সদস্যরা হেনস্থা করে। কারণ তিনি প্রিয়নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবনীর উপর একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন।

শুধু হেনস্থা করেই শেষ নয়, হিন্দুত্ববাদী উগ্র সংগঠনটি দাবি করেছে, নাগাভি গ্রামের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আব্দুল মুনাফর বিজাপুরকে তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ তুলেছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে শ্রী রাম সেনের এক নেতা বলেছে, "এটি নাকি তরুণদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের একটি প্রচেষ্টা ছিল।"

এই সামান্য বিষয় নিয়ে হেনেস্থা করতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুসলিম অধ্যক্ষকে সরকারি আদেশ দেখাতে বলে। অথচ, তিনি বলেন "এই ধরনের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করার জন্য কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তি থাকে না। আমরা আগেও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। কিন্তু এবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে করায় হিন্দুত্ববাদীরা আমার উপর ক্ষেপেছে।"

অধ্যক্ষ বলেছেন, "ছাত্রদের মধ্যে হাতের লেখার উন্নতির জন্য আমরা একটি বইয়ের উপর ভিত্তি করে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষণীয় বই তুলে দিয়েছি।"

অথচ বিপরীতদিকে স্কুলের হিন্দু-মুসলিম সকল শিক্ষার্থীকে হিন্দুদের ভগবানের ভজন গাওয়ানো হলে কিংবা সরকারি নির্দেশে সকল ছাত্রকে সূর্যপূজায় শরীক হতে বললে তাতে কেউ কোন সমস্যা বোধ করে না; কথিত সেকুলার মহলও তখন মুখ খুলে না। সমস্যা শুধু নবীজি (ﷺ)-এর জীবনী নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে; সমস্যা শুধু ইসলামের কথা বললে। বাংলাদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশে পর্যন্ত মুসলিম শিশুদেরকে 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' বলে প্রসাদ খাওয়ানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে হিন্দুরা। আর হিন্দুত্ববাদী ভারতে তো তাদের দাপট সীমাহীন।

উপমহাদেশের মুসলিমরা অনেকটা এখন হিন্দুদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। মুসলিমরা কি খেতে পারবে কি পারবেনা, কি পরতে পারবে কি পারবে না, কোথায় ইবাদত করতে পারবে কোথায় পারবে না, প্রিয়নবী (ﷺ)-এর জীবনী নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে কি পারবে না - সবই এখন হিন্দুত্ববাদীরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। মুসলিমদেরকে তাই চুপ না থেকে হিন্দুদের এসব অনধিকার চর্চা এবং বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে বলেছেন ইসলামি বিশ্লেষকরা। আর ভবিষ্যতের অনিবার্য সংঘাত মোকাবেলার প্রস্তুতিও নিতে বলেছেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Karnataka: School principal heckled for conducting essay competition on Prophet Muhammad (Scroll) - https://tinyurl.com/2p8vts7k

---

## ভারতে হিন্দু বন্ধুদের হাতে মুসলিম যুবক খুন; বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের উপর হামলা

ভারতে শাহবাজ আনসারী নামক এক মুসলিম যুবককে দুই হিন্দু বন্ধু ওমপ্রকাশ মাহাতো ও সুশান্ত নায়ক মিলে পিটিয়ে খুন করেছে।সোস্যাল মিডিয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বর বেশ কিছু টুইটার একাউন্টে এ সংবাদটি প্রচার করা হয়।

শাহবাজ আনসারী মান্দারের ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা। তার বাবা নিশ্চিত করেছেন যে, তার ছেলেকে দুই হিন্দু বন্ধু মিলে পিটিয়ে খুন করেছে।

এদিকে, আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলিতে কিছু মুসলিম পথচারী রাস্তার উপর থাকা কিছু গরুকে সরানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন উগ্র হিন্দরা মুসলিম ব্যক্তিদের গরু চোর আখ্যা দিয়ে মারধর শুরু করে। পরে পুলিশকে খবর দিয়ে ৬ জন মুসলিমের নামে মামলা করে।

অপর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গত ২৮ সেপ্টেম্ববর আহমেদাবাদের একটি গরবা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করায় বিনা কারণে দুই মুসলিম যুবককে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভিএইচপি ও বজরং দলের সন্ত্রাসীরা রাস্তায় মারধর ও হেনেস্থা করেছে।

ভারতে মুসলিমদের জীবন এতটাই তুচ্ছ হয়ে গেছে যে, সামান্য অজুহাতে কিংবা বিনা কারণেই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের হতাহত করছে। মুসলিম নারীদের অপহরণ করে ধর্ষণ করছে, খুন করছে। বিশ্লেষকগণ মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের এমন আক্রমণাত্মক হামলাগুলোকে গণহত্যার শুরুর ইঙ্গিত হিসেবেই ব্যাখা করে আসছেন। মুসলিমদেরকেও তাই ভবিষ্যতের অনিবার্য সংঘাত ও গণহত্যাচেষ্টা মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Location: Mandar, Jharkhand Shahbaz Ansari was beaten to death by his two friends Omprakash Mahto and Sushant Nayak, according to his family. - https://tinyurl.com/2p9bm5fs

2. अहमदाबाद: गरबा में दो मुस्लिम युवकों की पिटाई। सूचना मिलने पर पहुंचे थे VHP और Bajrang Dal के कार्यकर्ता...वीडियो: न्यूज़24

video link: - https://tinyurl.com/ycxyn7ar

3. मध्यप्रदेश के सिंगरौली में कुछ मुस्लिम राहगीर सड़क पर खड़ी गायों को हटाने का प्रयास कर रहे थे, ग्रामीणों ने जब ये देखा तो उन्हें पशु चोर समझ उनकी पिटाई कर दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें बचाया, 6 लोगों पर मामला दर्ज...

video link: - https://tinyurl.com/yfyrjn4m

---

## ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### হারাকাতুশ-শাবাবের অভিযানের ২৪ ঘন্টা: হতাহত দেড়শতাধিক শত্রুসেনা

জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সম্প্রতি সোমালিয়া জুড়ে তাদের হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছেন। এতে প্রতিদিন কয়েক ডজন গাদ্দার ও কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত সোমালিয়া জুড়ে দুই ডজনেরও বেশি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। ধারণা করা হচ্ছে, আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এসব অভিযানে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর অন্তত দেড় শতাধিক সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো এসব বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছে। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি হচ্ছে; যার মধ্যে কয়েকটি অভিযানের বিবরণ আমরা এখানে তুলে ধরছি -

- সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিয় বে রাজ্যের সেডিলো এলাকায় গাদ্দার বাহিনীর উপর মুজাহিদদের পাল্টা আক্রমণ। যাতে ১১ সেনা নিহত এবং আরও ১৭ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

- একই রাজ্যের সিদেলো এলাকায় গাদ্দার সোমালি সেনাবাহিনীর পরপর ৩টি হামলা প্রতিহত করেন মুজাহিদগণ। এতে ১৫ সেনা নিহত এবং আরও ২৬ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়।

- জালাজদুদ রাজ্যের লাবাদলি এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি হামলা প্রতিহত করেছেন মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার সেনাবাহিনীর ৯ সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

- তুষমারেব শহরের কাছে একটি সামরিক কনভয় লক্ষ্যবস্তু করে ৩টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে ৭ সেনা নিহত এবং আরও ৮ সেনা আহত হয়। এসময় গাদ্দার সেনাদের কয়েকটি সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- একইভাবে রাজধানী সিনকাদির এলাকায় আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় গাড়িতে থাকা ৪ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও ৭ সৈন্য আহত হয়।

---

## আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || সেপ্টেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/09/28/59570/

---

## উইঘুরদের 'একা' ছাড়তে নারাজ তালিবান : বিনিয়োগ করেনি চীন

রাশিয়ার পর চীন এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করবে- এমন মন্তব্যই করছিল অনেকে। অনেক সমালোচক তো আগ বারিয়ে এমনটাও দাবি করেছিলেন যে, চীনের 'প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ' আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আশায় তালিবান ভুলে যাবে উইঘুরদের। তবে সব মন্তব্য-সমালোচনাই এখন অনেকাংশেই নিষ্ফল হয়েছে সময়ের পরিক্রমায়। কেননা আফগানিস্তানে চীন এখনো 'প্রত্যাশিত' অর্থনৈতিক বিনোয়োগে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

কিন্তু কেন?

গত ২০২১ সালের আগস্টে সম্পূর্ণরূপে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্ররা। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, চীন এখানে নিজের জন্য একটি বড় কার্যকলাপের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

এই মন্তব্যগুলি তখন বিশ্ব রাজনীতির ভূ-কৌশলগত সম্পর্ক ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চীন এ ব্যাপারে এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আর তালিবানও তাদের নীতিতে কোনো ছাড় দেয়নি। ফলে চীন এখন পর্যন্ত আফগানিস্তানে এক পয়সাও বিনিয়োগ করেনি।

সুতরাং, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের পর চীন এই অঞ্চলে তৎপরতা গড়ে তুলবে বলে যে মন্তব্য করা হতো, তা এখন অনেকাংশে ভিত্তিহীন হয়ে উঠেছে।

এবিষয়ে আফগানিস্তান 'চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট'-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, "চীন এই অঞ্চলে এখনো একটি পয়সাও বিনিয়োগ করেনি।" এখানে "অনেক চীনা কোম্পানি এসেছে, আমাদের সাথে কথা বলেছে, গবেষণা করেছে, তারপর চলে গেছে এবং অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

চীনের এমন অবস্থানের কারণ হিসাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, চীন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে মজলুম উইঘুর মুসলিমদের একা ছেড়ে দিতে হবে; অর্থাৎ আফগানিস্তানে আশ্রয় নেওয়া উইঘুর মুসলিমদেরকে চীনা সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন তাঁদের দেশে আশ্রয় নেওয়া উইঘুরদের বিরুদ্ধে এধরণের কোনো অন্যায় পদক্ষেপ নেয়নি।

"আফগানিস্তান উইঘুর মুসলিমদের একা ছেড়ে দেয়নি"

চীনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন দেশে আশ্রয় নেওয়া মজলুম উইঘুর তুর্কি মুসলিম, বিশেষ করে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির প্রতি সমর্থন কমায়নি। এবং চীনের শর্ত মেনে তাদেরকে একা ছেড়ে দেননি। আর একারণে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করছে বেইজিং।

অন্যদিকে চীনা কর্মকর্তারা দাবি করছে যে, উইঘুররা আফগানিস্তানে তাদের উপস্থিতি এবং সক্ষমতা গড়ে তুলেছে, যা চীনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

এই প্রেক্ষাপটে এটা জোর দিয়ে বলা হয় যে, তালিবান চীনের শর্ত মেনে না নেওয়ায় চীন কোনো ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে খনিগুলিতে বিনিয়োগের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

উপরন্তু, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন চীনের সাথে পূর্বের চুক্তির শর্তাবলীগুলি পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করে। এসময় ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন এতে ক্ষতিকর কিছু দিক খুঁজে পায়। ফলে তাঁরা এই শর্তগুলো নিয়ে চীনের সাথে পুনরায় আলোচনা করতে চায়।

আর এসব কারণে চীনও এ অঞ্চলে অতীতে হওয়া চুক্তিগুলো বাস্তবায়নে সামনে অগ্রসর হয়নি। ফলে বেইজিং প্রশাসনের সাথে মেস আইনাক অঞ্চলের তামার খনিগুলো সহ এই জাতীয় অনেক চুক্তি মুলতুবি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে চীন অনুরূপ শর্ত পেশ করেছিল তালিবান সরকারকে। কিন্তু ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন এটি গ্রহণ করেনি। ফলে তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি ও দেশে বিনিয়োগ করেনি বেইজিং।

লিখেছেন : ত্বহা আলী আদনান

## ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীদের "ইহুদি পদ্ধতি" অবলম্বন: ঘরছাড়া হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠী

ঠিক ফিলিস্তিনে দখলদার ইহুদীদের মতো কাশ্মীরি মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও জায়গা-জমি জোরপূর্বক দখল করছে দখলদার হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। সম্প্রতি একজন কাশ্মীরি মুসলিমের বাড়ি জোর করে দখল করেছে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী। উক্ত ব্যক্তি জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা শহরের বাসিন্দা বশির আহমেদ মীর।

এর আগেও প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী বিজেপির বিভিন্ন নেতা কাশ্মীরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে "ইহুদীদের মডেল" অনুসরণ করার ব্যাপারে মন্তব্য করেছে। পূর্বে এরূপ কোন ঘটনা কাশ্মীরে ঘটতে না দেখা গেলেও এখন ঠিকই এগুলো নিয়মিত রূপ ধারণ করেছে।

পূর্বে অবশ্য দখলদার বাহিনী ক্র্যাকডাউনের নামে শুধু মুসলিমদের জায়গা-জমি ও ঘরবাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত করতো। কিন্তু ২০১৯ সালের ৫ই অগাস্ট কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন বাতিলের পর থেকে বহিরাগত হিন্দুত্ববাদীরা সেখানে অনায়াসেই জায়গা-জমি কিনতে পারছে। যার ফলে ভুক্তভোগী হচ্ছে সেখানকারই স্থানীয় মুসলিমরা। অনেকে তো মুসলিমদের থেকে জোরপূর্বক জমি দখল করছে। আর ঠিক এমনই একটি ঘটনার ভুক্তভোগী হয়েছেন বশির আহমেদ মীর।

উলামাগণ বলছেন, কাশ্মীরি মুসলিমদের এই লাঞ্ছনার জীবন থেকে বের হবার জন্য এখন একটিই পথ খোলা আছে। আর তা হলো, মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাতলে দেওয়া "সরল পথ"। তাই কাশ্মীরি মুসলিমদের উচিত, কথিত জাতিসংঘের কাছে নিজেদের মুক্তির ভিক্ষা না চেয়ে বরং আল্লাহ্ তা'আলার সরল পথ অনুসরণ করা এবং নিজেদের মুক্তির জন্য হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া প্রতিরোধ যুদ্ধে সকলে "এক" হয়ে লড়াই করা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Kashmiris are being evicted from their homes in Israeli style.
- https://tinyurl.com/2hdcxvs7

---

### সৌদি আরবে এবার নারী কণ্ঠে গানের প্রতিযোগীতা

এবার পবিত্র ভূমি সৌদি আরবে পশ্চিমা ধাঁচে গানের শিল্পি তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে কুখ্যাত সৌদি শাসক মুহাম্মদ বিন সালমান।

বিনোদন কর্তিপক্ষ (জিইএ) এবং এমবিসি গ্রুপ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক 'সৌদি আইডল' ট্যালেন্ট শো নামে একটি প্রতিযোগীতামূলক গানের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়ছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এটি উদ্বোধন করা হয়।

জিইএ'র চেয়ারম্যান তুর্কি আল-শেখ এক টুইটার পোস্টে বলেছে, 'আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে জিইএ এবং এমবিসি গ্রুপ যৌথভাবে সৌদি আইডলের উদ্বোধন করতে যাচ্ছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এ অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হবে।'

এ সংগীত প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসনে থাকবে চারজন। তারা হলো সৌদি সংগীতশিল্পী আসিল আবু বকর, আমিরাতের সংগীতশিল্পী ও অভিনয়শিল্পী আহলাম, আরব শিল্পী আসালা (সিরীয় নাগরিক) ও ইরাকি-সৌদি সংগীতশিল্পী মাজেদ আল মোহান্দিস। এমবিসির ট্রেন্ডিং শোতেও এ আয়োজন-সংক্রান্ত একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সংগীত প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি হিসেবে আগামী অক্টোবর থেকে ভিডিও চিত্র ধারণ শুরু হবে।

এমবিসির পরিচালক তুর্কি আল-শেখ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করাকে আনন্দের বিষয় হিসবে দাবী করেছে। এবং সৌদি তরুণ-তরুণিকে অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য নিবন্ধন করার আহ্বান জানিয়ে টুইট করেছে যে, 'আপনি কি সুরেলা কণ্ঠস্বরের অধিকারী এবং গান গাইতে পছন্দ করেন? সবচেয়ে বড় গানের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করুন। সুযোগ হারাবেন না, এখনই নিবন্ধন করুন।' নাউযুবিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, সৌদি আরবের পবিত্র ভূমিকে পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে তুলতে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে ইহুদি মায়ের সন্তান খ্যাত মুহাম্মদ বিন সালমান। আর যারাই এসব ইসলাম বিরোধী কাজের বিপক্ষে কথা বলেছে তাঁদেরকেই কারাগারে নিক্ষেপ করেছে মুহাম্মদ বিন সালমান।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. "Come and join the auditions. Be the new Manat, Lat, Uzza!". A Saudi Arabian version of Idol, the reality music competition series, will broadcast its first season in December- - https://tinyurl.com/2x2xncb9
2. Saudi Idol: Saudi Arabian version of global 'Idol' talent show to air in December- - https://tinyurl.com/3pbt4ahu

---

## কেরালায় স্কুলে হিজাব পরে আসায় বহিষ্কার মুসলিম ছাত্রী, প্রতিবাদ করায় ১২ ছাত্র নেতা আটক

ভারতের কেরালা রাজ্যে প্রভিডেন্স গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে একাদশ শ্রেণির একজন মুসলিম শিক্ষার্থীকে হিজাব পরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি হিজাবের কারণে তাকে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে হিন্দুত্ববাদী স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এদিকে স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধের এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর সোমবার কেরালার একটি স্থানীয় আদালত স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার (এসআইও) কেরালা রাজ্য কমিটির সদস্যসহ ১২ জন ছাত্র নেতাকে আটক করেছে।

"গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে এসআইও জাতীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সাঈদ, রাজ্য ক্যাম্পাস সচিব থারিফ কেপি, রাজ্য কমিটির সদস্য অ্যাডভি রহমান ইরিককুর এবং অন্যান্যরাও রয়েছেন।"

ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় কথিত দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ২৮৩, ৩৫৩, ৩৩২ এবং ১৪৯ ধারায় মামলা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

১৬ বছরের মুসলিম ছাত্রী গত মঙ্গলবার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে যে, তাকে হিজাব পরতে দেওয়া হবে না। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেওয়া ১৬ বছর বয়সী মেয়েটি কোঝিকোড়ের গভর্নমেন্ট মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হয়। ওই মুসলিম ছাত্রী মিডিয়াকে জানিয়েছেন, হিজাব না পরে কোনও স্কুলেই তিনি পড়াশোনা করতে পারবেন না।

ওই ছাত্রীর বাবা জনাব মুস্তাফা সাংবাদিকদের বলেছেন, তারা বারবার স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছেন, ওই ছাত্রী তার ধর্মীয় বিধান হিসেবে তার মাথা ঢেকে রাখতে পারবে না কেন? কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখানে আসতে হলে হিজাব ছাড়াই আসতে হবে।

এভাবে ক্রমেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিমদের ধর্মীয় বিধান মানার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মুসলিমদের জীবনযাত্রাকে সংকোচিত করা হচ্ছে। মুসলিমদের স্বকীয় পরিচয় বজায় রেখে ভারতে বাস করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়েছে। গবেষকরা বলছেন, ধীরে ধীরে মুসলিমদের উপর গণহত্যার দিকে এগুচ্ছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা। মুসলিমদের উপর এসব নির্যাতনের তেমন কোনো প্রতিবাদও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তথ্যসূত্র;

------

1.Protest against Hijab ban in Kerala school: 12 student leaders sent to jail -https://tinyurl.com/2sezxmm7

---

## ‘তারা সুন্দরীদের ছবি তোলেন, ব্যবসা করাতে চান’ ইডেন কলেজের নেত্রীর স্বীকারোক্তি

প্রায় প্রতিদিনই আলোচনায় থাকে ছাত্রলীগের নানা অপকর্ম। ছাত্রলীগের পুরুষ শাখার তুলনায় অপকর্মে পিছিয়ে নেয় নারী শাখাও। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় এসেছে ছাত্রলীগ নেত্রীদের অপকর্মের ফিরিস্তি। সম্প্রতি ইডেন মহিলা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নারী সদস্যদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার, সিট বাণিজ্য, সাধারণ ছাত্রীদের হেনস্তাসহ নানা

অনৈতিক কর্ম তাদেরকে আলোচনায় নিয়ে এসেছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের মহিলা সদস্যদের মধ্যে হয়েছে তুমুল মারামারি।

তবে এসব কিছু ছাপিয়ে ইডেন কলেজ ছাত্রীদের ভয়ানক এক সত্য আবারও সবার সামনে এসেছে। ইডেন কলেজের ছাত্রলীগের নেত্রীরা কলেজটির হলে থাকা সাধারণ শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক আপত্তিকর ছবি তুলে রেখে পরবর্তী সময়ে তাদেরকে অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করে। সাধারণ ছাত্রীদের দিয়ে দেহব্যবসা করে ইডেন কলেজের ছাত্রলীগের নেত্রীরা। আর এসব কথা এবার ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে অপর পক্ষে নিজেরাই সামনে এনেছে।

এসব বিষয়ে উক্ত কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সামিয়া আক্তার বৈশাখী জানায়, 'কলেজটির ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের এমন সহিংস আচরণ নতুন নয়, আগেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের রুমের মেয়েদেরকে তারা নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু মেয়েরা তো তাদের কাছে নিরাপদ মনে করেন না। কারণ তারা ওই মেয়েদেরকে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করাতে চান। বৈধ রুমের মেয়েরা উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করার সময় সভাপতির অনুসারীরা তাদের ছবি তুলে রাখেন। সেখান থেকে কোন মেয়েটা সুন্দর তা নির্বাচন করে রাখা হয়। তারপর সেই মেয়েদেরকে রুমে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেয়া হয়। খারাপ উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিছুদিন আগে একজন মেয়ে কান্না করতে করতে এ বিষয়ে বিবৃতিও দিয়েছেন।

এ ধরণের একটি ঘটনা গত আগস্ট মাসে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, উক্ত কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি তামান্নার অডিও ফাঁসের ঘটনায় সাধারণ দুই ছাত্রীকে ৭ ঘণ্টা আটকে রেখে নির্যাতন এবং নগ্ন করে ভিডিও ধারণ করে তামান্না। আর এই ভিডিও ভাইরাল করে ছাত্রীদের সর্বনাশ করার হুমকিও দিয়েছিল সে।

কলেজটিতে এসব ঘটনা নতুন নয় জানিয়ে লিজা আক্তার নামে ইডেন মহিলা কলেজের সাবেক এক ছাত্রী নিজের ফেসবুকে একটি পোস্টে লিখেছেন, বর্তমানে কলেজটির যে চিত্র টেলিভিশন ও সংবাদমাধ্যমের খবরে উঠে আসছে, তা বহু পুরনো। এমন দৃশ্য তাকে প্রায়ই দেখতে হতো। কলেজটির পরিবেশকে জঘন্য বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

---

তথ্যসূত্র:

------

১। 'তারা সুন্দরীদের ছবি তোলেন, ব্যবসা করাতে চান' ইডেন শিক্ষার্থীর বিস্ফোরক মন্তব্য- https://tinyurl.com/2p8zrznh

২। ইডেন কলেজ নিয়ে বাজে অভিজ্ঞতা জানালেন সাবেক ছাত্রী- https://tinyurl.com/2whrupee

## আশ-শাবাবের পৃথক হামলায় আরও ৫৮ সেনা সদস্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব গত ২৫ সেপ্টেম্বর সোমালিয়া জুড়ে বড় ২টি অপারেশন ছাড়াও একডজনেরও বেশি আক্রমণ চালিয়েছেন। আশ-শাবাবের এসব পৃথক হামলাগুলোতেও প্রায় ৯০ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এসব অভিযানের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি হচ্ছে -

- বে রাজ্যের কানসাহেদির এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলা। যেখানে মুজাহিদদের হামলায় শহরটির ডেপুটি মেয়র "ইব্রাহিম আদম আবদালি" দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে। এসময় আহত হয়েছে আরও ৩ সেনা।

- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিযু রাজ্যের বালাদে মুজাহিদদের অতর্কিত হামলা। এতে ১৫ সরকারী মিলিশিয়া নিহত ও আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩ কর্মকর্তার অবস্থা গুরুতর।

- ঐদিন মুজাহিদগণ তাদের সর্বশেষ হামলাটি চালান জালাজদুদ রাজ্যের লাবদালি এলাকায়। যেখানে মুজাহিদদের হামলায় ৯ সেনা নিহত এবং আরও ২ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

- জালাজদুদ রাজ্যের আজাধু শহরে পরিচালিত বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণ। যাতে সরকারী মিলিশিয়া বাহিনীর ৬ সদস্যকে নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়। সেই সাথে সোমালি সংসদ সদস্যদের একজন "সাইদ সিয়াদের" মালিকানাধীন একটি সামরিক গাড়ি ধ্বংস করা হয়।

- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিযু রাজ্যের "বালাদ হাওয়া" শহরতলিতে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলা। যাতে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা "আব্দুল রশিদ মোয়ালেম দাতাই" সহ সরকারি মিলিশিয়াদেরর ৫ সদস্য নিহত হয়। এই অভিযানে আহত হয় আরও বেশ কিছু সেনা সদস্য।

- হিরান রাজ্যের বাল্ডউইন এবং বুও শহরে আশ-শাবাবের পৃথক হামলা। যার একটি চালানো হয় সামরিক কনভয়ে। এতে ৩ অফিসারসহ সরকারি মিলিশিয়াদের ৬ সদস্যকে নিহত হয়েছে। হামলায় আহত হয়েছে আরও কয়েকজন সেনা সদস্য। রাজ্যটিতে মুজাহিদদের দ্বিতীয় হামলায় আরও ২ সেনা নিহত এবং অপর ২ সেনা আহত হয়েছে।

---

## ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

## কাশ্মীর || জোরপূর্বক হিন্দু স্তোত্র গাইতে বাধ্য করা হচ্ছে মুসলিম শিক্ষার্থীদের

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে কাশ্মীরের কুলগাম এলাকার একটি সরকারি বিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক হিন্দুত্ববাদীদের "ধর্মীয় স্তোত্র" গাইতে বাধ্য করতে দেখা গেছে। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজ।

বিভিন্ন মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ বলছেন যে, কাশ্মীরে "হিন্দুত্ববাদ" প্রতিষ্ঠার জন্য এখন শিশুদেরকে টার্গেট করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। হিন্দুদের পূজার প্রস্তুতির জন্য তারা এখন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কাশ্মীরের মুসলিম শিক্ষার্থীদের।

উলামাগণ বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে এখন হিন্দু সংস্কৃতি প্রবেশ করাতে চাচ্ছে। এবং এলক্ষ্যেই তারা সেখানকার ছোট ছোট মুসলিম শিক্ষার্থীদের টার্গেট করেছে।

উল্লেখ্য যে, কাশ্মীর একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ড। সেখানের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মপ্রাণ মুসলিম। কিন্তু সেখানকার মানুষের মধ্যে থেকে তাদের ধর্ম পরিচয় মুছে দিতে বিগত ৭৫ বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

হকপন্থী উলামাগণ তাই বলছেন, কাশ্মীরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের ঈমানী শক্তিকে বিনষ্ট করতেই মূলত এমন পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই মুসলিমদের উচিত হবে নিজেদের ঈমানী শক্তি মজবুত করার পাশাপাশি কাশ্মীরের মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাঝেও ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম জোরদার করা।

**তথ্যসূত্র :**

--------

1. Muslim school children in Occupied #Kashmir forced to sing Hindu hymns. - https://tinyurl.com/3x6xmhun

---

## আরও ২টি শহরে তাওহীদের পতাকা উড়াল আশ-শাবাব: হতাহত ১১০ এর বেশি শত্রুসেনা

এবার সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের ২টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৭০ এর বেশি সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যে বড় ধরণের সামরিক অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। অভিযানটি সোমালিয়ার গাদ্দার সামরিক বাহিনী, জালমাদুক প্রশাসন ও আশামুদ মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে। এতে গাদ্দার বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের যোদ্ধারা এদিন ভোরে রাজ্যটির আজাজো ও আজকুবার শহর অবরোধ করেন। পরে শত শত শাবাব যোদ্ধা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শহর দু'টিকে ঘিরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এরপর আশ-শাবাব যোদ্ধারা গাদ্দার সোমালি সরকারি বাহিনী ও তাদের মিত্র মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে স্থলপথে তীব্র আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। আশ-শাবাব যোদ্ধাদের বিশাল এই সামরিক প্রস্তুতি দেখেই হতভম্ব হয়ে পড়ে অনেক সোমালি সৈন্য। যুদ্ধের শুরুর পর্যায়েই কয়েক শত গাদ্দার সেনা শহরটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এরপর অবশিষ্ট গাদ্দার সৈন্যদের সাথে প্রচন্ড লড়াই শুরু হয় মুজাহিদদের। সংঘর্ষ দীর্ঘ ৮ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলমান ছিলো।

শাহাদাহ এজেন্সির প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় যে, মুজাহিদদের বরকতময় এই হামলায় অন্তত ৫০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন গাদ্দার সেনা।

এই রিপোর্টের কয়েক ঘন্টা পর, নির্ভরযোগ্য স্থানীয় সূত্রগুলি নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের বরকতময় এই অভিযানে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ৯ সামরিক কর্মকর্তা সহ কমপক্ষে ৭০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে । আহত হয়েছে আরও ৪০ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য।

এই বিপুল সংখ্যক সেনা সদস্য হতাহত হওয়ার পর গাদ্দার বাহিনী যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে ফেলে। ফলে সেনারা তাদের মৃতদের লাশ ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেই পালাতে শুরু করে। এসময় মুজাহিদগণ বিপুল সংখ্যক অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

যাইহোক, শত্রুসেনাদের এই লজ্জাজনক পরাজয় ও পলায়নের পর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উপরোক্ত শহর ২টির নিয়ন্ত্রণ নেন। সেই সাথে আরও ২টি শহর সোমালি ইসলামি ইমারাতে যুক্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

---

## ১০১টি মামলা থাকার পরও বহাল তবিয়তে বিজেপির নেতা রাজা সিং

মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে কুখ্যাত বিজেপির এক উগ্র নেতা রাজা সিং। তার অপকর্মের কারণে ১০১টি মামলাও করা হয়েছে। তবুও শুধু হিন্দু হওয়ায় এখনো সে বহাল তবিয়তে আছে।

২০১৬ সালে মুহাম্মদ ইরফান কাদরি, বিজেপি বিধায়ক রাজা সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুলিশের কাছে মুহাম্মদ কাদরি তার বেশকিছু অপরাধ তুলে ধরেছিলেন। সে অপরাধগুলোর নমুনা হিসেবে তিনটি ভিডিও উল্লেখ করেছেন।

এক বক্তৃতায় রাজা সিং মুসলমানদের গরু জবাই করার বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছে যে, তারা যদি এটি চালিয়ে যায় তবে তাদের একইভাবে জবাই করা হবে। অর্থাৎ মুসলিমরা হালাল পশু গরু জবাই করলে তারা মুসলিমদেরকে জবাই করবে।

পাঁচ বছর পরে ১৭ ডিসেম্বর ২০২১-এ কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই রাজা সিংকে হিন্দুত্ববাদীদের একটি বিশেষ আদালত বেকসুর খালাস দেয়। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের বেশিরভাগ মামলায় ইতিমধ্যেই সে খালাস পেয়েছে।

এই উগ্র সিং মুসলিম জনবহুল হায়দ্রাবাদকে একটি মিনি-পাকিস্তান হিসাবে উল্লেখ করেছিল। সেখানে বসবাসরত রোহিঙ্গা মুসলিমদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে গুলি করা উচিত বলে জঘন্য মন্তব্য করেছিল।

মজলিস বাঁচাও তেহরিক (এমবিটি) এর মুখপাত্র আমজাদ উল্লাহ খান রাজা সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের জন্য ১৯টি মামলা দায়ের করেছেন। "প্রয়োজনীয় ভিডিও প্রমাণ এবং অন্যান্য বিবরণ জমা দেওয়া সত্ত্বেও, মামলাগুলি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি মামলাটি বন্ধ হওয়ার বিষয়ে আমাকে অবহিত করা হয়নি। কয়েক বছর পর জানতে পারলাম মামলাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।"

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. 101 cases, just 1 conviction: How BJP's Raja Singh keeps getting away (The News Minute)
- https://tinyurl.com/48bcwcw5

---

## ব্রেকিং নিউজ || তুর্কি সামরিক সেন্টার উড়িয়ে দিল আশ-শাবাব: হতাহত ৭২ এরও বেশি

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি সামরিক ঘাঁটিতে শক্তিশালী বোমা হামলার ঘটনায় ৩২ এর বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। ঘাঁটিটিতে দখলদার তুর্কি সামরিক কমান্ডাররা গাদ্দার সোমালি সেনাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছিলো।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে রাজধানী মোগাদিশুর ওয়াদাজির জেলায় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। যা দখলদার তুর্কি কমান্ডারদের দ্বারা পরিচালিত "নানা" সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। যেখানে গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসনের বিভিন্ন সামরিক ইউনিট, বিশেষ করে তুর্কি-সমর্থিত কুখ্যাত গরগর বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। যেই কারণে হামলার সময় ঘাঁটিটিতে কয়েক শতাধিক সোমালি সেনার উপস্থিত ছিলো। যার ফলশ্রুতিতে আশ-শাবাবের ঐ হামলায় শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের সংখ্যাও ছিলো অনেক।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, বরকতময় এই হামলায় ৩২ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও ৪০ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, বরকতময় এই হামলাটি একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়েছেন। যিনি সদ্য "সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান" সামরিক ক্যাম্পের ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্স থেকে স্নাতক হয়েছেন। যেই ক্যাম্প থাকে আরও ৪ শতাধিক মুজাহিদ "ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্স" থেকে স্নাতক হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র আরও যোগ করেছে যে, আশ-শাবাবের সদ্য স্নাতক ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্স থেকে এটিই প্রথম শহিদী হামলা। অর্থাৎ সদ্য স্নাতক এই কমান্ডো ফোর্সের আরও ৩৯৯ জন মুজাহিদও শহিদী হামলার জন্য অপেক্ষমাণ আছেন, ইনশাআল্লাহ্।

---

## মংডুতে দশ রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত : প্রাণে বাঁচতে পালানোর চেষ্টা

বর্তমানে রাখাইনে আরাকান আর্মি ও সামরিক জান্তা বাহিনী রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে লড়াই করছে। এমনই এক লড়াইয়ে ১০ জন মাজলুম রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে।

জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরেই সন্ত্রাসী বাহিনী মুসলিম এলাকাগুলোতে নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে। তবে আরাকান আর্মি মাঝে মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ রাখলেও সামরিক জান্তা রোহিঙ্গা মুসলিম গ্রামের দিকে অবিরত গোলাবর্ষণ করছে। মিয়ানমারের বর্বর সন্ত্রাসীদের কোন পক্ষই রোহিঙ্গাদের জানমাল ও মানবাধিকারেরে তোয়াক্কা না করেই হামলা চালাচ্ছে। ফলে রোহিঙ্গা গ্রামবাসীদের বাড়িঘর ধ্বংসসহ প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে।

বর্বর বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা নিজেদের মধ্যে ভয়াবহ প্রাণঘতী লড়াই করলেও রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বিদ্বেষের কোন কমতি করছে না। মুসলিমদের নির্যাতনের ক্ষেত্রে উভয় বাহিনী সমানতালে এগোচ্ছে। আর এ নির্যাতন ও যুদ্ধের তীব্রতা সহসাই কমার কোন লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। ফলে গ্রাম থেকে পালানোর জন্য চেষ্টা করছেন রোহিঙ্গারা। সন্ত্রাসী সামরিক জান্তার নির্যাতনের মুখে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, পুনরায় ঠিক একই পরিস্থিতির মুখোমুখি শিকার হতে যাচ্ছে রোহিঙ্গারা।

এ অবস্থায় রোহিঙ্গাদের উদ্ধারে আপামর মুসলিমদের দ্রুত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জিহাদ শুরু করা উচিত বলে জানিয়েছেন হকপন্থী উলামারা।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. AA and military are fighting nearby Rohingya villages resulting 10 Rohingya have been killed- - https://tinyurl.com/bde79psd

2. video link- - https://tinyurl.com/y2s3868v

---

## ফটো রিপোর্ট | আশ-শাবাবের হামলায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত সামরিক ক্যাম্পগুলো

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। দলটি গতকাল দেশজুড়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক সফল অভিযান পরিচালনা করেছে। একদিনে এতগুলো সফল অভিযান পরিচালনা আশ-শাবাবের ইতিহাসে একেবারেই কম দেখা গেছে। যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক শত্রুসেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর আশ-শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে ২টি বড় ধরনের সফল অভিযান পরিচালনা ছাড়াও একডজনেরও বেশি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন। আশ-শাবাব যোদ্ধাদের ছোট বড় এসব সফল হামলায় **৩৫০** এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এসব অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত অসংখ্য সেনা সদস্যের ছবি ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যার কয়েক ডজন ছবি পাঠকদের দেখার সুবিধার্থে আমরা ফ্রেম বন্দী করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

https://alfirdaws.org/2022/09/26/59514/

---

## ২১ দিনে টিটিপি'র ২৭ হামলা : নাস্তানাবুদ গাদ্দার পাক-সামরিক বাহিনী

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই চলতি মাসে, পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মাঝে লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছে। এতে বহুসংখ্যক গাদ্দার পাকি সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

এসব সংঘর্ষের বিষয়ে টিটিপি ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা এখনো যুদ্ধবিরতি মেনে চলছেন। তাবে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনী চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে সমস্যা সৃষ্টি করছে। ফলে টিটিপি'র বীর প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রতিরক্ষা মূলক অভিযান পরিচালনা করছেন। আর এতেই গাদ্দার পাকি সামরিক বাহিনীর মধ্যে ব্যাপকহারে হতাহতের ঘটনা ঘটছে।

প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ঘেটে দেখা যায়, ২ সেপ্টেম্বর থেকে গত ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টিটিপির বীর যোদ্ধারা পাকিস্তানের ১২টি জেলায় ২৭ টিরও বেশি অভিযান পরিচালনা

করেছেন। এছাড়াও ৪টি আত্মসমর্পণের ঘটনাও ঘটেছে, যাতে ৬ পাক-সেনা টিটিপির কাছে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের এই ২৭টি হামলার ২১টিতেই  পাক সামরিক বাহিনীর অন্তত ৬০ গাদ্দার সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন গাদ্দার সেনা সদস্য।

এদিকে ৬টি হামলায় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান জানা না গেলেও, ধারণা করা হচ্ছে, সেগুলোতে আরও ২ ডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। এই অভিযানগুলোর মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘ লড়াই সংঘটিত হয়েছিলো লাকি মারওয়াতের দারা-তুং উপত্যকায়; যা ২০ সেপ্টেম্বর রাত দশটায় শুরু হয়ে পরের দিন সকাল ৮ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

টিটিপির তথ্য মতে, মুজাহিদদের এই অভিযানে গাদ্দার পাকি সেনাবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। ফলে ঘটনাস্থল থেকে সেনাবাহিনীর মৃতদেহ ও আহতদের পরিবহনে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে হয়েছিলো। তবে এই লড়াইয়ে টিটিপিরও দুইজন মুজাহিদ শফিউর রহমান ও ইনামুল্লাহ শহীদ হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

---

## ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### ফের রুশ সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলা: ৯ এর বেশি সৈন্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার ফ্রান্সের কবর রচনার পর এখন রুশ ভাড়াটেদের কবর রচনার কাজে মনোনিবেশ করছেন আল-কায়দার বীর যোদ্ধারা। সম্প্রতি দেশটিতে দখলদার ও গাদ্দার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র হামলার ঝড় তুলেছেন মুজাহিদগণ। যাতে অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ১৮, ২১ এবং ২২ সেপ্টেম্বর এমনই বেশ কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন।

এরমধ্যে রয়েছে গত ১৮ সেপ্টেম্বর দেশটির মোপ্তি রাজ্যের বন্দগায়ারা জেলায় একটি শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণ। যা কার্নুল গ্রামে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনী এবং দখলদার রাশিয়ান ওয়াগনার ভাড়াটেদের একটি কনভয় লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এতে রুশ বাহিনীর ১টি গাড়ি বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং অন্যগুলি ক্ষতির শিকার হয়। এসময় ধ্বংস হওয়া সাঁজোয়া যানে থাকা সমস্ত সৈন্য নিহত হয়। এবং অন্য সাঁজোয়া যানগুলোতে থাকা সেনারা আহত হয়।

এরপর গত ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আরও ২টি অপারেশন পরিচালনা করেছেন মুজাহিদগণ।

এরমধ্যে প্রথমটি চালানো হয় কলিকোর রজ্যের নিয়ামিনা শহরের প্রধান প্রবেশধারে। যেখানে গাদ্দার মালিয়ান সেনারা শহরের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে টহল দিচ্ছিল। আর ঠিক তখনই মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের উপর অতর্কিত হামলা চালান। এতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অর্ধডজন সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ ৪টি মোটরসাইকেল, প্রচুর সংখ্যক বিস্ফোরক ডিভাইস সহ বেশ কিছু অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

মুজাহিদগণ দ্বিতীয় হামলাটি চালান একই রাজ্যের সিবাবগো এবং জিমাক শহরের মধ্যে সংযোগকারী প্রধান সড়কে। যেখানে মুজাহিদগণ গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান। ফলে সেখানে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে মহান আল্লাহ তাআ'লার সাহায্যে মুজাহিদগণই বিজয় লাভ করেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর অন্তত ৩ সৈন্য নিহত এবং আরও বহু সংখ্যক গাদ্দার আহত হয়। বাকি কাপুরুষ মালিয়ান সৈন্যরা নিজদের সামরিক সরঞ্জাম ফেলেই পালিয়ে যায়। ফলে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ৬টি ক্লাশিনকভ, ১টি বড় দুশকা, অস্ত্র ভর্তি ৪টি বাক্স, প্রচুর সংখ্যক গোলাবারুদ এবং অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

অভিযানে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি গাড়িও পুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ। তবে হামলায় একজন মুজাহিদও শহীদ হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্।

---

## বুরকিনা ফাঁসোতে আল-কায়েদার দুঃসাহসি অভিযানের ভিডিও ফুটেজ

সম্প্রতি আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ৯ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও সংস্করণ রিলিজ করেছে। 'জেএনআইএম' এর মিডিয়া শাখা আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশন থেকে প্রচার করা হয়েছে টান টান উত্তেজনায় ভরপুর সেই ভিডিওটি।

ভিডিওটিতে ওয়াগাডুগু এবং বুরকিনিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি অতর্কিত হামলার দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। ভিডিও সংস্করণটি শুরু হয়েছিল ড. আয়মান আজ-জাওয়াহিরি এবং আহমাদু কোফা হাফিজাহুল্লাহ্'র বক্তব্য দিয়ে। তারপর 'জেএনআইএম' এর শতাধিক যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে একটি বক্তব্য দিতে দেখা যায় একজন কমান্ডারকে। বক্তব্য শেষে যোদ্ধাদের লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। যারা গাদ্দার বুরকিনিয়ান সেনাদের উপর চতুর্দিক থেকে হামলা চালাতে শুরু করেন।

মুজাহিদদের তীব্র এই লড়াইয়ে বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। এবং বাকিরা তাদের গাড়ি ও অস্ত্র রেখে পালিয়ে যায়, যে গাড়ি এবং অস্ত্রগুলো লড়াই শেষে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন। যাইহোক মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই

অভিযানের ভিডিওটি মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের ছবি এবং শাইখ আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদ রহিমাহুল্লাহ্'র বক্তব্য দিয়ে শেষ করা হয়।

চমৎকার এই ভিডিওটি ডাউনলোড করুণ নিচের লিংক থেকে...

https://alfirdaws.org/2022/09/25/59490/

---

## আবারও রোহিঙ্গা মুসলিমদের গ্রেফতার করে দুই বছরের কারাদন্ড মিয়ানমারের

সাম্প্রতিক রাখাইন প্রদেশের মুসলিম এলাকাগুলোতে ভয়াবহ সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে আরাকান আর্মি ও জান্তা বাহিনী। যুদ্ধ প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকায় সংঘটিত হচ্ছে। অন্যদিকে বর্বর আরাকান আর্মি ও সামরিক জান্তা দু'পক্ষই কোন বাছবিচার ছাড়াই মুহুর্মুহু হামলা চালাচ্ছে মুসলিম এলাকাগুলোতে, যার ভুক্তভোগী হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমরা।

এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা মুসলিমরা পালিয়ে মিয়ানমারের অন্যান্য এলাকায় ও শহরে যেতে চাইছে। কিন্তু সামরিক জান্তা ও আরাকন আর্মি দু'পক্ষই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে নারাজ। বরং যেসকল রোহিঙ্গা মুসলিম মিয়ানমারের অন্য শহরে যেতে চাইছেন, তাঁদের গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করছে সন্ত্রাসীরা।

গত কয়েকদিনে এমন বেশ কিছু রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার জান্তা বাহিনী। গতকাল (২৪ সেপটেম্বর) মিন ডোনে শিশুসহ ১০ রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করেছে জান্তা বাহিনী। এছাড়াও মিন লা টাউনশিপে

গ্রেপ্তার হওয়া ৪ রোহিঙ্গাকে ২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে জান্তা সরকার।

ফলে রোহিঙ্গারা জীবন বাঁচাতে না যেতে পারছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে না অন্য কোন রাষ্ট্রে, ফলে ভয়াবহ বিপদে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জীবন। প্রতিনিয়তই রোহিঙ্গা সুন্দরী নারী ও শিশুরা বর্বর বৌদ্ধ আরাকান আর্মি ও জান্তা সন্ত্রাসীদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। পুরুষরা হত্যাকান্ডের শিকার হচ্ছে। এ অবস্থায় তথাকথিত আন্তর্জাতিক বিশ্বের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের নিরবতাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করছেন উলামা মাশায়েখরা। তাঁরা বলছেন আরাকানের মাজলুম মুলিমদের উদ্ধার করা, তাঁদের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করা এখন মুসলিম জাতির জন্য আবশ্যিক কর্তব্য।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Ten Rohingya including 8 minors are arrested by the Junta in Min Done - https://tinyurl.com/ycdxedxx

2. 4 Rohingya who go arrested in Min La township are sentenced to 2 years of imprisonment by the junta. - https://tinyurl.com/2s2xxfv6

---

## উপসাগরীয় অঞ্চলে আল-কায়েদার হামলা : নিহত ৬ ইথিওপিয়ান সেনা

পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদা ভিত্তিক ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা দক্ষিণ সোমালিয়ায় দখলদার বিদেশী সামরিক ঘাঁটিতে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রাথমীক তথ্য মতে, এতে অন্তত ৪ ইথিওপিয়ান সেনা নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাতে উপসাগরীয় অঞ্চলের দিনসুর জেলায় একটি অভিযান পরিচালনা করছেন। যেখানে দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর প্রধান সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, রাতে তারা কামানের গোলাগুলি এবং দুই পক্ষের মধ্যে ভারী গুলি বিনিময়ের শব্দ শুনেছেন। যা উপসাগরীয় বেশ কয়েকটি এলাকা থেকেও শোনা গেছে। সূত্রগুলোর দেওয়া প্রাথমিক তথ্যমতে, আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এই আক্রমণে কমপক্ষে ৪ ইথিওপিয়ান সেনা নিহত এবং আরও ২ এরও বেশি সেনা আহত হয়েছে।

এদিকে ক্রুসেডার মার্কিন সামরিক বাহিনী কর্তৃক হিরান রাজ্যে ব্যাপক বিমান হামলার মাধ্যও রাজ্যটিতে হামলা জোরদার করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়ার সিংহভাগ লড়াই সংঘটিত হচ্ছে হিরান

রাজ্য জুড়ে। সেখানে গাদ্দার-ক্রুসেডার জোটের ব্যাপক সআমরিক উপস্থিতি গুঁড়িয়ে দিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

---

## নৈতিকতার অবক্ষয় : দেশে চলছে ধর্ষণের মহামারি

ধর্ষণের মহামারি চলছে দেশে; প্রতিদিনই অসংখ্য ধর্ষণের খবর উঠে আসছে সংবাদ মাধ্যমে। ধর্ষণ, ধর্ষণের পর খুন ও পরকীয়ার মত গুরুতর সামাজিক অপরাধ এখন যেন নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে বেশিরভাগ ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ শেষে করা হচ্ছে খুন।

ধারাবাহিক ধর্ষণকাণ্ডের অংশ হিসেবে গত ২৩ সেপ্টেম্বর কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এগুলোর মধ্যে নোয়াখালীর মাইজদীতে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া তাসনিয়া হোসেন অদিতা নামে এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর গলাকেটে হত্যা করে তারই প্রাইভেট শিক্ষক আবদুর রহিম রনি। যশোরের শার্শা উপজেলার বাড়িতে একা পেয়ে সুমি খাতুন নামে এক কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে উক্ত এলাকার তিন যুবক। ঝালকাঠির নলছিটিতে পঞ্চম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে বিদ্যালয়েই প্রাইভেট পড়ার শেষে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে বিদ্যালয়ের দপ্তরির বিরুদ্ধে। রাজবাড়ীতে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয় তারই প্রতিবেশি এক যুবকের দ্বারা। খুলনা নগরে এক তরুণী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই তরুণী বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে আড়ংঘাটা থানায় মামলা করে। এগুলো মিডিয়ায় উঠে আসা একদিনের কিছু ঘটনা মাত্র, বাস্তবে ঘটে যাওয়া ধর্ষণকাণ্ডের পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহ। প্রতিদিনই অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, যার বেশিরভাগই অপ্রকাশিত থেকে যাচ্ছে।

সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, ধর্ষণের এই মহামারির কোন কূল কিনারা তো হচ্ছেই না, বরং দিন দিন ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ধর্ষণের মহামারি ছড়িয়ে পরার উপায় ও পন্থাগুলো আরও সহজসাধ্য করে দিয়েছে সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থা। একদিকে পশ্চিমা বেহায়াপনা আর হিন্দুয়ানি রীতিনীতিকে কথিত নারী-উন্নয়ন ও সমাজ এগিয়ে যাওয়ার মাপকাঠি ধরা হচ্ছে। ভারতীয় পরকীয়া ও বেহায়াপনা নির্ভর নাটক সিনেমাকে অবাধে প্রচারের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। টিকটক, লাইক ইটসহ অসংখ্য বিদেশি অ্যাপ যে গুলো ব্যবহার করে তরুণ সমাজ সবচেয়ে বেশি বিপথগামী হচ্ছে, এগুলোকে দেশে অবাধে চলার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে আবার বিয়ের বয়সসীমা বৃদ্ধি ও নিয়ম-কানুন কঠিন করে তোলা হচ্ছে। ধর্ষণের অন্যতম অনুঘটক মদ ও নেশার লাইসেন্স করা হয়েছে সহজলভ্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরিধানে বাধা দেয়া হচ্ছে। শালীনতা, ইসলামি রীতিনিতি ও হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের জঙ্গি সন্ত্রাসী বলে হেনস্থা করা হচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্যেকটি অঙ্গনে চলছে ধর্ষণের মহোৎসব। বাড়িতে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, গাড়িতে ধর্ষনের শিকার হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'প্রগতিশীল' শিক্ষকের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে ছাত্রীরা। কথিত প্রগতিশীল দালাল বুদ্ধিজীবী আর হলুদ মিডিয়া অবাধে ফ্রি-মিক্সিং আর উদ্দম

যৌনতাকে ছড়িয়ে দিতে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম ও ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে তুলোধুনো করে যাচ্ছে তারা অশ্লীলতা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে; একাজে তারা পাচ্ছে ইসলামবিরোধী সিস্টেমের অবাধ সমর্থন।

আর ধর্ষণের শাস্তি! না আছে কোন কোঠর শাস্তির ব্যাবস্থা, না আছে শাস্তির কোন কোঠর প্রয়োগ। যেটুকুও আছে, দুর্নীতিবাজ প্রশাসন আর সিস্টেমের ফাঁক গলে প্রভাবসালি ধর্ষকরা বেড়িয়ে যাচ্ছে অনায়েসে।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ বলছেন, এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে অবশ্যই কোরআন সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। ভেঙে ফেলতে হবে পশ্চিমা তন্ত্র-মন্ত্র আর গোলামির জিঞ্জির, ফিরে আসতে হবে শরিয়ার ছায়াতলে। তবেই মুক্তি মিলবে ধর্ষণের মতো মহামারি থেকে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১। শার্শায় কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ-- https://tinyurl.com/2futr9dw

২। নোয়াখালীতে বাসায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন- - https://tinyurl.com/2d3np7u8

৩। বাড়িতে ঢুকে কিশোরীকে ধর্ষণ-- https://tinyurl.com/2f89ubn5

৪। খুলনায় তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা- - https://tinyurl.com/2ychmpkr

৫। দুই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ দপ্তরির বিরুদ্ধে- - https://tinyurl.com/bdzvepkn

---

## ব্রেকিং নিউজ || আরও ২টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিল আশ-শাবাব

সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও গাদ্দার সরকারি বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই চলছে। বিশেষ করে এই যুদ্ধ রাজধানীর আশপাশে আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ঘিরে আরও তুমুল আকার ধারণ করেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবারেও দেশটির ২১ টি শহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে আশ-শাবাব ও সোমালি সরকারি বাহিনীর মাঝে তুমুল লড়াই সংঘটিত হয়েছে। সূত্র মতে, এসব অভিযানের মাধ্যমে বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে আশ-শাবাব, আবার কোনো কোনো স্থানে সরকারি বাহিনীকে নাকানিচুবানি খাইয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে আশ-শাবাব যোদ্ধারা।

তবে এসব অভিযানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জালাজদুদ রাজ্যের ধুসমারিব জেলার একটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়া সেদিন বিকেলের অভিযান। সেখানে গাদ্দার মিলিশিয়া ও আশ-শাবাবের মাঝে একটি ভারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যাতে গাদ্দার মিলিশিয়ারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

সূত্র মতে, কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন রাজ্যটির সিনাধাকো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন, যেই শহরটি কিছুদিন পূর্বে মিলিশিয়ারা মুজাহিদদের থেকে দখল করে নিয়েছিলো।

স্থানীয় সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা জালমাদুক এবং ফেডারেল মিলিশিয়াদের ঘাঁটিগুলোতে আবরও পা রেখেছেন। তবে এই বিজয়ের পূর্বে মুজাহিদদের হামলায় সেক্যুলার তুরস্কের প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের গাদ্দার অন্তত ১৫ সেনা নিহত এবং আরও ২০ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। বাকিরা জীবন বাঁচাতে সবকিছু ফেলেই বনজঙ্গল হয়ে পালিয়ে গেছে।

এদিন শাবেলে রাজ্যের ব্লাডোকলী বিমান ঘাঁটির কাছের "রেমহান" নামে নতুন একটি শহরের নিয়ন্ত্রণও নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্র মতে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আসার খবর শুনেই গাদ্দার সরকারী মিলিশিয়ারা শহরটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুজাহিদগণ কোন যুদ্ধ ছাড়াই শহরটি ইসলামি শরিয়াহ্ দ্বারা শাসিত ভূমির সাথে একীভূত করে নেন। আলহামদুলিল্লাহ্

---

## ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### আশ-শাবাবের সামরিক উত্থান : নয়া ইমারাতের অভ্যুদয়

পূর্ব আফ্রিকার সবচাইতে জনপ্রিয় ও সক্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। দলটিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক খাতে আল-কায়েদার সবচাইতে শক্তিশালী শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। দলটির উত্থান ৯০ এর দশকে হলেও ২০০৮ সাল থেকে এটি আল-কায়েদার একটি অঙ্গসংগঠন হিসাবে কাজ শুরু করে।

দলটির ব্যাপারে বলা হতো যে, দীর্ঘ এই সময়ে আল-কায়েদা যদি তাদেরকে আর্থিক-সামরিক সহায়তা আর পরামর্শ না দিয়ে দলটিকে সাহায্য না করতো, তাহলে এতদিনে প্রতিরোধ বাহিনীটি বিলুপ্ত হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় আল-কায়েদা সেটি হতে দেয়নি। ফলে একসময়ের দূর্বল এই দলটিই আজকের বিশ্বমঞ্চে

সবচাইতে শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী হয়ে উঠেছে। যারা বিশ্বের তাবত শক্তিধর দেশগুলোকে পূর্ব আফ্রিকার মাটিতে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সম্প্রতি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীটি ব্যাপকভাবে তাদের শক্তিমত্তাও প্রদর্শন করতে শুরু করছে। যেখানে দলটি গত দুই মাসে শাইখ "কাসিম আর-রিমি ও সাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান" রহিমাহুমুল্লাহ্ সামরিক ক্যাম্প থাকে পরপর দুটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

আশ-শাবাবের সামরিক প্রশিক্ষণের এই ভিডিওগুলি দেখলে আফগানিস্তান বিজয়ের শুরুর মাসগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। কেননা তালিবান মুজাহিদগণও আফগান বিজয়ের শুরুর দিকে এধরণের একাধিক সামরিক ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন। যাইহোক, আশ-শাবাবের এই ভিডিওগুলো দেখার পর কয়েকটি পয়েন্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করছি।

১ - প্রথমত ভিডিওগুলি সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরানের আয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে। তারপর কোনো একটি দেশের প্রধান সামরিক বাহিনীর মতো বিপুল সংখ্যক সৈন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অগ্রসর হয়। যেখানে  সৈন্যদেরকে উন্নত সামরিক পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় দেখা গেছে। যা প্রথম দেখাতেই যেকেউ বলতে বাধ্য হবেন যে, তারা উচ্চ প্রশিক্ষিত একটি বিশেষ সামরিক বাহিনী।

যেখানে সোমালি গাদ্দার বাহিনী ও তাদের অফিসাররা তুরস্ক, উগান্ডা, ইথিওপিয়া, ইতালি ও আমেরিকার মতো দেশগুলোতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সেখানে আশ-শাবাব দেখিয়ে দিয়েছে যে, সোমালিয়ার প্রকৃত যুবকরাও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ্; আর তা দেশের বন, পাহাড় এবং সমভূমিতে থেকেই। যারা আন্তর্জাতিক স্তরের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশ ও জাতি রক্ষায় বীরদর্পে লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম।

আমরা অনেক বছর ধরেই আশ-শাবাবের সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির থেকে প্রকাশিত ভিডিওগুলি পর্যবেক্ষণ করে আসছি। কিন্তু বর্তমান ভিডিওগুলো একেবারেই আলাদা; এখানে হাজারেরও অধিক মুসলিম যুবক একসাথে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ফলে আমরা বলতে পারি যে, আশ-শাবাবের ইতিহাসে কোন প্রশিক্ষণ শিবির থেকে একবারে বের হওয়া মুজাহিদদের সংখ্যায় মধ্যে এই দুটিই সবচেয়ে বড় সংখ্যা। আমাদের বাহ্যিক অনুমান, এই শিবিরগুলো থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হওয়া নতুন যোদ্ধার সংখ্যা  ৩ হাজার এর মধ্যে।

অথচ সেদেশটির পুতুল সরকার বলছে, আশ-শাবাব পলাতক রয়েছে, তাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমে গেছে, তাদের সাথে যোগ দেওয়ার কেউ নেই- ইত্যাদি। কিন্তু আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এই সামরিক ভিডিওগুলো কথিত রাজনীতিবিদ এবং মিডিয়ার হিংসাত্মক প্রচারনা ও মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।

২ - দ্বিতীয় ভিডিওটিতে বলা হয়েছে যে, এই সৈন্যরা "সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান" প্রশিক্ষণ শিবির থেকে স্নাতক হয়েছেন। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনীর সামরিক কমান্ডার তাঁর বক্তব্যে হাসান (রহি.) এর সংগ্রামী জীবন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যিনি একাধারে ক্রুসেডার ব্রিটেন, ইতালি ও ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে দেশ ও ঈমান রক্ষায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে গেছেন। যার নেতৃত্বে ১৯ শতকের শুরু থেকে একাধারে ২০ বছর যাবৎ বৃহত্তর সোমালিয়াজুড়ে একটি ইসলামি ইমারাত পরিচালিত হয়েছে।

আর আশ-শাবাব সাইয়্যেদ হাসান (রহি.) এর মতোই দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে সোমালিয়ায় জিহাদ পরিচালনা করে যাচ্ছে। এবং এখানে একটি বৃহত্তর ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ্। ফলে প্রত্যেক ঐসমস্ত সোমালি জনগণ আশ-শাবাবের কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ্য নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ও আন্তরিক, যারা দেশকে ভালোবাসেন এবং ঔপনিবেশিক গোলামদের ঘৃণা করেন। তারা এজন্য খুবই খুশি যে, এই ভূমিতে আল্লাহর নাম এখনও বুলন্দ রেখেছে আশ-শাবাবের মতো সাহসী বীরেরা। যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সীসা ঢালা প্রাচীরের নেয় দাঁড়িয়ে আছেন।

৩ - এদিকে সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি 'হাসান শেখ মহমুদ', গত সত্তর বছর ধরে রাজত্ব করা ব্রিটিশ রানির মৃত্যুতে শোকসভায় অংশ নিতে লন্ডন সফরে গিয়েছে। আর সেই মহূর্তেই আশ-শাবাব "হাসান" (রহ.) এর সামরিক ক্যাম্প থেকে নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে। যে হাসান (রহি.) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশ ও ঈমান রক্ষায় যুদ্ধ করে গেছেন। অপরদিকে দেশটির বর্তমান গাদ্দার সরকার সেখানে শোক প্রকাশের নামে আনুগত্য প্রকাশ করতে চলে গেছে। এটি জনগণের সামনে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে, সোমালিয়ায় এখনো পশ্চিমাশক্তির বা ব্রিটিশদের গোলামি করে, আর কারইবা দেশ ও জনগণের প্রকৃত রাহবার।

৪ - আশ-শাবাবের সামরিক কমান্ডার শাইখ আলী মাহমুদ রাজী হাফিজাহুল্লাহ্। বক্তব্যকালে তাঁর পিছনে বসে ছিলেন প্রতিরোধ বাহিনীর এমন অনেক নেতা এবং প্রবীণরা, যাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে বিশ্বের বৃহত্তর সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। যাদের মাথার মূল্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঘোষণা করে রেখেছে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা। যাদের খোঁজে সদা তৎপর আমেরিকার সামরিক ড্রোনগুলি। আর এমন সব গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের সাথে নিয়েই শাইখ রাজী (হাফি.) দীর্ঘ ২৫ মিনিট এমন একটি বক্তব্য দিয়েছেন, যা অনেক বিষয়কে স্পর্শ করে।

বক্তব্যে তিনি দেশের চলমান রাজনীতি, নিরাপত্তা, খরা ও সংঘাত নিয়ে কথা বলেছেন। এসময় প্রশিক্ষণ শিবির থেকে স্নাতক হওয়া শত শত ইসলামের সৈনিকগণ তাঁর বক্তব্য মনযোগ সহকারে শুনছিলেন। নেতাকর্মীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং বিশাল এই সমাবেশই স্পষ্ট করে দেয় যে, দেশের মানুষ আশ-শাবাবকে কতটা বিশ্বাস করে। আর নেতারাও তাদের যোদ্ধাদের বিষয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী।

৫ - ভিডিওর এক পর্যায়ে "কাতিবাতুল ইস্তিশ-হাদিইয়িন" এর যোদ্ধাদের দেখানো হয়। আমাদের বাহ্যিক অনুমান, এখানে এই ব্রিগেডের ৩০০ থেকে ৪০০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যদি কমান্ডারের নির্দেশে তাঁরা সবাই আল্লাহর রাহে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে শুরু করেন, তাহলে গাদ্দার প্রশাসনের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই হয়তো নিশ্চিতভাবে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যাবে। কেননা তখন তাদের জন্য কোনো হোটেল, সামরিক ঘাঁটি আর সরকারি ভবন নিরাপদ থাকবে না।

৬ - আশ-শাবাবের মুখপাত্র সোমালি উপজাতিদের কাছে সম্প্রতি একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। তাঁর বার্তাটি এমন সময়ে এসেছে, যখন দুটি সোমালি উপজাতি গাদ্দার সরকারের প্ররোচনায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যাদেরকে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে ময়দানে দাঁড় করাতে হাসান শেখের সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কঠোর পরিশ্রম করেছে। আর বাকি উপজাতিদের আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে সরকার।

কিন্তু আশ-শাবাব মুখপাত্রের বার্তা প্রেরণ এবং যুদ্ধের বাস্তবতা দেখে বাকি উপজাতিরা 'যুদ্ধে জড়ালে তাদের সামনের দিনগুলোর কেমন কাটবে'- সেটি অনেকাংশেই বুঝে গেছে। ফলে সরকার এসব উপজাতিদের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা সত্যেও কোন লাভ হচ্ছে না।

বর্তমানে যে ২টি সম্প্রদায় সরকারের হয়ে লড়াই করছে, তাদের করুণ অবস্থা অন্যদের জন্য শিক্ষনীয় হয়ে উঠেছে। কেননা তারা লড়াই শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু এর শেষ তারা করতে পারছে না। প্রতিদিনই তারা নতুন নতুন সমস্যায় পড়ছে। নেতারা নিহত, আহত এবং বন্দী হচ্ছে। তাদের এলাকা ও সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। তাদের সমাজ যুবক-শূন্য হয়ে পড়ছে। তারা এখন অবিভাবক-শূন্য হয়ে পড়ছে; কেননা যুদ্ধে আশ-শাবাবের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর তাদের প্রবীণরা সব আত্মগোপনে চলে গেছে।

এটা নিশ্চিত যে, এই ২টি উপজাতির বর্তমান পরিস্থিতি দেখার পর, অন্যান্য উপজাতিরা আশ-শাবাবের কথাগুলো মনযোগ সহকারে শুনবে। তারা হাজার বার চিন্তা করবে সেই রাজনীতিবিদদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার বিষয়ে, যারা আশ-শাবাবের হামলা শুরুর পর নিজেরাই আগে পালিয়েছে এবং উপজাতি মিলিশিয়াদের ময়দানে একা ছেড়ে গেছে। ফলে তাদের সম্প্রদায় এবং জীবন এখন জলাবদ্ধতায় পরিণত হয়েছে। আর নতুন ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার লক্ষে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছেন হারাকাতুশ-শাবাব আল মুজাহিদিন।

---

## ফটো রিপোর্ট || বুরকিনা ফাঁসোতে আল-কায়েদার দুঃসাহসী অভিযান

সম্প্রতি আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ৯ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও সংস্করণ রিলিজ করেছে। যা 'জেএনআইএম' এর মিডিয়া শাখা আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশন থেকে প্রচার করা হয়েছে টান টান উত্তেজনায় ভরপুর সেই ভিডিওটি।

ভিডিওটিতে ওয়াগাডুগু এবং বুরকিনিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি অতর্কিত হামলার দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। ভিডিও সংস্করণটি শুরু হয়েছিল ড. আয়মান আজ-জাওয়াহিরি এবং আহমাদু কোফা হাফিজাহুল্লাহ্'র বক্তব্য দিয়ে। তারপর 'জেএনআইএম' এর শতাধিক যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে একটি বক্তব্য দিতে দেখা যায় একজন কমান্ডারকে। বক্তব্য শেষে যোদ্ধাদের লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। যারা গাদ্দার বুরকিনিয়ান সেনাদের উপর চতুর্দিক থেকে হামলা চালাতে শুরু করেন।

মুজাহিদদের তীব্র এই লড়াইয়ে বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। এবং বাকিরা তাদের গাড়ি ও অস্ত্র রেখে পালিয়ে যায়, যে গাড়ি এবং অস্ত্রগুলো লড়াই শেষে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন। যাইহোক মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই অভিযানের ভিডিওটি মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের ছবি এবং শাইখ আবু মুস'আব আবদুল ওয়াদুদ রহিমাহুল্লাহ্'র বক্তব্য দিয়ে শেষ করা হয়।

ভিডিও থেকে সংগৃহীত কিছু স্থিরচিত্র দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/09/24/59461/

---

## ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করলো হিন্দু শিক্ষার্থী, নিরাপদে রাখতে আটক করলো প্রশাসন

ফেসবুকে ইসলাম নিয়ে কটূক্তির ধৃষ্টতা দেখালো আরেক উগ্র হিন্দু যুবক। এবার রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী সুজন পাল ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করেছে। এতে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তাকে শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভোরে আটক করা হয়।

তাজহাট থানার ওসি বলেছে, 'ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে তাকে (সুজন পাল) আটক করা হয়েছে। এখনো তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি।'

ওদিকে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গোলাম রব্বানী বলেছে, 'ধর্মের বিষয়টি স্পর্শকাতর। ওই শিক্ষার্থী ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার রাতে উত্তেজনা তৈরি হলে তাকে আটক করা হয়। যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে তাকে সেফ করার জন্য আটক করা হয়েছে। আটক না করলে আজ হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি হতো।'

অর্থাৎ ইসলাম নিয়ে কটূক্তিকারীকে তারা নিরাপদে রাখার জন্য আটক করেছে। এভাবেই ইসলাম ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তিকারীদেরকে বাঁচানোর জন্য সরকার আটকের নামে তাদেরকে মূলত নিরাপত্তায় রাখে। আর সরকারের এমন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক এবং হিন্দু সন্ত্রাসীরা বার বার ইসলাম ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করার ধৃষ্টতা দেখায়।

সূত্র: ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে বেরোবি ছাত্র আটক https://tinyurl.com/2p935krb

---

## ইসরাইল সফরের পরিকল্পনা ইহুদিদের মিত্র এরদোয়ানের

তুরস্কের সেক্যুলার প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান আগামী ১৯ নভেম্বর দেশটির নির্বাচনের পর ইহুদিবাদী ইসরাইলে সফরের পরিকল্পনা করেছে বলে জানা যাচ্ছে। একজন সিনিয়র তুর্কি কর্মকর্তা মিডল ইস্ট আইকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ইতোমধ্যে গত ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছে এরদোয়ান। বৈঠকে এরদোয়ান ইহুদি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেছে যে, ইহুদিদের বিরোধিতা করা মানে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' করা। এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দখলদার ইসরাইলি প্রেসিডেন্টের সাথে এরদোয়ান আরও একটি বৈঠক করবে বলে ইহুদি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে।

তুর্কি প্রেসিডেন্টকে বারবারই ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। গত মার্চ মাসে দখলদার ইহুদিদের ওপর কয়েকটি সফল হামলা চালিয়েছিল ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। বরকতময় এ হামলায় যখন গোটা মুসলিম উম্মাহর হৃদয় প্রশান্ত হয়েছিল ঠিক সেসময় ফিলিস্তিনিদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল তুরস্কের এই সেক্যুলার নেতা। সমবেদনা জানাতে এরদোয়ান সেসময় ইসরাইলি রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হারজোগের সাথে টেলিফোনে কথাও বলেছিল। এবং ফিলিস্তিনিদের বরকতময় হামলাগুলোকে "জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা" বলে আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল।

ইসরাইলের আগ্রাসনে প্রতিদিনই ফিলিস্তিনিদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে । নিয়মিতই খালি হচ্ছে ফিলিস্তিনি মায়েদের বুক। রাত হলেই গ্রেফতার করা হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের। এমনকি গত মাসেই গ্রেফতার করা হয় ৪৭৫ ফিলিস্তিনিকে। ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে শত শত বাড়িঘর। হত্যা করা হয়েছে এ বছর অন্তত দের শতাধিক ফিলিস্তিনিকে। এসব ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ এরদোয়ানের কানে পৌঁছায় না!

ইসরাইলি এসব আগ্রাসনের বিষয়ে বরাবরের মতই চুপ থেকেছে গাদ্দার মুসলিম ভূখন্ডের শাসকগোষ্ঠী। এসব শাসকগোষ্ঠী ইসরাইলের সাথে এতই দহরম মহরম যে মৌখিক প্রতিবাদ করতেও অপরাগ তারা। বরং ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে রীতিমত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে তারা। এছাড়াও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রধান অন্তরায় হিসেবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছে এসব দালাল শাসকগোষ্ঠী। এজন্য দখলদার ইহুদি ও পশ্চিমা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রয়োজনেই এসব গাদ্দার শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোও মুসলিমদের কর্তব্য বলে জানিয়েছেন হকপন্থী উলামা-মাশায়েখরা।

তথ্যসূত্র:

------

1. Turkey's Erdogan plans to visit Israel after November elections- https://tinyurl.com/mvw5y4n6

---

## পূর্ব তুর্কিস্তান || দেড় মাস ধরে উইঘুর শিশুরা স্কুলে বন্দী

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে যে, তুর্কীস্তানের একটি বিদ্যালয়ের মুসলিম শিশুরা বন্দী আছে তাদের শ্রেণীকক্ষেই। তাদের জন্য সেখানে না আছে বিদ্যুৎ, আর না আছে খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত খাবার। এমনকি শোবার জন্য কোন ব্যবস্থাও নেই। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাই ঘুমাতে হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চে কিংবা টেবিলের ওপর। কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে সিমেন্টের ফ্লোরেই।

বিগত দেড় মাস ধরে এই মুসলিম শিশুদেরকে শ্রেণীকক্ষে বন্দী করে বিচ্ছিন্ন রেখেছে তাদের বাবা-মা থেকে। এমতাবস্থায় সেই বাচ্চাদের জীবন নিয়ে বাবা-মা'রা বেশ আতঙ্কিত।

গত দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে কথিত "জিরো কোভিড নীতির" অজুহাতে পুরো পূর্ব তুর্কীস্তানে কঠোর লকডাউন জারি রেখেছে দখলদার চীন সরকার। তুর্কীস্তানের উইঘুর মুসলিমদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে বন্দী করে রেখেছে, আর তাদের শিশুদের বন্দী করে রেখেছে বিদ্যালয়ে। অথচ, সেখানকার অভিবাসী হান চাইনিজরা ঠিকই চলাফেরা করছে রাস্তায়। তাদের ক্ষেত্রে কোনই কঠোরতা আরোপ করেনি দখলদার প্রশাসন।

প্রশাসনের এমন দ্বিমুখী নীতির কারণে ইতোমধ্যেই চীনা সরকারকে নিন্দা জানিয়েছে মুসলিম বিশ্বের জনগণ। অনেকে বলছেন যে, উইঘুর মুসলিমদের না খাইয়ে মারতেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে ক্ষমতাসীন সি চিন পিং সরকার। অনেকে আবার বলছেন, এটি উইঘুর মুসলিমদের গণহত্যা প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বিশেষ।

ভাইরাল হওয়া আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, তুর্কীস্তানের একটি গ্রামের মুসলিম কৃষক অভিযোগ করছেন যে, কোভিড লকডাউন চলাকালীন তার মাঠ থেকে বেশির ভাগ ফসল চুরি হয়ে গেছে। সে বলছে, এই দেড় মাসের লকডাউনে শুধুমাত্র হান চাইনিজরাই খোলামেলাভাবে বাইরে ঘুরতে পেরেছে। অথচ মুসলিমদেরকে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাই সে ধারণা করছে এমন কাজ হয়তো হান চাইনিজরাই করে থাকতে পারে।

অন্য আরেক ভিডিওতে দেখা গেছে, এই দেড় মাসের লকডাউনে উইঘুর কৃষকরা বাইরে না বের হতে পারায় তাদের মাঠের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া একজন কৃষকের প্রায় ৩০০টি ভেড়া না খেয়ে মারা গেছে।

একটি ভিডিওতে একজন অসহায় শিশু বলছে যে, তার মা সবজি বিক্রি করে তাদের ঘর চালাতো। এখন তার মা সেটা পারছে না| এই লকডাউন কবে শেষ হবে? আমরা কবে বাইরে যেতে পারবো?

বিগত দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই লকডাউনে ইতোমধ্যেই মারা গেছে অনেক অনেক উইঘুর মুসলিম। অফিশিয়ালি মৃতের প্রকৃত সংখ্যা জানা না গেলেও মনে করা হচ্ছে, এই লকডাউনে শুধু না খেয়ে এবং ওষুধের অভাবেই মারা গেছে শত শত উইঘুর। উইঘুররা সাহায্যের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের অসহায় অবস্থার কথা প্রকাশ করলেও দখলদার সরকার উল্টো হুমকি দিয়েছে কোন প্রকার ভিডিও কিংবা ছবি না প্রকাশ করতে। কিছু উইঘুর এই লকডাউনের প্রতিবাদ করায়, দখলদার চীন প্রশাসন তাদের বন্দী করেছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পূর্ব তুর্কীস্তানে সাধারণ উইঘুর মুসলিমদের প্রতি কোন প্রকার মানবিকতা প্রদর্শন করতেই নারাজ ক্ষমতাসীন সি চিন পিং। উলামাগণ তাই বলছেন, উইঘুর মুসলিমদের এই বিপদের সময় উচিত হবে একে অন্যকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করা এবং এই বিপদকে আল্লাহ্ তা'আলার সরল পথে ফিরে আসার উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা।

তথ্যসূত্রঃ

1. Video: These #Uyghur kids were locked down in their classroom.- https://tinyurl.com/yc4y9595

2. Video: #Uyghur peasants in Uyghur homeland have been under “0-virus lockdown” for 45+ days. - https://tinyurl.com/3b48np34

3. Video: #Uyghur farmers have been under lockdown by #Xitler’s order... - https://tinyurl.com/m3bzx6vn

4. Video: This #Uyghur boy says: When we can go outside... - https://tinyurl.com/3vskxffm

---

## বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের সাহায্যে জাতিসংঘের টালবাহানা; বিক্ষুব্ধ গাজাবাসী

দখলদার ইসরাইল লবিং করে গাজায় ধ্বংস হওয়া বাড়িঘর পুনঃর্নির্মাণে জাতিসংঘের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার দাবি জানায়। এরপর থেকেই গাজায় জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা (ইউএনআরডাব্লিউএ) ইসরাইলের আগ্রাসনে ধ্বংস হওয়া ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে অনিহা প্রকাশ করেছে।

ফলশ্রুতিতে, ফিলিস্তিনিরা ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। এদিকে গত ১৯ সেপটেম্বর একদল বিক্ষুদ্ধ ফিলিস্তিনি ইউএনআরডব্লিউএ এর গেইটের সামনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, অবরুদ্ধ গাজায় দখলদার ইসরাইলি হামলায় ২০১৪, ২০২১ ও চলতি বছর ২০২২ সালে ধ্বংস হয়া বাড়িঘর পুনঃর্নির্মাণে টালবাহানা করছে জাতিসংঘ। সংস্থাটির দাবি, আন্তর্জাতিক দাতারা নাকি ২০১৪ সালে ধ্বংস হওয়া বাড়িগুলির জন্য অর্থ প্রদান করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। কারণ এটি নাকি পুরোনো সমস্যা। সেসময় কমপক্ষে ১২ হাজার বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও ১লাখ ৬০ হাজার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

ফিলিস্তিনি শরণার্থী কমিটি জানিয়েছে, 'দখলদারদের দ্বারা ধ্বংস হওয়া বাড়িগুলির পুনঃর্নির্মাণে বিলম্বের অর্থ হল জাতিসংঘ ইসরাইলি দখলদারিত্বের এজেন্ডাকেই বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে ফলিস্তিনিদের দুর্ভোগকে আরও বাড়িয়ে তুলছে জাতিসংঘ। কমিটি জোর দিয়ে বলেছে যে, ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িগুলির পুনঃর্নির্মাণে জাতিসংঘ বিলম্ব করার কোনো কারণ নেই।

জাতিসংঘ সব সময়ই ফিলিস্তিনে সমস্যা জিইয়ে রেখেছে এবং গোপনে ইসরাইলের পক্ষে কাজ করেছে। এবার ফিলিস্তিনের বাড়িঘর পুনঃর্নির্মাণের বিষয়টিকে পুরোনো সমস্যার অযুহাত দেখিয়ে বন্ধ রেখেছে। এর মাধ্যমে জাতিসংঘ ইসরাইলকে বৈধ রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃতি দিচ্ছে বলে মত ইসলামি চিন্তাবিদদের।

তথ্যসূত্র:

------

1. UNRWA: protesters set fire to gate of Gaza office – https://tinyurl.com/522nvs4h

---

## ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### আল -আকসায় খননকাজ ইহুদিদের : মসজিদের পরিচালক গ্রেফতার

পবিত্র আল-আকসা মসজিদের আশেপাশে ও নিচে অবস্থান নিয়ে খনন কাজ চালাচ্ছে উগ্রবাদী ইহুদি সন্ত্রাসীরা। দৈনিক ইনকিলাবের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এমনটিই দাবি করেছেন ইসলামের প্রথম কেবলা এই মসজিদের পরিচালক শেখ ওমর আল-কিসওয়ানি। মিডল ইস্ট মনিটরও এমন একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে।

শেখ ওমর বলেছেন, পবিত্র আল-আকসা মসজিদের আশেপাশে খনন কাজ চালাচ্ছে ইহুদিবাদী ইরাইল। একারণে আল-আকসা মসজিদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। তিনি আরও জানান, এখনই এসব খনন কাজ বন্ধ করতে হবে। ধ্বংসাত্মক খনন কাজ বন্ধে ইসরাইলকে বাধ্য করতে মুসলিম বিশ্বকে সোচ্চার হতে হবে। মসজিদের ঠিক বরাবর নিচেও খনন কাজ চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

দখলদার ইসরাইলের এই অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করায় শেখ ওমরকে গ্রেফতার করেছে ইসরাইলি পুলিশ। জানা যায়, সন্ত্রাসী ইসরাইলি পুলিশ তাকে গ্রেফতারের পর অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে। এছাড়া তার বাড়ির নানা জিনিসপত্রও জব্দ করেছে তারা।

শেখ ওমর সবসময় ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সোচ্চার ভুমিকা পালন করে আসছেন। কিছু দিন আগেও আল-আকসা মসজিদকে ঘিরে ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য যে, ভ্রান্ত ইহুদিরা মনে করে আল আকসা মসজিদটি ভেঙে কল্পিত থার্ড টেম্পল (তৃতীয় মন্দির) নির্মাণ করতে পারলেই তাদের কাঙ্ক্ষিত মাসিহ বা দাজ্জালের আগমন ঘটবে। এ লক্ষেই তারা আল-আকসা মসজিদের নিচে গোপনে খনন করে মসজিদটিক ধ্বসিয়ে দিতে চাচ্ছে। আর ইহুদিদের এই গোপন মিশন সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করায় ওমর আল কিসওয়ানিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সন্ত্রাসী ইহুদি পুলিশ।

দখলদার ইসরাইল আল-আকসা প্রাঙ্গনে যেসব খনন কাজ চালাচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক নীতিমালার বিরোধী হওয়া সত্বেও কথিত জাতিসংঘ কখনোই ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। আসলে কোন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা জাতিসংঘের নেই বলে মত ব্যক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞগণ।

এজন্য নবী ও রাসুলের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র আল আকসা মসজিদকে পুনরুদ্ধার ও ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করতে মুসলিমদের কোরআন ও সুন্নাতের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন হকপন্থী উলামারা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Israel occupation forces arrest Director of Al-Aqsa Mosque - https://tinyurl.com/a2jv8ura

2. আল-আকসা মসজিদের পরিচালক গ্রেফতার - https://tinyurl.com/6738tahc

---

## উগ্রবাদের অভিযোগ তুলে আসামে মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের

ভারতের আসামে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন উগ্রবাদের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই বহু মাদ্রাসা ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন আসাম সরকার রাজ্যের সমস্ত বেসরকারী মাদ্রাসাকে কথিত আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার হিন্দুত্ববাদী শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু এ কথা জানিয়েছে। সে বলেছে, পর্যায়ক্রমে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য বিদ্যমান আইনের আওতায় আনার পদক্ষেপ নিচ্ছে। সরকার বিবেচনা করছে আসাম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ এর নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিনা।

হিন্দুত্ববাদীরা কোন ধরণের তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই বলছে, মাদ্রাসাগুলো উগ্রবাদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। মূলত এসমস্ত অভিযোগ তুলে তারা মুসলিমদেরকে কোণঠাসা করতে চাইছে। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অভিযোগ তুলে মুসলমানদের বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছে। অন্যায়ভাবে মসজিদ-মাদ্রাসা গুড়িয়ে দেওয়াকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। হিন্দুত্ববাদীরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখছে যেখানে কোন মুসলিম থাকবে না। আর এই লক্ষেই তারা মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস করার মিশন বাস্তবায়ন করছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Assam Govt May Bring Private Madrassas Under the Ambit of Law: Education Minister (The Wire) - https://tinyurl.com/ycyvdxpz

---

## ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী আমেরিকা : আশ-শাবাবের হামলায় ৬০ এরও বেশি সৈন্য নিহত

সোমালিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে বড়ধরণের সামরিক পরাজয় বরণ করছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কুফফার এই দেশটি সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের অগ্রগতি রুখতে প্রতিবছর শত শত সেনাকে হাজার হাজার ডলার খরচ করে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তাদের এসব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হচ্ছে।

গতকাল ২১ সেপ্টেম্বর বুধবারেও আশ-শাবাবের কাছে 'গণধোলাই' খেয়েছে মার্কিন প্রশিক্ষিত 'দানব' ফোর্সের সেনারা।

স্থানীয় সূত্রমতে, মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনারা গতকাল হিরান রাজ্যে আশ-শাবাবের শরিয়াহ্ শাসিত অঞ্চলে পরপর ৫ দাফায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবারই সেনারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। শেষবার গাদ্দার সৈন্যরা যখন রাজ্যটির বোয়াউ শহরে আগ্রাসন চালায়, তখন আশ-শাবাব যোদ্ধাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে সেনারা।

এসময় মুজাহিদদের অসাধারণ যুদ্ধ কৌশলের সামনে লজ্জাজনক ভাবে পরাভূত হয় মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনারা। যেখানে আশ-শাবাবের হামলায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ ৪০ এর বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও তুর্কী প্রশিক্ষত গরগর ফোর্সের কমান্ডার সহ আরও ২০ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

তীব্র এই লড়াইয়ে আমেরিকা ও তুরস্ক তাদের ড্রোন দিয়ে গাদ্দার স্পেশাল ফোর্সকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছে। এতো কিছুর পরেও গাদ্দার বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। আর এটি এতটাই লজ্জাজনক অধ্যায় ছিলো যে, মার্কিন প্রশিক্ষত সেনারা তাদের সঙ্গীদের মৃতদেহগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে রেখেই পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ার জালাজদুদ, শাবেলি সুফলা এবং হিরান রাজ্যে আরও ১৬টি সফল হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, মুজাহিদদের এসব বীরত্বপূর্ণ অপারেশনেও আরও কয়েক ডজন কুফফার ও গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

---

## ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### ব্রেকিং নিউজ || ইমারাতে ইসলামিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্দী বিনিময়

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন এবং ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বন্দী বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে।

এই বন্দী বিনিময়ের অধীনে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তালিবানের হেফাজতে থাকা "মার্ক ফ্রেরিচস"কে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিনিময়ে আমেরিকাও বাধ্য হয় ইমারাতে ইসলামিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হাজি বাশার নূরজাইকে ইমারাতে ইসলামিয়ার কাছে হস্তান্তর করতে।

ফ্রেরিচস- একজন প্রাক্তন আমেরিকান দখলদার সৈনিক। আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারত্বের সময় একজন সেনা সদস্যের পাশাপাশি সে ছিলো সামরিক প্রকৌশলী। ২০২০ এর ৩১ জানুয়ারি খোস্ত প্রদেশ থেকে আবদুল্লাহ তোফান নামে একজন মুজাহিদ তাকে জীবিত বন্দী করেন।

নূরজাই- আফগানিস্তানে ক্রুসেডার মার্কিন আগ্রাসনের শুরুতে হাজি নূরজাই "তালিবানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান" করতেন বলে অভিযোগ তোলা হয়। আর এই কারণেই তাকে ২০০৫ সালে বন্দী করা হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর দীর্ঘ ১৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে নূরজাইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুয়ান্তানামো কারাগারে আটকে রাখে।

যাইহোক, এই বন্দী বিনিময়কে স্বাগত জানায় ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন। এবং হাজি নূরজাইয়ের আগমনে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনও করে সরকার।

উল্লেখ্য যে, তালিবান মুজাহিদরা এর আগেও অনেক দখলদারকে জীবিত ধরে নিয়েছিলেন, যাদের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চপদস্থ অনেক তালিবান কর্মকর্তাকে মুক্ত করেে তালিবান সরকার। যাদের কেউ কেউ এখন ইমারাতে ইসলামিয়ার মন্ত্রী পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন।

এদিকে নূরজাইয়ের এই মুক্তির পর টুইটারে বিভিন্ন মন্তব্য করেন তালিবান কর্মকর্তারা।

এর মধ্যে ইমারাতের সিনিয়র কর্মকর্তা জেনারেল মুবিন খান তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর ছবি শেয়ার করে লিখেন, "আমরা আবারো আমেরিকার বেড়ি ভেঙে হাজি বাশারকে মুক্ত করেছি। এবার আপনিও ড. আফিয়াকে আমেরিকার কারাগার থেকে মুক্ত করুন।"

অন্য তালিবান সদস্যরা লিখেন, "আর্থিক সহায়তার অভিযোগে দখলদাররা হাজী সাহেবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। অপরদিকে যারা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও লাখ লাখ জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, ইমারাতে ইসলামিয়া তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। যেই দৃষ্টান্ত বিশ্ব আগে দেখেনি। এরপরেও তারা আমাদের দিকে আঙুল তুলছে!!"

---

## ইয়েমেনে আল-কায়েদার একদিনের অভিযানে ১২৩ এর বেশি গাদ্দার হতাহত

সম্প্রতি ইয়ামানে সংযুক্ত আরব-আমিরাত ও তাদের মিত্র মিলিশিয়ারা শরিয়াহ্ শাসিত অঞ্চলগুলিতে হামলা শুরু করেছে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্'ও পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। যার ফলে প্রতিদিন কয়েক ডজন গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

তবে গতকাল হাতাহত সেনাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা দেখেছে আবয়ান বাসি।

স্থানীয় সূত্র ও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্রগুলি থেকে জানা যায়, গত ২০ সেপ্টেম্বর আবয়ানে শরিয়াহ্ শাসিত ওমরান উপত্যকায় ৭ বার আগ্রাসন চালিয়েছে আরব-আমিরাত ও তাদের জোট বাহিনী। যার প্রতিটি অভিযানই নিপুণ দক্ষতায় প্রতিহত করেছে আরবের উপদ্বীপের 'কালো পতাকাবাহী দল' খ্যাত আনসারুশ শরিয়াহ্। সূত্র মতে দিনের প্রথমভাগের হামলাতেই আল-কায়েদার কাছে নাকানিচুবানি খায় আরব জোট। যেখানে হোমসান ব্রিগেডের ২ কমান্ডার সহ ৫ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরও ১ জেনারেল সহ ১০ এর বেশি সৈন্য।

লজ্জাজনক এই পরাজয়ের পর আরও শক্তি নিয়ে উপত্যকায় হামলা চালায় আরব জোট। কিন্তু এবার তারা আরও করুণভাবে পরাজিত হয় আল্লাহ্‌র দ্বীনের রক্ষকদের কাছে। যেখানে আনসারুশ শরিয়াহ্' পরপর মর্টার শেল, ক্ষেপণাস্ত্র আর বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণে ধরাশায়ী হয় আরব-আমিরাতের জোট বাহিনী। উপত্যকার প্রতিটি পদে পদে তারা আল-কায়েদার এসব হামলার শিকারে পরিণত হয়।

স্থানীয় একটি সূত্রমতে, এদিন আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর যোদ্ধাদের দুর্দান্ত সব হামলায় ব্যাপক হতাহতের শিকার হয় আরব-আমিরাত ও তাদের সমর্থিত মিলিশিয়ারা। এসব হামলায় আরব জোটের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার সহ অন্তত ৪০ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৭০ এরও বেশি।

আল-কায়েদার হাতে আরব-আমিরাতের এমন পরাজয়ের পর অনেক বিশ্লেষকরা মন্তব্য করছেন, আল-কায়েদা এখন আর আগের মতো যুদ্ধ কৌশলে দূর্বল নয়। তাই আরব আমিরাতের উচিৎ হচ্ছে ওরমানে ব্যবহৃত যুদ্ধ কৌশলগুলি অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করা। এবং যুদ্ধের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি থেকে দূরে থাকা। কেননা আল-কায়েদা দীর্ঘ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে এসব কৌশল এবং তা প্রতিহত করার পদ্ধতি রপ্ত করে নিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

---

## ৭৩ রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করলো মিয়ানমার জান্তা বাহিনী

রাখাইনে চলমান নির্যাতনের মুখে পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গাদের গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করছে মিয়ানমার জান্তা বাহিনী। গত দু'দিনে (১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর)অন্তত ৭৩ জনকে গ্রেফতার করেছে জান্তা সরকার। এবং এ পর্যন্ত নতুনভাবে অন্তত ১৩০০ রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করার খবর পাওয়া গেছে ।

সাম্প্রতিক নির্যাতনের মুখে ইতোমধ্যেই কয়েকটি রোহিঙ্গা পরিবার পালিয়ে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। আরও কয়েক'শ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ সীমান্তে অপেক্ষা করছে বলে জানা যাচ্ছে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানোর সময় পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিলেও এবার সেই সুযোগ দিচ্ছেনা মিয়ানমার। চীনের মতো বন্দী শিবিরে আটকে রাখছে রোহিঙ্গাদের। ফলে সেখানে রোহিঙ্গারা বন্দী পশুপাখির মত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

যুগ যুগ ধরে নিপীড়নের শিকার হওয়া রোহিঙ্গারা বর্তমানে কঠিন বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেও বিশ্ববাসী তাদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরং বর্বর জান্তা বাহিনীকে শক্তিশালী করতে তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে কতিপয় রাষ্ট্র। এগুলোর মধ্যে চীন, উত্তর কোরিয়া, ভারত, ইসরায়েল, ফিলিপাইনস, রাশিয়াসহ ইহুদিবাদী ইউক্রেনের ১৪টি কোম্পানি যুদ্ধ বিমান, সাঁজোয়া যান, যুদ্ধজাহাজ, মিসাইল এবং মিসাইল লঞ্চার সরবরাহ করেছে।

অন্যদিকে পশ্চিমারা নিজেদের স্বার্থে বিদ্রোহী বৌদ্ধ গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো চাইছে এ অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা কায়েম করে নিজেদের ফায়দা লুটতে। ফলে যার ভুক্তভোগী শুধু রোহিঙ্গারাই নয় বরং এ অঞ্চলের গোটা মুসলিমদেরকেই ভোগ করতে হবে বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা। কেননা একদিকে ইসলাম বিদ্বেষী ভারত অন্যদিকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যাকারী মিয়ানমার ও উইঘুর মুসলিম হত্যাকারী চীন সবাই একে অপরে সহযোগী। এবং নীতি আদর্শে তারা সবাই এক ও অভিন্ন। এজন্য এ অঞ্চলের মুসলিমরা যতই সংঘাত থেকে নিজেদের দূরে থাকতে চান না কেন সংঘাত তাদেরকে ততই কাছে টেনে নিবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

তাই রোহিঙ্গা নিপীড়নকে রোহিঙ্গাদের সমস্যা বলে অবহেলা করে পিছিয়ে না থেকে বরং তাদেরকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া এ অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য আবশ্যকীয় বলে জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা।

**তথ্যসূত্র:**

------

1। 42 Rohingya got arrested in Myaung- https://tinyurl.com/y558e74a

2। The Myanmar junta arrested 31 Rohingya who are escaping genocide on 17th sept & 42 Rohingya on 18th sept. Since the coup over 1300 Rohingya have been arrested by the junta
https://tinyurl.com/bdf4adjt

---

## মধ্যপ্রদেশে হিন্দুদের হামলার শিকার মুসলিম যুবক, মা-বাবাকেও ছাড়েনি হিন্দুরা

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলার লালগাওয়ের বাসিন্দা ওয়াজিদ আলী নামে একজন মুসলিম যুবককে নির্মমভাবে পিটিয়েছে সন্ত্রাসবাদী হিন্দুরা। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মা-বাবার সাথে লালগাও থেকে হারিতে যাওয়ার সময় অরিয়া গ্রামের কাছে তাদের আটকে নির্যাতন করা হয়।

হিন্দুত্ববাদী স্লোগান এবং গালিগালাজের পাশাপাশি ওয়াজিদ আলীকে একটি বাইকের সাথে বেঁধে ৩ কি.মি. পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় হিন্দু সন্ত্রাসীরা। ওয়াজিদ আলীর মা বোরকাবৃত ছিলেন; তাঁর সেই কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং ওয়াজিদ আলীর পিতাকেও মারধর করে হিন্দুরা। তাদের উপর এমন নির্যাতন চলতে থাকে অন্তত এক ঘণ্টা যাবৎ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মারধরের কিছু ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানেও দেখা গেছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা নিথর ওয়াজিদ আলীর উপর লাঠি দিয়ে হিংস্রভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে।

এক ভিডিও বার্তায় ভুক্তভোগী ওয়াজিদ আলী বলেছেন, ‘তারা আমাদের মেরেছে, কারণ আমরা মুসলিম।’ তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে অনিল পাল, মহেশ পাল এবং অন্যান্য অনেকের সাথে ৬ জন হিন্দু মহিলাও।

ওয়াজিদ আলী ১৭ই সেপ্টেম্বর ছিন্দওয়ারার এসপিকে বিষয়টি জানান। অথচ এখন পর্যন্ত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি হিন্দুত্ববাদী পুলিশকে।

অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে মুসলিমদের উপর নবউদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা। ওয়াজিদ আলী এবং তার মা-বাবার উপর হামলার ঘটনা ভারতে হিন্দু সন্ত্রাসীদের হিংস্র চেহারাকে আবারও সামনে নিয়ে এলো। উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের আধিপত্যের বিস্তারে প্রতিটি মুসলিম পরিবারেরই ওয়াজিদ আলীর মতো ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার হুমকি রয়েছে। নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে এখনও অবহেলা করলে অচিরেই হয়তো নির্মম এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে মুসলিমদের। তাই এখন থেকেই নিজেদেরকে হিন্দুত্ববাদীদের গেরুয়া সন্ত্রাসের মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখার উপদেশ দেন হকপন্থী আলেমগণ।

**ভিডিও লিংক:**

হামলার ভিডিও: https://twitter.com/i/status/1572195992505647105

ওয়াজিদ আলীর সাক্ষাতকার: https://twitter.com/i/status/1572196891990921217

এফআইআর: https://twitter.com/KashifKakvi/status/1572196921414135808/photo/1

---

## রক্ষকই ভক্ষক : দুদকেই দুর্নীতির আখড়া!

ইসলামি অনুশাসন ব্যতিত মানব রচিত আইনের মাধ্যমে যে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব নয়- এটি আবারও প্রমাণ হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে।

সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুই মহাপরিচালক (ডিজি)-কে বদলি করা হয়েছে। আর তাদেরকে বদলি করার পরপরই একে একে উঠে আসছে তাদের দুর্নীতির ফিরিস্তি। তারা হলেন, অতিরিক্ত সচিব সাঈদ মাহবুব খান এবং যুগ্ম সচিব একেএম সোহেল। এদের মধ্যে সাঈদ মাহবুব খান প্রায় ৫ বছর ধরে দুদকের মহাপরিচালক (বিশেষ অনুসন্ধান-তদন্ত) পদে কর্মরত রয়েছেন। আর একেএম সোহেল ৪ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত রয়েছেন দুদক মহাপরিচালক (আইসিটি ও প্রশিক্ষণ) হিসেবে।

প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপব্যবহার, বৃহৎ দুর্নীতির দায় থেকে প্রভাবশালীদের দায়মুক্তি প্রদান, স্বজনপ্রীতিসহ উঠে আসে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ। কমিশনের বিগত চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের 'পছন্দের লোক' হিসেবে পরিচিত এই দুই কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটিকে নানাভাবে বিতর্কিত করেন।

বিশেষ অনুসন্ধান তদন্তের দায়িত্বে থাকা মহা-পরিচালক সাঈদ মাহবুব খানের বিরুদ্ধে রয়েছে কমিশনকে 'মিস গাইড' করা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের দায়মুক্তি প্রদানের অভিযোগ। দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালী পুলিশ কর্মকর্তা, গণপূর্তের প্রকৌশলী, স্বাস্থ্যখাতের মাফিয়া ডন, রাজউকের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং প্রশাসন ক্যাডারকে দায়মুক্তি প্রদানেও ভূমিকা রাখেন।

পছন্দসই কর্মকর্তাদের নামে গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের ফাইল এনডোর্স করা, পাবলিক মানি আত্মসাতের অভিযোগ তদন্ত না করে, আইনগত কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে অভিযোগ ফেরত দেয়ার মাধ্যমেও অনেককে দায়মুক্তির ব্যবস্থা করেন সাঈদ।

এমনকি ইকবাল মাহমুদের ব্যক্তিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করতে বহু নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে শক্ত ভূমিকা পালন করেন তিনি। মহাপরিচালক (বিশেষ তদন্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সাঈদ মাহবুব খান বিপুল অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন কিনা সেটিও এখন অনুসন্ধানের দাবি রাখে বলে মনে করেন দুদকের একাধিক কর্মকর্তা।

অন্যদিকে, একেএম সোহেলের নিয়ন্ত্রণে থাকা দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক)র বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। ক্ষমতা অপব্যবহার, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে অফিসের গাড়ি ব্যবহার, এবং নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সুপারিশ করে হয়রানির অভিযোগ রয়েছে সোহেলের বিরুদ্ধে। এছাড়া প্রভাবশালী অনেক দুর্নীতিবাজকে কোনো ধরনের অসুন্ধান ছাড়াই বাছাই পর্যায় থেকে দায়মুক্তি দিয়ে দেয়ার অভিযোগও রয়েছে। অকাট্য প্রমাণাদিসহ দুর্নীতির অন্তত ৯৫ ভাগ অভিযোগ অনুসন্ধানে না পাঠিয়ে সরাসরি দায়মুক্তি প্রদান কিংবা অভিযোগ গায়েব করে দেয়ার বহু অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

নামে দুর্নীতি দমন কমিশন হলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তারাই দুর্নীতির সাতে জড়িত। ইসলামি চিন্তাবিদরা বলছেন, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদলে গড়ে উঠা এ দেশের শাসন ব্যবস্থায়ও গুটিকয়েক মানুষ সর্বসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পাশাপাশি কথিত উন্নয়নের গোলক ধাঁধায় ফেলে জনগণের সম্পদ লুটেপুটে খাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে জনসাধারণ রাত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও নিজেদের অভাব ঘোচাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই এই জুলুমের সিস্টেম পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে দুর্নীতি মুক্ত ইসলামি শরিয়াত ভিত্তিক সমাজ গঠন এখন সময়ের দাবি বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

লিখেছেন : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:

১। কী মধু দুদকে? - https://tinyurl.com/yck5hn8t

## আবারো আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলা : হতাহত ১৮ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য

সোমালিয়ায় ৩টি পৃথক সফল অভিযান পরিচালনা করছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে ১০ এর বেশি সৈন্য নিহত এবং আরও ৮ এর অধিক সৈন্য হতাহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

আঞ্চলিক সূত্র মতে, মধ্য সোমালিয়ার হিরান অঞ্চলে গত ১৯ সেপ্টেম্বর বেশ কিছু লড়াই ও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। তবে রাজ্যটির মহাস জেলায় সবচাইতে ভারী হামলাটি সংঘটিত হয়েছে। সেখানে গাদ্দার সরকারি মিলিশিয়া এবং ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে ভারী লড়াই সংঘটিত হয়। সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করে যে, এই যুদ্ধে আশ-শাবাবের হামলায় কমপক্ষে ১০ সরকারী মিলিশিয়া নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেক সৈন্য।

অন্যদিকে, সেদিন বিকেলে রাজ্যটির বুলুবার্দি জেলার উপকণ্ঠে সরকারি কর্মকর্তা আবদি বিলের গাড়িতে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয়দের মতে, বিস্ফোরণে গাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এদিকে বিস্ফোরণে হতাহতের কোনো সরকারি তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে গাড়িতে থাকা সমস্ত সৈন্যরা নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিন জালাজদুদ রাজ্যের বাহদো শহরে একটি সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যেখানে মুজাহিদদের হামলার টার্গেটে পরিণত হয় বাহদো শহরের পুলিশ প্রধান এবং অন্য এক অফিসার। এই ঘটনায় তারা উভয়ে সহ ৫ সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যে এদিন আরও একটি দুর্দান্ত অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যা রাজ্যটির ব্লেডোকল বিমান ঘাঁটির কাছে চালানো হয়েছে। বরকতময় এই হামলায় ১ অফিসার সহ মার্কিন-প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়। পরে তাদেরকে আশংকাজনক অবস্থায়ই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সর্বশেষ, গতকাল ২০ সেপ্টেম্বর, ক্রুসেডার উগান্ডান, কেনিয়ান ও গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর ৬টি ঘাঁটিতে ভারী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলাগুলো শাবেলি সুফলা, যুবা ও বে রাজ্যে চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এসব হামলায় কি পরিমাণ শত্রু সেনা নিহত এবং সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা বিস্তারিত জানা যায় নি।

## আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || সেপ্টেম্বর ৩য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/09/21/59389/

## ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### "আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া উচিত" :হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু নরসিংহানন্দ

বিভিন্ন সময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কুখ্যাত জ্যোতি নরসিংহানন্দ। জ্যোতি নরসিংহানন্দ সরস্বতী এত বড় বড় অপরাধ করার পরও তার কোন বিচার হচ্ছে না। তাই একই ধরনের বিদ্বেষী ভাষণ বার বার দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে।

এবার আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় উড়িয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার আলিগড়ে হিন্দু মহাসভা আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর নরসিংহানন্দ এই মন্তব্য করে।

উত্তরপ্রদেশ উগ্র যোগি সরকারের রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময়ে সে এই মন্তব্য করেছে।

সে আরো বলেছে, "প্রথমে মাদ্রাসা থাকা উচিত নয়।" "তাদেরকে বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া উচিত, নয়তো আমাদের চীনের নীতি অনুশীলন করা উচিত এবং মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্তদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো উচিত।"

এই হিন্দু ধর্মীয় নেতা কুখ্যাত নরসিংহানন্দ হরিদ্বার 'ধর্ম সংসদ' এ মুসলমানদের গণহত্যার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। মুসলিম নারীদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করেছে। তার দেখানো পথেই অন্যান্য উগ্র হিন্দু নেতারাও এখন অহরহ মুসলিম হত্যার প্রকাশ্য দাক দিচ্ছে। তবুও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

যদিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবল চাপের মুখে লোক দেখানো জন্য জ্যোতি নরসিংহানন্দকে আটক করা হয়েছিল। ৭ই ফেব্রুয়ারী হরিদ্বারের একটি আদালত তাকে জামিন দিয়ে দিয়েছে। এবারের ঘটনায়ও তার কিছুই হবে না- যা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের মুসলিমরা অপরাধ না করেও দোষী, জেলে বন্দী, জামিন হয়না। আর হিন্দু হলে তাদের সাত খুন মাফ। আর যদি কোন কারণে জেলে নেওয়াও হয় তাহলেও সহজেই জামিন হয়ে যায়। জেল থেকে বের হয়ে তারা আরো বেশি উগ্র হয়ে যায়। এভাবেই ভারতের হিন্দুরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে মুসলিম গণহত্যার মিশন বাস্তবায়নের দিকে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Yati Narsinghanand booked for saying madrassas, Aligarh Muslim University should be blown up (Scroll) - https://tinyurl.com/mrxscxj5

---

## ইয়ামান | মুদিয়াহ ও জাঞ্জিবার থেকে শত্রুদের পলায়ন: হতাহত অর্ধশতাধিক

ইয়েমেনের হাদরামাউত ছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় আবয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ ভূমির নিয়ন্ত্রণ করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্। সম্প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণাঞ্চলের দখল নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে আমেরিকার গোলাম গাদ্দার আরব-আমিরাত ও তাদের সমর্থিত মিলিশিয়ারা।

এমন পরিস্থিতিতে বসে নেই আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর যোদ্ধারা। তাঁরাও দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণাঞ্চলের শরিয়াহ্ শাসিত অঞ্চলগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছেন। যাতে প্রতিদিন বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গতকাল ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ভোরেও মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত মুদিয়া জেলার 'ওমরান' উপত্যকা ও জাঞ্জিবার শহরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে শত্রু বাহিনী। এতে মুজাহিদগণ তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে সংযুক্ত আরব-আমিরাতের জোট বাহিনী। যেখানে আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর যোদ্ধারা আমিরাতের গাদ্দার বাহিনীগুলোর সামরিক কনভয় ও কাফেলাগুলি লক্ষ্য করে ভারী রকেট, মর্টার শেল ও বোমা বিস্ফোরণ সহ অতর্কিত সব হামলা চালান।

উপত্যকা ও শহরটিতে মুজাহিদদের প্রথম পর্বের অভিযানে গাদ্দার আরব-আমিরাত সংশ্লিষ্ট জোট বাহিনীর অন্তত ২৫ সৈন্য নিহত হয়েছে। যাদের মাঝে গাদ্দার বাহিনীর অষ্টম ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল আল-খাদের হোমসানও রয়েছে বলে জানা গেছে। এই হামলায় আহত হয় আরও ১০ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য। ধ্বংস করা হয় গাদ্দার বাহিনীর ৪টিরও বেশি সাঁজোয়া যান ও গাড়ি।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, এই অভিযানে হতাহত গাদ্দার আরব জোটের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ইডেন এবং লুধার শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেখানে আহতদের অধিকাংশের অবস্থাই আশংকাজনক।

এদিকে আনসারুশ শরিয়াহ্'র মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের হামলায় শত্রুবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়ার পর উভয় এলাকা থেকে সাময়িক সময়ের জন্য পালাতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে তারা উপত্যকায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

এদিন বিকেলে ফের মুদিয়াহ উপত্যকার দিকে সামরিক আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করে আরব-আমিরাত জোট। এবারো উপত্যকায় মুজাহিদদের কঠিন প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে পড়ে গাদ্দার বাহিনী। তাই মুজাহিদদের বুলেট বোমাগুলি গাদ্দার বাহিনীর সাথে ফের মোলাকাত করে নেয়। এসময় মুজাহিদদের এক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় জোটের সামরিক ইউনিট। ফলে আবারও উপত্যকা ছেড়ে পালায় গাদ্দার আরব-আমিরাত জোট। নিহত ও আহত হয় আরও একডজনেরও বেশি সৈন্য।

স্থানীয়দের মতে, এই হামলার পর হতাহত আরব জোটের সদস্যদের উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে 'আবিয়ান গ্র্যাড' বাহিনী, তিনটি অ্যাম্বুলেন্স ও ২টি গাড়ি।

---

## বিজয়ী উম্মাহর গৌরবময় সামরিক প্যারেড: আফগানিস্তান

দখলদারত্ব আর পরাধীনতার শিকলে বন্দী একটি জাতির স্বাধীনতা মহান রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য দেওয়া নিয়ামত সমূহের মধ্যে একটি নিয়ামত। যা একটি জাতির প্রাণ। আর এই স্বাধীনতা যদি হয় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য! তাহলে তো এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করার মতো না।

এই শতাব্দীতে এমনই একটি গৌরবময় স্বাধীনতা পেয়েছে আফগান জাতি। দীর্ঘ ২০ বছরের দখলদারত্ব আর পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে দেশটির আকাশে উড়ছে তাওহীদের কালিমা খচিত পতাকা। দুঃসময়ের নিকশ কালো

মেঘের ছায়া হটিয়ে মানুষ ফিরে পেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ, পেয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের এক অনুপম স্বাধীন ইসলামি ইমারাত।

স্বাধীন এই ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লাখো মানুষের রক্তের নদী পেড়িয়ে। যার জন্য অনেক মা তাঁর আদরের সন্তানকে, অনেক স্ত্রী তার প্রাণের স্বামীকে, অনেক বোন তার প্রিয় ভাই-এর কুরবানি দিয়েছেন।

আরব-আযম ও আফগানদের এই কুরবানি এবং দ্বীনের জন্য তাদের দীর্ঘ ত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে একটি স্বাধীন ইসলামি ইমারাত দান করেছেন।

গত বছরের ১৫ আগস্ট মুজাহিদগণ দ্বিতীয় বারের মতো আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেন। এরপর ৩১ আগস্ট রাতের আধারে দেশটি থেকে সর্বশেষ মার্কিন দখলদার সেনাটিও আফগান ছেড়ে যায়।

আর দখলদার সেনাদের প্রত্যাহারের এক বছর পুর্তি উপলক্ষে গত ৩১ আগস্ট একটি সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। যা আফগানিস্তানের সর্ববৃহৎ সামরিক বিমান ঘাঁটি বাগরামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তালিবান মুজাহিদদের উক্ত সামরিক প্যারেডের ভিডিওটি দেখুন...

**HQ (.mp4) 720p 720.5 MB**

https://gofile.io/d/Bbvsr0

**LQ(.mp4) 360p 223.9 MB**

https://archive.org/details/military-parade-360p-mb
https://gofile.io/d/Ozy6pN

**মূল ইউটিউব লিংক**

https://youtube.com/channel/UCWBd4dZWT9PH0eW59NL7bFA

---

## ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২২

### এবার রুশ বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা : নিহত ৪ এর বেশি

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির বুনি এবং দোআনজার অঞ্চলে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম'। এতে বেশ কিছু রাশিয়ান ভাড়াটিয়া ওয়াগনার সদস্য নিহত হয়েছে।

সম্প্রতি আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর মিডিয়া শাখা আয-যাল্লাকা একটি বিবৃতি জারি করেছে। উক্ত বিবৃতিতে দুটি পৃথক হামলায় বেশ কিছু ওয়াগনার ভাড়াটে সদস্যকে হত্যার তথ্য নিশ্চিত করেছে দলটি।

বিবৃতি অনুযায়ী, মুজাহিদগণ তাদের প্রথম অভিযানটি চালান গত ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মালির দোআনজার অঞ্চলে। যেখানে মুজাহিদগণ গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনী ও রুশ ভাড়াটিয়াদের একটি যৌথ সামরিক কনভয়ে হামলা চালান। যার মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হওয়া ছাড়াও রুশ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়েছে। হামলার পরেও যাদের দেহাবশেষ দীর্ঘক্ষণ ধরে ময়দানে পড়ে ছিলো।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল আক্রমণটি চালান গত ১২ সেপ্টেম্বর বুনি অঞ্চলের গাসি এলাকায়। যেখানে দখলদার রুশ ভাড়াটে সৈন্যদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদিনরা বোমা হামলা চালিয়ে রুশ ভাড়াটে সেনাদের একটি মোটরসাইকেল উড়িয়ে দেন। ফলশ্রুতিতে এখানেও আরও ২ ওয়াগনার ভাড়াটে সৈন্য নিহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

এই হামলার কারণ হিসাবে আল-কায়েদার পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সম্প্রতি এই ভাড়াটিয়ারা তুয়ারেগ গোত্রের দশজন নিরপরাধ লোককে শহীদ করেছে। আর তাদের রক্তের বদলা নিতেই এই হামলাগুলো চালানো হয়েছে।

বিবৃতির শেষে বলা হয় যে, "আমরা গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনী এবং দখলদার রাশিয়ান ভাড়াটে অপরাধীদের বলছি, জেনে রাখুন! মুসলমানদের রক্ত বৃথা যাবে না। আমরা আমাদের জনগণের প্রতিটি রক্তের ফোঁটার জন্য প্রতিশোধ নেবো। ইনশাআল্লাহ।

---

## পাক-তালিবানের জোরদার হামলায় ইসলামাবাদ প্রশাসনের ১০ এর বেশি সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের সোয়াত, বাজুর ও মাহমান্দ এজেন্সিতে ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছে দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এতে এক ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সোয়াত উপত্যকায় সম্প্রতি সংঘাত তীব্রতর হয়েছে। যেখানে প্রতিদিনই গাদ্দার পাকি সেনা ও পাক-তালিবান যোদ্ধাদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। গত রাতেও উপত্যকার কাবাল গ্রামে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে পাক-তালিবান যোদ্ধাদের পথ আটকানোর চেষ্টা করে দেশটির সরকারি মিলিশিয়ারা।

ফলে সেখানে উভয় বাহিনীর মাঝে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে, এবং পাক-তালিবান যোদ্ধাদের হামলায় ৮ মিলিশিয়া নিহত হয়। সূত্র মতে, নিহতদের মধ্যে স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনীর এক কমান্ডারও আছে। কিছুদিন পূর্বে সোয়াতে আরও এক গাদ্দার মিলিশিয়া নেতাকে হত্যা করেছিলেন মুজাহিদগণ, যে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে মুজাহিদদের কালো তালিকাভুক্ত ছিলো।

একই ঘটনা ঘটে গতকাল ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে মাহমান্দ এজেন্সিতে। অঞ্চলটির দুইজাই এলাকায় একটি সামরিক চৌকি অতিক্রম করার সময় এখানেও মুজাহিদদের বাধা দেওয়া হয়। ফলে এখানেও সংঘর্ষ শুরু হয় এবং তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ২ সেনা গুরুতর আহত হয়। এবং মুজাহিদরা নিরাপদে চৌকিটি পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হন।

একইদিন বাজুর এজেন্সির নাভগাই সীমান্তে গাদ্দার পাকি সামরিক ক্যাম্পে শেল নিক্ষেপ করেন মুজাহিদগণ। যেগুলো দুর্গের ভিতরে আঘাত করে। ফলে গাদ্দার বাহিনীর জান-মালের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

---

## ভারতের আসামে বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলিম

২০২১ সালে ভারতের আসাম রাজ্যের মোট আসামীদের ৬১% আসামীই মুসলিম! একইভাবে বিচারাধীন থাকা লোকদের মধ্যে ৪৯% মুসলিম। অথচ, রাজ্যে মুসলিমরা জনসংখ্যার মাত্র ৩৪%। ভারতীয় কারাগার পরিসংখ্যান সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

আসামের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। কথিত সাংবিধানিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য, কুসংস্কার এবং সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আছেন মুসলিমবিদ্বেষী বক্তা হিসেবে পরিচিত উগ্র হিন্দু নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উগ্র হিন্দু নেতা শর্মা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ২০২১ সালের মে থেকে আসামজুড়ে ১৬১টি পুলিশি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে ৫১ জন খুন হয়েছেন, আর আহত হয়েছেন আরও ১৩৯ জন।

হতাহতদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ২২ জন মুসলিম।

ভারতের গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও মুসলিম বন্দীদের হার তুলনামূলক বেশি। এসব জায়গায় জনসংখ্যার হারের তুলনায় মুসলিম বন্দীদের হার অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০১১ সালের হিসেবে দেশের জনসংখ্যায় মুসলিমদের হার মাত্র ১৪.২%। অথচ সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ভারতীয় কারাগারে থাকা বন্দীদের মধ্যে ৩০% এর বেশি ছিল মুসলিম!

ভারতে চার ধরনের বন্দী রয়েছে:

১) দোষী ব্যক্তি (একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি এবং আদালত কর্তৃক দণ্ডিত)

২) বিচারাধীন (বর্তমানে আদালতে বিচার চলছে)

৩) আটক ব্যক্তি (আইনত হেফাজতে রাখা ব্যক্তি)

৪) এবং যারা এই তিনটি বিভাগের কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়।

২০২১ সালে হরিয়ানার কারাগারে আটক ছিলেন ৪১ জন; যাদের সকলেই মুসলিম। এমনিভাবে, পশ্চিমবঙ্গের আটকদের মধ্যে ৭৮.৫% এবং উত্তর প্রদেশের ৫৬.৭% মুসলিম। মোট জনসংখ্যার শতকরা হারের তুলনায় ভারতের কারাগারগুলোতে মুসলিমদের বন্দীত্বের হার বেশি। যেখানে গরুর গোশত বহন করা কিংবা খাওয়াকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে মুসলিমদের হত্যা করা হয়, সেখানে কারাগারে থাকা মুসলিমদের অপরাধ কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

তথ্যসূত্র:

-----

1.61% of convicts, 49% of undertrials in Assam prisons are Muslims, double their share in population (Maktoob Media) https://tinyurl.com/4556cbbb

---

## ফটো রিপোর্ট | সদ্য স্নাতক আশ-শাবাবের ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্স

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সম্প্রতি তাদের ইস্তেশহাদী কামান্ডো ফোর্সের ৩০ মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যারা সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় "সাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান" প্রশিক্ষণ শিবির থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরটির প্রায় ১০০০ হাজার যোদ্ধার স্নাতক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন প্রতিরোধ বাহিনীর বেশ কয়েকজন নেতা। যাদের মাঝে ছিলেন, আশ-শাবাবের সামরিক বাহিনীর প্রধান শাইখ আলী মাহমুদ রাজী হাফিজাহুল্লাহ্। তিনি স্নাতক যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি "সাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান" রহিমাহুল্লাহ্ এর জীবন ও কর্ম নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সেই সাথে সোমালি গাদ্দার সরকারের নতুন যুদ্ধের ঘোষণা ও মুজাহিদদের অবস্থান নিয়েও তিনি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানান যে, সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি যেই যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে, তার জন্য আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে। এসময় তিনি বাসিন্দাদের সরকারি বিভিন্ন হোটেল, সামরিক এবং সরকারী অন্যান্য স্থাপনা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

https://alfirdaws.org/2022/09/19/59360/

---

## দুই সপ্তাহে ৪৪ ফিলিস্তিনি বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল

গত দুই সপ্তাহে জায়নবাদী ইসরাইল ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অন্তত ৪৪টি বাড়ি ধ্বংস করেছে। অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি ভূমি অবৈধভাবে দখলের নীতি সন্ত্রাসী ইহুদীরা অনুসরণ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তারই ধারাবাহিকতায় এ সমস্ত বাড়ি ধ্বংস করে সে জায়গা দখল করা হচ্ছে।

জানা যায়, যে ৪৪টি বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে তার মধ্যে ৩৫টি বাড়ি এরিয়া সি-১৯ এ অবস্থিত। এ সমস্ত ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ইসরাইলের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি এমন অভিযোগে গত দুই সপ্তাহের ভিতরে সেগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত বাড়ি ধ্বংস করার আগে কোনো রকমের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি। এমনকি বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে বাড়ির মালিকদের কোনো প্রতিবাদ করারও সুযোগ দেয়নি সন্ত্রাসী ইসরাইল।

ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়ার কারণে বর্তমানে বহু ফিলিস্তিনি খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং তারা মানবতার জীবন যাপন করছেন। এছাড়া চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ইহুদিবাদী ইসরাইল শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবেও ফিলিস্তিনিদের ১১টি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে।

উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিরাই কিনা আজ ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য অনুমতি নেয়ার মতো অপমানজনক বিষয় চাপিয়ে দিয়েছে। এই সন্ত্রাসী ইহুদিরা ইচ্ছে মতো যখন যেকোন বাড়ি ধ্বংস করে ইহুদিদের জন্য বসতি নির্মাণ করেই চলেছে।

এমতাবস্থায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য পশ্চিমাদের সৃষ্ট কথিত জাতিসংঘ নয় বরং নববী মানহাজের দ্বারস্থ হবার আহ্বান জানিয়েছেন হকপন্থী উলামা-মাশায়েখগণ।

তথ্যসূত্রঃ

------

১। Israeli occupation demolished, confiscated and forced Palestinians to demolish a total of 44 structures in the occupied West Bank and Jerusalem in only two weeks- https://tinyurl.com/mphb29ud

---

## ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### মালিতে আল-কায়েদার ক্রমাগত অভিযান : কয়েক ডজন শত্রুসেনা হতাহত

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে একের পর এক দুর্দান্ত সব সফল অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসব অভিযানে কয়েক ডজন কুফ্ফার ও গাদ্দার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে। এসব অভিযানসমূহের মধ্যে বেশ কয়েকটির তথ্য সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর কায়েস রাজ্যের গভর্নর গউভার নিউর নিরাপত্তায় থাকা সামরিক কনভয় টার্গেট করে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বিস্ফোরণ ঘটানোর মাধ্যমে অতর্কিত হামলা পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ।

এতে একজন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয় এবং গভর্নরসহ তার সাথে থাকা এক ডজনেরও বেশি সৈন্য আহত হয়। ধ্বংস হয়ে যায় গাদ্দার বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যান ও গাড়ি।

এই হামলার একদিন পর, মালির গনুগুর এলাকায় দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর অন্য একটি কনভয় লক্ষ্য করে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে কনভয়ের একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা সকল সৈন্য নিহত হয়।

এর আগে গত ২৯ আগস্ট, টিম্বাক্টু রাজ্যের আচরান গ্রামে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালান আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর বীর মুজাহিদগণ। হামলায় ঘাঁটির বিভিন্ন অংশ ধ্বসে পড়ে এবং বেশ কিছু সামরিক অবস্থানে

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের ডিপো ও অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে বহু সংখ্যক সেনা সদস্য হতাহতের শিকার হয়।

এরপর ২ সেপ্টেম্বর, একই রাজ্যের বীর শহরে কুফ্ফার জাতিসংঘের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান জেএনআইএম মুজাহিদগণ। সরাসরি হামলার পাশাপাশি সেখানে কয়েক দফা রকেট হামলাও চালিয়েছেন তারা। এসময় ঘাঁটিতে থাকা একটি হেলিকপ্টার লক্ষ্য করেও ভারী গুলি বর্ষণ করেন মুজাহিদগণ। এতে হেলিকপ্টারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত অভিযানে কুফ্ফার জাতিসংঘের বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়।

এরপর গত ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে, একই ঘাঁটিতে অবস্থানরত জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর অন্য একটি কনভয় টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। সেসময় কুফ্ফার বাহিনীর কনভয়টি বীর শহরে টহল দিচ্ছিলো। এ অভিযানে কুফ্ফার জাতিসংঘের একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং অন্তত ৩ সৈন্য হতাহত হয়।

একই দিন, মাসিনা রাজ্যের কাগর এবং মন্দিরে শহরে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি কনভয় এবং একটি সামরিক কাফেলাকে টার্গেট করে এসব হামলা চালানো হয়। এতে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস এবং বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, মালির কৌটিয়ালা অঞ্চলে দুটি সফল হামলা চালিয়েছে জেএনআইএম। কৌটিয়ালার ইয়োরোসো এলাকার প্রবেশ পথে মুজাহিদদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে মালিয়ান সেনারা। এতে

মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের উপর তীব্র পালটা আক্রমণ চালান। ফলশ্রুতিতে একটি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং গাদ্দার সেনারা তাদের আহত সেনাদের নিয়ে শহরের ফটক ছেড়ে পালিয়ে যায়।

একই দিনে জেএনআইএম যোদ্ধারা তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালিয়েছেন কৌরি এলাকায়। সেখানে সেনাবাহিনীর একটি সমাবেশস্থলে অতর্কিত হামলা চালান তারা। উক্ত হামলায় গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর ২ সদস্য নিহত এবং এক ডজনেরও বেশি সৈন্য আহত হয়।

---

## ফটো রিপোর্ট | ইয়েমেনে আল-কায়েদা কর্তৃক পরিচালিত "সাহামুল-হক" অপারেশনের আরও কিছু দৃশ্য

সম্প্রতি মার্কিন মদদপুষ্ট গাদ্দার আরব-আমিরাত তার মিত্রদের নিয়ে দক্ষিণ ইয়েমেনে "সাহামুশ-শারকী" নামে নতুন অপারেশন শুরু করেছে। দক্ষিণের এই অঞ্চলগুলি বছরের পর বছর ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2022/09/15/59261/

ফলে কুফফার বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালাতে আনসারুশ শরিয়াহ্'র পক্ষ থেকে সাহামুল-হক অপারেশন শুরু করা হয়। যাতে প্রতিদিন কয়েক ডজন গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে তাদের অনেক সাঁজোয়া যান, প্রচুর সংখ্যক সামরিক সরঞ্জাম ও অসংখ্য গোলাবারুদ।

**ইয়েমেনে চলমান এই অপারেশনে মুজাহিদদের হামলার কিছু স্থির চিত্র দেখুন...**

https://alfirdaws.org/2022/09/18/59341/

---

## সোমালিয়ায় সংঘাতের গত ২৪ ঘন্টা : হামলার গতি বাড়িয়েছে আল-কায়েদা

সোমালিয়ায় যেন প্রতিটি নতুন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাড়ছে আশ-শাবাবের হামলার তীব্রতা। এতে হাতাহত হচ্ছে কয়েক ডজন বিদেশি ও দেশীয় গাদ্দার সৈন্য।

গতকাল ১৭ সেপ্টেম্বরেও (২৪ ঘন্টায়) দুর্দান্ত সব অভিযান পরিচালনা করছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

এসব অভিযানের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক পরিচালিত হামলা। যা রাজ্যটির বোলোবার্দি শহরতলিতে গাদ্দার সোমালি সেনাদের একটি সামরিক কাফেলার উপর চালানো হয়েছে। আশ-শাবাব যোদ্ধাদের এই হামলায় গাদ্দার সোমালি বাহিনীর ১৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

একইভাবে দক্ষিণাঞ্চলীয় কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পরিচালিত হামলাও উল্লেখযোগ্য। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় ৩ সোমালি সেনা নিহত এবং আর ২ সেনা আহত হয়েছে। একই সময় শহরের উপকণ্ঠে একটি টহল দলকে টার্গেট করেও ভারী হামলা চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। তবে এতে হতাহতের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নি।

আশ-শাবাব মুজাহিদিন এদিন তাদের তৃতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণ সোমালিয়ার হুজিঙ্গো শহরে। যেখানে দখলদার কেনিয়ান সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ততক্ষাণিক ৪ ক্রুসেডার সেনা নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করে গাদ্দার বাহিনী।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত সফল অভিযানের মধ্যে আরও রয়েছে ইথিওপিয়ার ওয়াশাকু শহরের হামলা। যেখানে আশ-শাবাব মুজাহিদিন ইথিওপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে **২০টি'রও** বেশি মর্টার শেল দ্বারা আঘাত হানেন। যাতে অনেক ক্রুসেডার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

একই ধরনের হামলা চালানো হয় জালাজদুদ রাজ্যের আজকবার শহরে। যেখানে গাদ্দার সোমালি সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পরপর **৩০টি'রও** বেশি মর্টার শেল দ্বারা আঘাত করেন মুজাহিদগণ। এতে আরও কয়েক ডজন গাদ্দার সেনা সদস্য হতাহত হয়।

এছাড়াও, ঐদিন হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা সোমালিয়ার বাইদাউয়ে, আফমাদো, জানালী, কালবাইয়ো, বোলোবর্দি, হুজিঙ্গো, মারাকা এবং শ্লানবুদ শহরগুলিতেও একযোগে তীব্র হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের এসব হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় সামরিক ঘাঁটি, কনভয় ও সেনা কাফেলা। যাতে অসংখ্য গাদ্দার ও দখলদার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

---

## এবার ভারতের উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসার ওপর নজরদারির ঘোষণা

সম্প্রতি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশের উগ্র হিন্দুত্ববাদী যোগী সরকার। রাজ্যে সরকারি অনুদান ছাড়া যে সব মাদরাসা আছে, তাদের জরিপ হবে। সেখানে জানতে চাওয়া হবে, মাদরাসা চালানোর টাকা কোথা থেকে আসে, কী পড়ানো হয় সেখানে, কতজন শিক্ষক আছেন, কারা এই মাদরাসার সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি। আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে জরিপ শেষ করে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়া হবে।

উত্তরপ্রদেশে মোট ১৬ হাজার ৪৬১টি মাদরাসা আছে। যার মধ্যে ৫৬০টি মাদরাসা সরকারি অনুদান পায়। যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে নতুন করে কোনো মাদরাসাকে সরকারি অনুদান দেয়া হয়নি। বরং মাদরাসা বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছে।

আসামে ইতোমধ্যেই একাধিক মাদরাসা বুলডোজার পাঠিয়ে ভেঙে দিয়েছে আরেক উগ্রবাদী হিন্দু হিমন্ত বিশ্বশর্মা সরকার। এসব মাদরাসায় বাংলাদেশ থেকে কথিত সন্দেহজনক মানুষের আনাগোনা ও জিহাদিদের ট্রেনিং হবার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। একই কাজ উত্তরপ্রদেশে হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কেননা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ চরম ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। সে বহু আগে থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাধারণ হিন্দুদের উসকে দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে। এখন আসামের মতো উত্তরপ্রদেশেও সে মাদ্রাসায় বুলডোজার চালানোর অযুহাত তালাশ করছে বলে মনে করেন বিজ্ঞজনেরা।

ভারতে মাদরাসায় নজরদারি করা ও জরিপ চালানোর বিষয়টিকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেখছেন না ইসলামি চিন্তাবিদরা। কেননা, এর আগে আসামে অবৈধ বাঙ্গালি তাড়ানোর জন্য তারা এনআরসি, সিএএ- এর মতো বহু প্রতারণামূলক জরিপ কৌশল অবলম্বন করে মুসলিমদের তাড়ানোর চক্রান্ত করেছে। এবার তারা জরিপের নামে আবারও নতুন কোনো ফন্দি এঁটে ইসলাম ও মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদীদের জরিপের উপর কোনোভাবেই বিশ্বাস রাখতে পারছেন না মুসলিমরা। কারণ এরাই তুচ্ছ অজুহাতে মুসলিমদের হত্যা করছে, অবৈধ স্থাপনার অজুহাতে মুসলিমদের বাড়িঘর-দোকানপাট বুলডোজার চালিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ একই স্থানে একসাথে হিন্দুদের বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনা থাকলেও হিন্দুদের বাড়িঘর বহাল তবিয়তে রেখেই মুসলিমদেরটি ভেঙে দেয়া হয়েছে।

এভাবে হিন্দুত্ববাদীরা নানা কৌশলে ধীরে ধীরে ভারত থেকে মুসলিমদের বিতাড়নের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ। এর আগে গবেষণাতেও উঠে এসেছে, ভারতীয় মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছে হিন্দুরা। ধর্মীয় স্থাপনাকে কেন্দ্র করে এর আগেও মুসলিমদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। ১৯৯২ সালে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার সময় মুসলিমদের উপর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। একইভাবে বর্তমানে মাদরাসাকে কেন্দ্র করেও যেকোনো সময় হিন্দুরা মুসলিমদের ওপর গণহত্যার চক্রান্ত বাস্তবায়নে নামতে পারে বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা। তাই আসন্ন বিপদের সময় নিজেদের পরিবার-পরিজনকে হিন্দুদের দয়ার ওপর ছেড়ে না দিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহন করা।

**তথ্যসূত্র :**

--------

১। এবার উত্তর প্রদেশের মাদ্রাসার ওপর নজরদারির ঘোষণা - https://tinyurl.com/2p89myfj

## সিলেটের কলেজে দাড়ি রাখতে চাইলে লাগে অনুমতি, অধ্যক্ষ বরাবর ছাত্রের দরখাস্ত

দাড়ি রাখার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে সিলেটের জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন জানিয়েছে একাদশ শ্রেণির একজন ছাত্র। ১৫ই সেপ্টেম্বরে করা সেই আবেদনপত্রটি অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া আবেদনপত্রটিতে দেখা যায়, সিলেটের বটেশ্বর অঞ্চলে অবস্থিত জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করা ছাত্রের নাম নাসিফ রাইয়ান চৌধুরী। তিনি প্রতিষ্ঠানটির একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।

তিনি তার আবেদনপত্রে লিখেছেন, "আমি রাসূল (সা.) এর সুন্নত অনুযায়ী দাড়ি রাখতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে আমার অভিভাবকের সম্মতি আছে, কিন্তু জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে দাড়ি রাখতে হলে অনুমতি প্রয়োজন হয়।"

এভাবে ঐ ছাত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বরাবর দাড়ি রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেন। একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাড়ি রাখার জন্যও যে অনুমতি চাইতে হয়, এটা নিয়ে বিস্ময় এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের এপ্রিলে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দুইজন শিক্ষককেও পাঞ্জাবি-টুপি পরিধান করার কারণে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে তখন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা এবং সাধারণ জনগণ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

---

# ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

## ইয়েমেনে আল-কায়েদার হামলায় আরব জোটের দেড় শতাধিক সৈন্য হতাহত

সম্প্রতি ইয়েমেন জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র ত্রিমুখী সংঘর্ষ। যার একদিকে রয়েছে আমেরিকার গোলাম গাদ্দার আরব আমিরাত ও তাদের সমর্থিত স্থানীয় মিলিশিয়ারা। অপরদিকে রয়েছে দ্বীন কায়েমের লড়াইয়ে নিয়োজিত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্। প্রতিরোধ যোদ্ধারা একই সাথে শিয়া হুথি মিলিশিয়াদের মোকাবেলো করছেন।

চলতি মাসের শুরুর দিকে এই অভিযান একপাক্ষিক হলেও এখন তা তৃ-পাক্ষিক হয়ে উঠেছে। যেখানে আরব-আমিরাত সমর্থিত বাহিনী ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে "সাহামুশ-শারকী" নামে নতুন অপারেশনের ঘোষণা করে। পরে ১৪ সেপ্টেম্বর "সাহামুল-হক" নামে পাল্টা অপারেশন ঘোষণা করে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আনসারুশ শরিয়াহ্।

আল-কায়েদা কর্তৃক সাহামুল-হক অপারেশন ঘোষণার প্রথম দিনেই আবয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৭টি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ৩৭ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ২৫ এরও বেশি গাদ্দার সেনা সদস্য আহত হয়েছে। সেই সাথে ধ্বংস হয়েছে গাদ্দার বাহিনীর ৯টি সাঁজোয়া যান।

এরপর আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর মুজাহিদরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে এক ডজনেরও বেশি অভিযান পরিচালনা করেন। আঞ্চলিক সূত্রমতে, মুজাহিদদের দুই দিনের এই হামলায় আরব জোটের ২ কর্নেল সহ আরও ৬৮ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে। একইসাথে আহত হয়েছে আরও ৮০ এরও বেশি গাদ্দার।

সূত্রগুলো আরও নিশ্চিত করেছে যে, আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর মুজাহিদদের ২য় ও ৩য় দিনের পরিচালিত হামলাগুলোতে গাদ্দার বাহিনীর ৫টি অস্ত্রের ডিপো, ১৪টি সাঁজোয়া যান সহ অসংখ্য সামরিক সরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়ে গেছে।

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর ৪র্থ দিনেও গাদ্দার আরব জোটের বিরুদ্ধে তীব্র হামলা চালাচ্ছেন আল-কায়েদার বীর যোদ্ধারা।

---

## ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের কটূক্তি

আবারো ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (ﷺ)-কে নিয়ে কটূক্তি করেছে উগ্র হিন্দু পুলিশ কনস্টেবল প্রীতম মণ্ডল। সে ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (ﷺ)-কে নিয়ে কটূক্তিমূলক পোস্ট দিয়েছে।

পুলিশ সদস্য প্রীতম মণ্ডল ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার শোল্লা গ্রামের বাসিন্দা। সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (ﷺ)-কে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি করে। এ ঘটনায় মুসলিমদের অন্তরে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (ﷺ)-কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে গত ১৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার নবাবগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন ও বিক্ষোভের ডাক দেয় ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা।

উল্লেখ্য, কিছুদিন পরপরই মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটূক্তি করে যাচ্ছে উগ্র হিন্দুরা। বর্তমান ভারতপন্থী দালাল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের উসকানীতে রাসুল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটভিত্তিক অবমাননা করে যাচ্ছে।

এজন্য দেশের শীর্ষ ওলামা মাশায়েখগণ বার বার দাবি জানিয়ে বলেছেন, আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁরা বলছেন, মুসলিমরা যদি রাসুল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের পাওনা আদায় করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাহলে বার বার রাসুল (ﷺ) কে অবমাননাকর বক্তব্য দিতে কেউ সাহস করতো না।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১. মহানবি (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি - https://tinyurl.com/mr2kv7pc

---

## পর্দা করায় ভাইভাতে অনুপস্থিত দেখালো ঢাবির মুসলিম ছাত্রীকে

পর্দা করায় ভাইভা বোর্ডে মুখ না খোলার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বাংলা বিভাগের একজন মুসলিম ছাত্রীকে অনুপস্থিত দেখিয়েছে বিভাগটির ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষকরা।

দৈনিক ইনকিলাব সূত্রে জানা যায়, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সেমিস্টারের ভাইভা দিতে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ সেশনের বাংলা বিভাগের একজন মুসলিম নারী শিক্ষার্থী। ভাইভা বোর্ডের সদস্যরা চেহারা দেখতে চাইলে ঐ শিক্ষার্থী পর্দা করার কারণে পুরুষ শিক্ষকদের সামনে চেহারা দেখাতে অস্বীকৃতি জানান এবং ম্যাডামদের সামনে মুখ দেখানোর কথা বলেন। কিন্তু ঐ ইসলামবিরোধী শিক্ষকরা মুসলিম ছাত্রীর এই আবেদনে রাজি না হয়ে ভাইভাতে উপস্থিত থাকার পরও তাকে অনুপস্থিত দেখায়। একই কারণে প্রথম সেমিস্টারের ভাইভাতেও তাকে অনুপস্থিত দেখিয়েছিল ইসলামবিরোধী শিক্ষকরা।

লিখিত বক্তব্যে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বলেন, আমি নিকাব করে ভাইভা পরীক্ষা দিতে গেলে শিক্ষকরা আমাকে নিকাব খোলা সাপেক্ষে উপস্থিতি স্বাক্ষর করতে বলেন। আমি বারবার তাদেরকে অনুরোধ করি যে, নন মাহরাম কারো সামনে আমি নিকাব খুলি না। আমি একাধিক ম্যাডামের সামনে আমার মুখ খুলে আমার পরিচয়ের সত্যতা নিশ্চিত করতে চাচ্ছি। কিন্তু শিক্ষকগণের বক্তব্য তারা আমার নিকাব খুলে চেহারা প্রদর্শন না করলে ভাইভা পরীক্ষা নেবেন না এবং উপস্থিতি স্বাক্ষর করতেও দেবেন না। আমি আবারও তাদের অনুরোধ জানাই যেন, একাধিক ম্যামের সামনে আমার চেহারা শনাক্ত করে নিকাব পরিহিত অবস্থায় আমার ভাইভা নেওয়া হয়। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং আমাকে গত ফার্স্ট সেমিস্টারসহ দুই সেমিস্টারের ভাইভাতে অনুপস্থিত করে দেন। আমি তাদের কাছে বার বার অনুরোধ করলেও তারা সাফ জানিয়ে দেয় যে, আমার ভাইভা তারা আমার মুখ দেখা ছাড়া গ্রহণ করবে না।

ওই মুসলিম শিক্ষার্থী আরও বলেন, আমার পর্দা করা কি অন্যায়? আমি শুধু পর্দা করার কারণে ভাইভাতে উপস্থিত থেকেও কোনো মার্ক পাচ্ছি না। যার ফলে এটি আমার রেজাল্টে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমি এর সুষ্ঠু সমাধান চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়তই এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে ইসলাম পালন করতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের। প্রতিষ্ঠানটির ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষকরা কখনও মুসলিম ছাত্রীদের পর্দা নিয়ে কটূক্তি করে, কখনও মুসলিম ছাত্রদের দাঁড়ি-টুপি নিয়ে করে বাজে মন্তব্য। অথচ এসব শিক্ষকরাই আবার নির্লজ্জের মতো পোশাকের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে নানা বুলি আওড়ায়। মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশের জাতীয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিদ্বেষীদের এমন দৌরাত্ম্য এদেশের মুসলিমদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান একটি বাধা বলে মনে করেন ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

---

## মথুরায় আরেক মসজিদ অপসারণের পিটিশন দাখিল উগ্র সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা'র

ভারতের মথুরায় মুঘল আমলের আরেকটি মসজিদ অপসারণের আবেদন করে আদালতে পিটিশন দাখিল করেছে উগ্র সংগঠন হিন্দু মহাসভা। যা মীনা মসজিদ নামে পরিচিত।

আবেদনকারী দাবি করেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি কমপ্লেক্সের পূর্ব দিকে ঠাকুর কেশব দেব মন্দিরের একটি অংশে নাকি মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। যদিও এ দাবির পক্ষে ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি দেখাতে পারেনি তারা।

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার (ABHM) জাতীয় কোষাধ্যক্ষ উগ্র দীনেশ শর্মা তাদের কল্পিত ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত এবং তার 'বাদ মিত্র' (স্যুটের বন্ধু) হিসাবে মামলাটি দায়ের করেছে। মামলাটি মথুরার সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) জ্যোতি সিংয়ের আদালতে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

কথিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি কমপ্লেক্স থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাহী ইদগাহ মসজিদ স্থানান্তর করার জন্য ইতিমধ্যেই মথুরার বিভিন্ন আদালতে বেশ কয়েকটি পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। যেখানে পিটিশনকারীরা দাবি করেছে, যে মসজিদ 'ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান'-এ নির্মিত হয়েছে।

**শাহী ইদগাহ মসজিদ**

উগ্র দীনেশ শর্মা এর আগে কথিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি সংলগ্ন শাহী ইদগাহ মসজিদ অপসারণের জন্য একটি মামলা করেছিল। এবার মীনা মসজিদ সরানোর পিটিশন দিয়েছে। তবে মুসলিমরা বলছেন, মামলার মূল উদ্দেশ্য হল মসজিদের স্থানগুলোকে প্রথমে বিতর্কিত করা। যেন পরে হিন্দুত্ববাদী আইন আদালতের মাধ্যমে দখল নিতে পারে। আর ঘটছেও এমনটাই।

এদিকে, গত ১২ সেপ্টেম্বর, সোমবার উত্তরপ্রদেশের বাগপতে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী এবং নিশাদ দলের প্রধান উগ্র হিন্দু সঞ্জয় নিষাদ বলেছে, মন্দিরগুলির আশেপাশে অবস্থিত মসজিদগুলিকে 'স্বেচ্ছায়' অপসারণ করা উচিত।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষাদ বলেছে- সে মসজিদগুলোকে এমনভাবে অপসারণ করতে চায় যেভাবে অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদকে ভেঙ্গে সরিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, হিন্দুদের কল্পিত দেব দেবীর কোন শেষ নেই। এগুলোর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিও নেই। তাই যেকোন স্থানকেই দেবদেবীর জন্মস্থান হিসেবে অবান্তর দাবি করা অসম্ভব কিছু নয়। আজ এ মসজিদ কাল ঐ মসজিদ। এ কৌশলে হিন্দুত্ববাদীরা যেকোন মসজিদকেই ভেঙ্গে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। যার সূচনা হয়েছে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়ার মাধ্যমে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Hindu Mahasabha Official Files Plea in Mathura for Removal of Another Mosque (Clarion India) - https://tinyurl.com/2hy83w48

2. 'Mosques Should Voluntarily Move Away from Temples': UP Minister Sanjay Nishad (The Wire) - https://tinyurl.com/mtz38588

---

## অতর্কিত হামলায় পরাভূত মার্কিন প্রশিক্ষিত ২৫ গাদ্দার সোমালি সৈন্য

সোমালিয়ায় ইসলামি হুকুমত ফিরিয়ে আনতে গাদ্দার-কুফ্ফারদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্দান্ত সব সফল অভিযান পরিচালনা করছেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এতে আশ-শাবাবের হাতে

প্রচুর সংখ্যক কুফ্ফার সৈন্য ধরাশায়ী হচ্ছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে এমনই একটি দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্র মতে, হামলাটি সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যের বোলোবর্দি শহরে চালানো হয়েছে। যা প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের ইসলামি শরিয়াহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি অঞ্চল। আর এই শহরটি থেকে হারাকাতুশ শাবাবকে হটাতে ঐ রাতে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে বের হয় মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্স। যারা "দানব" ফোর্স নামেও পরিচিত।

যাইহোক, দানবদের এই অভিযানের তথ্য আগেই জানতে পারেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। তাই মুজাহিদগণও দানব বাহিনীকে পরাভূত করতে দানবীয় সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। সেনারা মধ্যরাতে বিশাল সামরিক বহর নিয়ে চুপিচুপি শহরটিতে ঢুকার চেষ্টা করে।

আর তখনই আশ-শাবাব মুজাহিদিন তাদের সামরিক প্রস্তুতির সক্ষমতা দেখান। মুজাহিদগণ অতর্কিত হামলা করে বসেন দানব বাহিনীর উপর, ফলে সেখানে শুরু হয় দুই বাহিনীর মাঝে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। তবে লড়াইয়ের প্রথম দিকেই যুদ্ধ করার মনোবল হারায় মার্কিন প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্স। কেননা তারা এমন অতর্কিত আর কঠিন হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলোনা।

ফলশ্রুতিতে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ড্রোন দ্বারা সহায়তা করা সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যেই মুজাহিদদের হাতে ধরাশায়ী হয় দানব ফোর্স। মুজাহিদদের তীব্র হামলা আর বিস্ফোরণের সফল লক্ষ্যবস্তু হতে থাকে শত্রুবাহিনীর সামরিক কনভয়। বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যায় ৩ টিরও বেশি সাঁজোয়া যান। এছাড়াও আরও কয়েকটি সাঁজোয়া যান উল্টে যায়, যেগুলো তড়িঘড়ি করে পালানোর চেষ্টা করেছিল।

এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় মার্কিন-সমর্থিত বিশেষ বাহিনীর ১০ এর অধিক সৈন্য, আহত হয় আরও ১৫ এরও বেশি। বাকিরা ধ্বংস হওয়া যানবাহন এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম রেখেই তড়িঘড়ি করে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা আল-আন্দালুস রেডিওকে জানান, মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই হামলায় হতাহত মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনাদের উদ্ধারে ৩টি হেলিকপ্টার কাজ করেছে। তাই সন্ত্রাসী মার্কিনীদের সোমালিয়ায় প্রত্যাবর্তন যে নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে, এই ঘটনা তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

---

## হজে বেঁচে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে দিচ্ছে তালিবান

চলতি বছর হজের খরচের জন্য হাজিদের থেকে যে পরিমাণ অর্থ নেয়া হয়েছিল, তা থেকে বেঁচে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান। দেশটির হজ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর, এক সংবাদ সম্মেলনে হজ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী নূর মোহাম্মদ সাকিব জানান, এ বছর সাড়ে ১৩ হাজারেরও বেশি হজ যাত্রীর কাছ থেকে মোট ৫৩ মিলিয়ন ডলার নেয়া হয়েছিল। সে অর্থ থেকে খরচ হয়েছে ৪৬ মিলিয়ন ডলার। বাকি সাত মিলিয়ন ডলার বেঁচে গেছে। এ অর্থ হজ যাত্রীদের ফেরত দেয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের প্রাদেশিক বিভাগ থেকে হাজিগণ এ অর্থ ফেরত নিতে পারবেন।

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ফজল মোহাম্মদ হুসাইন জানান, এবার হজ পরিচালনায় ৩০০ প্রশিক্ষক (মুআল্লিম) পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া প্রশাসনের যেসব কর্মকর্তা হজে গিয়েছিলেন, তারা নিজস্ব খরচেই হজ করেছেন।

মন্ত্রণালয় সূত্র থেকে জানা যায়, তালিবানের এবারের শাসনামলে এটিই প্রথম হজ যাত্রা। এবার হজে গেছেন মোট ১৩ হাজার ৫৮২ জন আফগান নাগরিক। হজে যাওয়ার সময় প্রত্যেকে খরচ হিসেবে ৪ হাজার ১৩০ ডলার করে দিয়েছেন। খরচ বেঁচে যাওয়ায় এবার তারা ৫১৫ ডলার করে ফেরত পাবেন।

এক হজ যাত্রী জানান, সার্বিকভাবে এ বছর হজ যাত্রা পরিষেবা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। এমনকি গাইডও হজ যাত্রীরা নিজেদের পছন্দমতো বাছাই করে নিতে পেরেছেন। এই সুন্দর ব্যবস্থাপনার কারণে তালিবান প্রশাসন ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই খবরে সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী নামের এক আফগান নাগরিক মন্তব্য করেছেন, সুদিন আসছে এবং এভাবেই আসবে। আমরা আবারো সততা, বিশ্বস্ততা, গৌরব ও আভিজাত্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো, ইনশাআল্লাহ।

এদিকে লুটেরা আমেরিকা এখনও আফগানিস্তানের বিপুল রিজার্ভ আটকে রেখেছে। তা সত্ত্বেও তালিবান প্রশাসনের কৌশলি ইসলামি শরয়ী ব্যবস্থাপনার সুফল পেতে শুরু করেছেন আফগান জনগণ।

ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করেছেন তালিবান মুজাহিদিন। জনগণের জান ও মালের শতভাগ নিরাপত্তা ও সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। ঘুষ, দুর্নীতি ও জনগণের মাল আত্মসাতের মত জুলুমকে শরয়ী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকল সেক্টর থেকে বিদায় জানিয়েছেন তারা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১. খরচ না হওয়া অবশিষ্ট অর্থ ফেরত পাবে আফগান হাজিরা - https://tinyurl.com/mr49sv3t

---

## ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### অপ্রতিরোধ্য আশ-শাবাব : দুর্দান্ত অভিযানে ১৮ ক্রুসেডার নিহত, আহত ৮ এর অধিক

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার কেনিয়ান ও ইথিওপিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অপারেশন চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে অন্তত ২৬ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৩ সেপ্টেম্বর প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। মুজাহিদগণ যার প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার কৃত্রিম সীমান্তে অবস্থিত আটো শহরের কাছে। যেখানে মুজাহিদগণ ইথিওপীয় সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান। ফলশ্রুতিতে ১০ ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত এবং আরও ৪ সৈন্য আহত হয়। একই সাথে কনভয়ে থাকা ২টি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস হয়ে যায়।

মুজাহিদগণ সেদিন তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন, সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের বারুলি শহরে। যেখানে মুজাহিদগণ একযোগে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালি গাদ্দার বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান। ঘাঁটি দুটিতে আশ-শাবাব মুজাহিদদের জোরালো হামলায় সোমালি বাহিনীর ৪ সন্য ছাড়াও ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে। একই সাথে ক্রুসেডার বাহিনীর দুটি সামরিক যানও ধ্বংস হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

---

## প্রতিবেশী বিজেপি নেতা ও তার সহযোগীদের হাতে মুসলিম যুবক খুন

ভারতে স্থানীয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা এবং তার ২১ জন সমর্থক বাড়িতে ঢুকে মুসলিম যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে। গত মঙ্গলবার ৬ সেপ্টেম্বর রাতে কাটরা বাজারের রসুলিয়াত খান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সেই উগ্র বিজেপি নেতার নাম অশোক কুমার জয়সওয়াল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজেশ ভারতী বলেছে,মুসলিম যুবক মুস্তাকিম তার প্রতিবেশী সন্দীপের বাড়িতে গেলে সেখানে প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে তর্ক হয়। পরে রাতে, উগ্র জয়সওয়াল এবং অন্যরা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মুস্তাকিমের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাদের মারধর শুরু করে।

হামলায় হিন্দুত্ববাদীদের আঘাতে মুস্তাকিম খুন হন, তার ছেলে সালমান ও আফতাব এবং মেয়ে শিবা ও শবনম গুরুতর আহত হয়। আহতরা হাসপাতালে এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদের জোয়ারে ভারতীয় মুসলিমদের জান মাল বহু আগে থেকেই পথে-ঘাটে-মাঠে অনিরাপদ। এখন অপরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়েছে যে, তাদেরকে এখন নিজ বাড়িতে ঢুকেই হত্যা করা হচ্ছে; মুসলিমরা এখন নিজ বাড়িতেও অনিরাপদ। নিজেদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ভারতভূমিকে নিরাপদ করতে হলে মুসলিমদের সামনে তাই নববী মানহাজ অনুযায়ী প্রতিরোধ-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরার কোন বিকল্প নেই বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Muslim man beaten to death by BJP leader and his associates (The Wire) - https://tinyurl.com/3bz5x4pt - https://tinyurl.com/45rjk3cc

---

## ইয়েমেনের কালো-পতাকাবাহী দলের "সাহামুল-হক" অপারেশন: অভিযানে নিহত ২১ এর বেশি গাদ্দার

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা ইয়েমেনে দখলদার আরব জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে "সাহামুল-হক" নামে নতুন একটি অপারেশনের ঘোষণা করেছে। ঘোষণার ১ম দিনেই দখলদার জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫টি সফল অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়েদার প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে দুই ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে শত্রু বাহিনীর অসংখ্য সাঁজোয়া যান ও ড্রোন।

বিগত কয়েক বছর ধরেই আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী "আনসারুশ শরিয়াহ্" এধরণের অপারেশন ঘোষণা থেকে নিজেদেরকে অনেকটাই গুটিয়ে রেখেছিল। এই বছরগুলোতে দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা শুধু গেরিলা যুদ্ধ আর প্রতিরক্ষামূলক অভিযানের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ছিলো আল-কায়েদার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধকৌশলের একটি অংশ মাত্র। আর এই কৌশলের ফলাফল সুরূপ দলটি ইয়েমেনে আজ অনেকটাই ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত, যারা নিজ দলের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর উপরও প্রভাব বিস্তার করে চলছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

এর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে, দীর্ঘ সময় পর গত ১৪ সেপ্টেম্বর দলটির ঘোষিত "সাহামুল-হক" অপারেশন। কেননা এই অপারেশন ঘোষণার পর শুধু আল-কায়েদা যোদ্ধারই দখলদার জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন না, বরং তাদের সাথে সাথে উপজাতীয় সশস্ত্র সুন্নি মুসলিম দলগুলোও হামলা বাড়িয়েছে। তাঁরা আল-কায়েদার জন্য নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ভূমি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, মুজাহিদদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করছেন।

এর ফলে মুজাহিদগণ গত ২৪ ঘন্টায় ইয়েমেনে পরপর ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এরমধ্যে রয়েছে আবিয়ানের মুদিয়াহ এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত সফল অভিযান। যেখানে মুজাহিদদের হামলায় গাদ্দার বাহিনীর ২টি গোটা চেকপোস্ট এবং ১টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়। সেই সাথে গাদ্দার বাহিনীর স্থাপন করা বেশ কিছু আইইডিও স্থানচ্যুত করেছেন মুজাহিদগণ। এই অভিযানের মুজাহিদদের হাতে ১৩ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়।

একই ধরনের অপর একটি সামরিক অভিযান চালানো হয় শাবওয়া রাজ্যের মুসাইনা এলাকায়। মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এই এলাকায় গাদ্দার বাহিনী প্রবেশের চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। আর তাতেই গাদ্দার বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং আরও ৫ এর বেশি সৈন্য আহত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাদ্দার বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যান। সর্বশেষ গাদ্দার আরব জোট এলাকাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

এদিন আবিয়ান রাজ্যের "খোবার আল মারাকশা" এলাকায়ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তাদের সমর্থিত সামরিক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি তীব্র লড়াই সংঘটিত হয় মুজাহিদদের। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে পরাভূত হয় সম্মিলিত এই গাদ্দার বাহিনী। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ও একটি ক্রু ধ্বংস, এবং

একটি ড্রোন ভূপাতিত করেন মুজাহিদগণ। সেই সাথে গাদ্দার বাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য নিহত এবং আহত হয়, পরে তারা এই এলাকা থেকেও পালাতে বাধ্য হয়।

এদিকে আল-কায়েদা তার নতুন অপারেশনের ঘোষণাপত্রে জানিয়েছে, সম্প্রতি দখলদার আরব আমিরাত ইয়েমেনে জায়নবাদী প্রকল্প বাস্তবায়নের উঠে পড়ে লেগেছে। তারা এই লক্ষ্যে ট্রানজিশনাল কাউন্সিল, মার্কিন সমর্থিত সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের অধীনস্থদের নিয়ে দক্ষিণ ইয়েমেনে হামলা শুরু করেছে। যেই অঞ্চলগুলি বছরের পর বছর ধরে দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত-স্বাধীন রেখেছেন আহলুস সুন্নাহ্। আর তারা এই আহলুস সুন্নাহর অনুসারী জনসাধারণের বিরুদ্ধেই এবার অভিযান চালাতে শুরু করেছে। তাই এই প্রেক্ষাপটে আল-কায়েদার বীর মুজাহিদরাও ঘোষণা করছে যে, মুজাহিদরা তাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি অভিযান পরিচালনা করবেন। আর দখলদার

শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এই (সাহামুল-হক) অপারেশন ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের লক্ষ্য আর কৌশল ধ্বংসস্তূপের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের এই সামরিক অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আর আনসারুশ শরিয়াহ্'র দাওয়াহ্ ও লক্ষ্য হচ্ছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা, তাঁর জমিনে শরীয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের উম্মাহকে এগিয়ে নেওয়া এবং আমেরিকার ক্রুসেডার বাহিনী এবং তাদের সমর্থকদের প্রতিহত করা।

---

## ইউপিতে খোলা জায়গায় নামায পড়ায় মুসলিমদের হিন্দুত্ববাদীদের হয়রানি

গত ১১ সেপ্টেম্ব রবিবার আজমিরে যাওয়ার পথে শাহজাহানপুরে মুসলিম যাত্রীরা তাদের বাস রাস্তার পাশে খাবারের দোকানে থামায়। নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় সেখানেই খোলা জায়গায় তারা নামায পড়ে নেয়। আর এতেই নাকি মুসলিমরা আইন ভঙ্গ করেছে। হিন্দুত্ববাদী ভিএইচপি কর্মীরা কথিত আইন ভঙ্গের অভিযোগ এনে মুসলিম যাত্রীদের হয়রানি শুরু করে।

স্যোসাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদেরকে রাস্তার পাশে নামাজ পড়ার জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে। কয়েকজনকে কান ধরে উঠ-বস করায়। এতকিছুর পরেও ক্ষান্ত হয়নি পাষান্ড বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা। তারা হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ডেকে মুসলিমদের আটক করে থানায় পাঠায়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সঞ্জীব বাজপেয়ী বলেছে, "আজমিরে যাওয়ার পথে ১৮ জনকে রবিবার রাতে তিলহার থানায় আনা হয়। কারণ তারা রাস্তার ধারে নামাজ পড়ছিল।"

স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী ভিএইচপি নেতা রাজেশ অবস্থি, যে বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছে, সে বলেছে, "আমি এক জায়গায় যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম তারা রাস্তার ধারে নামাজ পড়ছে।" তাই আমি অন্যান্যদের নিয়ে তাদেরকে ধরেছি ও পুলিশকে জানিয়েছি।

এমনিভাবে গত জুলাই মাসে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেছিল। তাদের অপরাধ হিসেবে দেখানো হয়- তারা লখনউতে সবেমাত্র খোলা লুলু মলে নামাজ পড়েছে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো এতে আপত্তি জানায় এবং সেখানে হনুমান চালিসা পাঠের অনুমতি চায়।

হিন্দুত্ববাদীরা পূজার নামে রাস্তাঘাটে, মসজিদের সামনে উচ্চস্বরে গান বাজিয়ে নাচনাচি করতে পারবে তখন কোন সমস্যা হয় না। আর মুসলিমরা খালি জায়গায় নামায পড়লেই আইন ভঙ্গ হয়। বিশ্লেষকগণ তাই বলেছেন, এসব কথিত আইন শুধু মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলতে এবং গণহত্যার ক্ষেত্র প্রসস্ত করতেই করা হয়েছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. VHP made Muslim pilgrims on way to Ajmer apologise for roadside namaaz - https://tinyurl.com/2p8by9um

---

## পাক-তালিবানের হামলায় ১৬ এর বেশি গাদ্দার সেনা নিহত

পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূলক অভিযান চালাচ্ছে টিটিপি। গত ১৩ সেপ্টেম্বরের একদিনের হামলাতেই গাদ্দার প্রশাসনের কথিত শান্তি কমিটির প্রধানসহ ১৬ এর বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান গত ১৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের খাইবার, সোয়াত, কুররাম ও কোয়াহাটে কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। এতে এক ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়।

মুজাহিদগণ তাদের এসব অভিযানের প্রথমটি পরিচলনা করেন মালাকান্দ প্রদেশের সোয়াত জেলায়। যেখানে মুজাহিদদের পথরোধ করার চেষ্টা করে তালেবান-বিরোধী কথিত শন্তি কমিটি। ফলে মুজাহিদগণ বাধ্য হয়ে পাল্টা হামলা চালান। এতে শান্তি কমিটির প্রধান ইদ্রিস খান সহ ৫ পাকি গাদ্দার সেনা নিহত হয়।

সূত্র জানায়, মুজাহিদদের হাতে নিহত ইদ্রিস খান তালিবানদের শহীদ করা, অপমান করা এবং তাদের পরিবারকে নির্যাতন করার মতো নিকৃষ্ট কাজের সাথে জড়িত ছিলো। ফলে ১৩ বছর ধরে সে মুজাহিদদের কালো তালিকাভুক্ত ছিল।

এদিন একই ধরনের অন্য একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে কুররাম এজেন্সির জিগাড় সামরিক পোস্টের কাছে। যেখানে গাদ্দার সেনাবাহিনী মুজাহিদদেরকে যাতায়াতে বাধা দেয় এবং তাদের অস্ত্র ফেলে দিতে বলে। কিন্তু মুজাহিদরা একে অস্বীকৃতি জানান এবং সংঘর্ষ শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার বাহিনীর ১ কমান্ডার সহ ৩ সেনা নিহত হয়। এবং মুজাহিদগণ নিরাপদ তাদের গন্তব্যে পৌঁছেন।

অপরদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদরা ঐদিন রাতে খাইবার এজেন্সির জামরুদ এবং কোয়াহাট প্রদেশের বিলি টিং থানায় ২টি পৃথক আক্রমণ চালান। যাতে ল্যান্সনায়েক এবং এক হাভালদার নিহত হয়। সেই সাথে এক এসএইচও সহ পাঁচ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

গাদ্দার পাকি সেনা-প্রশাসনের বেইমানি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের পর এখন গাদ্দারদের উপর হামলা জরদার করেছেন তালিবান মুজাহিদিন।

---

## ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় তুর্কি প্রশিক্ষিত ২১ সোমালি গাদ্দার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা এবং রাজধানীতে মোগাদিশুতে ২টি পৃথক অপারেশন চালিয়েছে আশ-শাবাব। এতে অন্তত ২১ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্র মতে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বরকতময় এই ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

সূত্র জানায়, মুজাহিদগণ তাদের প্রথম অভিযানটি চালান, রাজধানী মোগাদিশু আফজাউয়ী শহরে। যেখানে সোমালি সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। আর তাতেই গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৫ সৈন্য হতাহত হয়।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যে। যেখানে মুজাহিদগণ সেনাবাহিনীর একটি সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান। যাতে তুর্কি প্রশিক্ষিত বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ সোমালি সেনাবাহিনীর ১০ সেনা নিহত হয়। একই সাথে "আবদি দিরি" নামে এক অফিসার সহ আরও ৬ গাদ্দার সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

সোমালিয়ায় গাদ্দার ও দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে আশ-শাবাবের অভিযান এখন যেকোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টিকে নিকট ভবিষ্যতের কোন কল্যাণময় পরিণতির ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকগণ।

---

### কর্ণাটে গণেশ বিসর্জন শোভাযাত্রা থেকে মসজিদে চপ্পল নিক্ষেপ

কর্ণাটকের বালারির সিরগুপ্পায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দল 'হিন্দু মহাসভা গণেশ বিসর্জন কমিটি'র ব্যানারে একটি গণেশ বিসর্জন শোভাযাত্রার আয়োজন করে। সেখানে বিপুল সংখ্যক উগ্র হিন্দু ভক্ত অংশ নিয়েছিল।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর অনলাইনে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, মিছিলটি সিরগুপ্পার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সওদাগর সুন্নি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দেখা যায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সদস্যরা মসজিদের দিকে চপ্পল নিক্ষেপ করছে, মসজিদ প্রাঙ্গণে মুৃসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দিচ্ছে, উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে নাচানাচি করছে।

তাদের এসব কর্মকাণ্ড পবিত্র স্থান মসজিদ অবমানার শামিল, যা তারা প্রকাশ্যেি করে বেড়াচ্ছে। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখার পর থেকেই মুসলিমদের অন্তরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

স্থানীয় মুসলিমররা জানিয়েছেন, মসজিদ অবমাননার কাজে নেতৃত্ব প্রধানকারী হিন্দুত্ববাদী দল ভিএইচপির অন্যতম নেতা নীতীশ কুমার এবং তার সঙ্গীরা মিলে এমন জঘন্য কাজ করেছে।

মিছিলের পর ক্ষোভ:

সওদাগর সুন্নি মসজিদের সভাপতি মেহবুব বাশা গণমাধ্যম সিয়াসত ডটকমের সাথে কথা বলার সময় এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "এর আগেও বেশ কিছু মিছিল হয়েছে এ ধরনের ঘৃণার কাজ ছাড়াই। এবার বজরং দল এবং ভিএইচপি গোষ্ঠী উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলিমদের উসকানি দিয়ে শহরে অশান্তি তৈরি করেছে।" "মসজিদে চপ্পল ছুঁড়ে মারার ঘটনায় এলাকার তরুণ মুসলমানরা ক্ষুব্ধ। যাইহোক, আমরা তাদের শান্ত হতে বলেছি এবং আইনের দ্বারস্থ হয়ে ধৈর্যের সাথে এটি মোকাবেলা করতে বলেছি।"

সিরগুপ্পার আরেক বাসিন্দা হাবিব বলেছেন যে, অভিযুক্ত কুমারের বেশ কয়েকজন সিনিয়র বজরং দল এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে।

জনাব হাবীব আরও বলেছেন, "বজরং দলের নেতৃত্বে গণেশ মিছিলটি মসজিদের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে তারা জয় শ্রী রামের স্লোগান দেয় এবং "মন্দির বানায়েঙ্গে" গানটি উচ্চ আওয়াজে বাজায় (বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং একটি মন্দির নির্মাণের খুশিতে হিন্দু সন্ত্রাসীদের একটি জনপ্রিয় গান)।

হিন্দুত্ববাদীরা নানাভাবে মুসলিমদের উসকানি দিয়ে মাঠে নামিয়ে মুসলিম গণহত্যার পথ সুগম করতে চাইছে। যেন গণহত্যার দায় মুসলিমদের উপর চাপানো যায়। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত হিন্দুদের দ্বারা মুসলিম গণহত্যা হওয়ার সতর্কতা জারি করেছেন। ইসলামি বিশ্লেষকরা বলছেন, হিন্দুত্ববাদের সাথে ইসলামের সংঘাত এখন অনিবার্য পরিনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে| মুসলিমদেরকেও তাই অনিবার্য এই সংঘাত মোকাবেলায় নববী মানহাজ অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে বলেছেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Karnataka: VHP cadre flings slipper at mosque during Ganesh rally - https://tinyurl.com/ysj9p6cm

2. Video link - https://tinyurl.com/y2erf4t8

## ফটো রিপোর্ট | ইয়েমেনে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়েদার হামলার কিছু চিত্র

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্, গত ১৪ সেপ্টেম্বর "সাহামুল-হক" নামে নতুন অপারেশনের ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর থেকেই ইয়েমেনের আবয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ দুর্দান্ত সব সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। এতে দখলদার আরব আমিরাত ও তাদের সমর্থিত গাদ্দার বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে। ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাঁজোয়া যান ও সামরিক সরঞ্জামাদি।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় গাদ্দার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির কিছু স্থির চিত্র দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/09/15/59261/

---

## আধুনিক দাসত্ব : নিপীড়নের শিকার কোটি কোটি মানুষ

সারা বিশ্বে আধুনিক দাসত্বের শিকার কোটি কোটির বেশি মানুষ। আর বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের এই সংখ্যা চার লাখের বেশি। মহাদেশ হিসেবে এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি মানুষ আধুনিক দাসত্বের কবলে রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি উত্তর কোরিয়ায়। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ এই আধুনিক দাস-প্রথার শিকার।

১৬৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯২ নম্বরে। বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ ৯২ হাজার মানুষ আধুনিক দাসত্বের কবলে রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার 'দ্য গ্লোবাল স্লেভ ইনডেক্স' বা বৈশ্বিক দাসত্ব সূচক নিয়ে প্রকাশিত রিপোর্টে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কাজ করা সংগঠন ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন প্রতি বছর এ সূচক রিপোর্ট তৈরি করে। বিশ্বের ১৬৭ দেশে গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে। রিপোর্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে চার লাখেরও বেশি মানুষ রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া শ্রম, যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যার চেয়ে সারা বিশ্বে এই সংখ্যা প্রায় ১০০ গুণ বেশি। তাদের হিসেবে বিশ্বে ৪ কোটি ৩ লাখ এই দাসত্বের শিকার।

ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন জানায়, আধুনিক দাসত্ব বিষয়টি অনেক জটিল। সীমানা পেরিয়ে এই অপরাধের পরিধি বিস্তৃত। এই সূচক তৈরিতে জাতীয় পরিসংখ্যান, জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো সংগঠনেরও তথ্য যুক্ত করেছে ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন। তবে যারা এই জোরপূর্বক শ্রমের শিকার শুধু তাদেরই আধুনিক দাসত্বের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে সংগঠনটি।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা অ্যান্ড্রু ফরেস্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ। আর এখানেই ৪ লাখ মানুষ দাসের মতো জীবনযাপন করছেন। জোরপূর্বক বিয়ে ও শ্রম চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখান থেকেই বোঝা যায় সারা

বিশ্বের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ।' রিপোর্টে দাবি করা হয়, এশিয়া মহাদেশে এই আধুনিক দাসপ্রথা সবচেয়ে বেশি।

ইসলামি চিন্তাবিদরা বলছেন, ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এটি বর্তমান পুঁজিবাদী ও গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় সত্যিকার দাসত্বের চিত্রকে তুলে ধরেনি। বরং পশ্চিমা সন্ত্রাসীদের চাপিয়ে দেয়া জুলুমের সিস্টেম বিশ্ববাসীর কাছ থেকে আড়াল করতেই এসব রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এজন্য এসব ধোঁকা থেকে সচেতন হয়ে জুলুমের সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য নববী সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার পরমার্শ দিয়েছেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র :**

--------

১। আধুনিক দাসত্বের শিকার বিশ্বের ৪ কোটি মানুষ - https://tinyurl.com/yut4zb68

---

## আবারও দুই ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করলো সন্ত্রাসী ইসরাইল

কোনভাবেই থামছেনা বর্বর ইহুদিদের আগ্রাসন। অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরের গতকালও গুলি করে দুই ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা করেছে ইসরাইলি সেনারা।

পশ্চিমতীরের জেনিন শহরে একটি চেকপোস্টের কাছে গতকাল সকালে (১৪ সেপ্টেম্বর) আহমেদ আবেদ (২৩) ও আব্দুল রহমান আবেদ (২২) নামে দুই ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সেনারা।

সম্প্রতি ইসরাইলি সেনারা পশ্চিমতীরে বর্বরতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়িতে তল্লাশিসহ নানা ধরনের অত্যাচারের কারণে পশ্চিমতীরজুড়ে ফিলিস্তিনদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

ইহুদিরা বরাবরের মতোই খুনের ঘটনাকে বৈধতা দিতে মিথ্যা অযুহাত দাঁড় করিয়েছে। তারা দাবি করেছে খুন হওয়া ফিলিস্তিনিরা ইহুদি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। অথচ গুলি করার প্রমাণ দেখাতে পারেনি ইসরাইল।

বিনা কারণে ফিলিস্তিনিদের খুন করার মতো অমানবিক কাজ করলেও এর জন্য কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়না সন্ত্রাসী ইসরাইলের। এ ঘটনা নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১৫১ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. The two Palestinian young men were shot dead by Israeli occupation gunfire near the Al-Jalama checkpoint, north of Jenin - https://tinyurl.com/2p9bjmxd

---

## ইথিওপিয়ায় ফের আশ-শাবাবের হামলা : অফিসার সহ নিহত ১৫

সোমালিয়ার পশ্চিম সীমান্ত প্রতিবেশী ইথিওপিয়ায় ফের হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দেশটির আল-ধির অঞ্চলে ক্রুসেডারদের একটি কনভয়কে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, ইথিওপিয়ান সামরিক কনভয়টি টার্গেট করে মুজাহিদগণ পরপর ৩টি বিস্ফোরণ ঘটান। যা ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিক যানকে আঘাত করে। যেগুলো ইথিওপিয়ার লিউ সামরিক বাহিনী ও অফিসারদের বহন করছিল। সূত্রটি জানায় যে, সামরিক কনভয়টি সোমালিয়ার সীমান্তবর্তী আতো এলাকা থেকে ইথিওপিয়ার 'গোডে' অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল। যখনই কনভয়টি ইথিওপিয়ার আল-ধির অঞ্চলে পৌঁছে, ঠিক তখনই মুজাহিদগণ অতর্কিত হামলা চালান। এসময় মুজাহিদদের বোমা হামলায় ২টি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস হয়ে যায়। আর তখন সাঁজোয়া যানে থাকা ২ অফিসার সহ অন্তত ১৫ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয় এবং বাকিরা দ্রুত উক্ত এলাকা ছেড়ে যায়।

হামলায় লিউ বাহিনীর সিনিয়র অফিসার হাসান নুলিও, এবং বাহিনীটি ষষ্ঠ ব্রিগেডের অন্য এক কমান্ডার আহত হয়েছে। যাদের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে।

সূত্র মতে, মুজাহিদদের হামলার শিকার ইথিওপিয়ান এই সৈন্যরা দেশটির রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে ছিল।

উল্লেখ্য যে, পশ্চিম সোমালিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব সম্প্রতি ইথিওপিয়ার পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে ব্যাপক অপারেশন ও বোমা হামলা শুরু করেছে। যাতে অনেক ইথিওপিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

---

## ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### দখলদার চীনের জিরো কোভিড নীতিতে পূর্ব তুর্কীস্তানে মৃত্যুর মিছিল

গত আগস্টের শুরু থেকে দখলদার চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কঠোর লকডাউনের কারণে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২ জন উইঘুর মুসলিম অনাহারে ও ওষুধের পর্যাপ্ত যোগানের অভাবে মারা গেছে। রেডিও ফ্রি এশিয়াকে (আরএফএ) স্থানীয় বাসিন্দারা এবং কর্মকর্তারা উক্ত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পূর্ব তুর্কীস্তানের ঘুলজা শহরের গুরকিরাতমা গ্রামের বাসিন্দারা আরএফএ-কে জানায় যে, অনাহারের কারণে সেখানের ১০টি পরিবারের সদস্যদের ভয়ানক রকমের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা আরএফএ-কে বলেন, জিরো-কোভিড লকডাউন কার্যকর হওয়ার ২০ দিনের মধ্যে ঘুলজা শহরে ১২ জন উইঘুরের মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে একজন ছিলেন ৬২ বছর বয়সী কৃষক মেওলান সিদ্দিক।

চীনের জিরো-কোভিড পলিসিটি গুলজা শহর সহ পূর্ব তুর্কীস্তানের বেশ কিছু জায়গায় উল্লেখযোগ্যভাবে খাদ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করেছে।

সেই কর্মকর্তাটি আরও জানান, মেওলান সিদ্দিক লকডাউন বাস্তবায়নের ১০ দিন পরই মারা যান। লকডাউনের কারণে গ্রাম ও শহরের কর্মকর্তারা সময়মতো তার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি এবং মেলওয়ানের কোনও আত্মীয়-স্বজনও এখন বেঁচে নেই।

তিনি বলেন, এই লকডাউনের সময় মারা যাওয়া ১২ জনের মধ্যে মেওলানও রয়েছেন। লকডাউনের প্রথম ২০ দিনের মধ্যে তারা সবাই অনাহারে এবং ওষুধের অভাবে মারা গেছে।

দ্বিতীয় এক কর্মকর্তা আরএফএকে বলেন, সিদ্দিক সম্ভবত মারা গেছেন লকডাউনের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় ওষুধ সময়মতো পৌঁছায়নি বলে। সিদ্দিক অনেক আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন এবং লকডাউন শুরু হওয়ার পরে তা আরও গুরুতর হয়।

গুরকিরাতমা গ্রামের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা আরএফএকে বলেন, খাদ্য সংকটের কারণে সম্প্রতি সেখানে দুইজন উইঘুর বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে এবং তিনজন উইঘুরকে অপুষ্টির কারণে হাসপাতালে নিতে হয়েছে।

বিশেষজ্ঞগণ বলছেন জিরো কোভিড পলিসি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উইঘুরদের কার্যত গৃহবন্দী করে রেখেছে দখলদার চীন সরকার। এবং এই গৃহবন্দীত্বের কারণে উইঘুররা এখন তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, খাবার ও ওষুধপত্র কিনতে ব্যর্থ হচ্ছে। যার ফলে পূর্ব তুর্কীস্তানে মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে।

উলামাগণ তাই বলছেন, পুরো মুসলিম বিশ্বের উচিত এখন উইঘুরদের সাহায্যে নিজেদের সামর্থ্য মতো এগিয়ে আসা। এবং চীনের সকল ধরণের পণ্য বয়কটের মাধ্যমে চীনকে আন্তর্জাতিকভাবে চাপে ফেলা ও সাধ্যমত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. As many as a dozen dead amid shortages caused by Xinjiang COVID lockdown - https://tinyurl.com/3cebn5ur

---

## হাসিনার ভারত সফরকালেই হত্যার শিকার স্কুলছাত্রের লাশ ৪ দিনেও ফেরত দেয়নি সন্ত্রাসী বিএসএফ

দালাল হাসিনা ভারতে থাকাকালীন ৮ সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের দাইনুর সীমান্তে বাংলাদেশি স্কুলছাত্র মিনারুলকে গুলি করে খুন ও অপর দুই যুবককে গুম করে সন্ত্রাসী বিএসএফ।

তবে বর্বরতা আর আমানবিকতা সবকিছুকে হার মানিয়েছে এ কিশোরের লাশ হস্তান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গত ৮ তারিখ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ৪ দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত লাশ হস্তান্তর করছে না ভারত। সীমান্তে নিহতের পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশীরা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করছে লাশের জন্য। তবে কোন এক অজানা কারণে লাশ হস্তান্তর করছে না মুসলিম বিদ্বেষী ভারত সরকার।

২০১৮ সালে কুমিল্লায় বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে বৈঠক চলাকালীনও সীমান্তে এক বাংলাদেশিকে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসী বিএসএফ।

এবার হাসিনার ভারত সফরে থাকাকালীন দিনাজপুরের দাইনুর সীমান্তে স্কুলছাত্রকে হত্যা করা হল। তাঁরা বলছেন হাসিনার ভারত সফরের মাঝে বাংলাদেশি ছাত্রকে হত্যা হাসিনার জন্য চরম লজ্জা ও ভারত সরকারের নিকট নতজানু পররাষ্ট্রনীতিরই বহিঃপ্রকাশ। এ দালাল সরকার সীমান্তে গুলি করে হত্যা করার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে সামান্যতম প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। আর এ সবকিছু গোপন করতেই হাসিনার নির্দেশেই লাশ হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করছে ভারত সরকার। হাসিনা সরকার চেয়েছিল মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানাতে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে শুরু করেছে ভারত কখনোই বাংলাদেশের বন্ধু না, বরং শত্রু রাষ্ট্র।

এদিকে মিনারুলের হত্যার ঘটনায় অজানা ভয়ে আতংকিত হয়ে আছে সীমান্তবাসী। বিজিবি ক্যাম্পের আশে-পাশেও যেতে সাহস করছেনা ছেলে-বুড়ো কেউ।

মিনারুল হত্যা ঘটনার পর তার বাবাকে ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদকালে জ্ঞান হারিয়ে ফেলন তিনি। এছাড়া শোকে কাতর মিনারুলের মাকে চিকিৎসার কথা বলে ধোকা দিয়ে থানায় নিয়ে বিএসএফের কাছে গুম হওয়া কিশোরদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে একটি অভিযোগ, এটিকে কেন্দ্র করেও সৃষ্টি হয়েছে আতংক।

কোতয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে অভিযোগ দায়েরের কথা স্বীকার করেছে। লাশ হস্তান্তরের পর এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানিয়েছে সে। তবে দালাল পুলিশ কাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবে এটাই এখন জানার বিষয়। লাশ খুন করেছে সন্ত্রাসী বিএসএফ অথচ এর মাসুল গুনতে হবে এখন মাজলুম বাংলাদেশি সীমান্তবাসী মানুষকে। সীমান্তবাসীরা যেন এই কিশোরের লাশ নিয়ে কোন প্রকার প্রাচার চালাতে না পারে এজন্যই হাসিনার এ সিদ্ধান্ত কিনা এমন প্রশ্ন এখন সাধারণ মানুষের।

এদিকে হত্যার ৯৬ ঘণ্টা পর লাশ ফেরত না পেলেও ভারতীয় গণমাধ্যমে নিহত মিনারুলের লাশ নিয়ে বিএসএফ সদস্যদের ফটোসেশান বাংলাদেশীদের কাছে কাটা ঘায়ে এ নুনের ছিটার মত। খানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র মিনারুল এর বিরুদ্ধে কোন সময় চোরাচালান এমনকি কোন দুষ্কর্মের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বিজিবি এমনকি পুলিশের কাছেও কোন তথ্য নেই। গুলি করে হত্যার ঘটনাটি কেউ মেনে নিতে পারছে না। নিখোঁজ অন্যান্যের ব্যাপারেও কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

তথ্যসূত্র:

------

১। বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতাকে হার মানিয়েছে বিএসএফ- https://tinyurl.com/rh2x3r5d

২। দিনাজপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি স্কুলছাত্র নিহত- https://tinyurl.com/2jcmepez

---

## আরাকান আর্মি ও বর্মি সেনাদের চতুর্মুখী নির্যাতনে পালিয়ে বাংলাদেশে আসছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা

মিয়ানমারের রাখাইনে রাজ্যে চলমান সংঘাতে রোহিঙ্গা মুসলিমরা নতুন করে বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন। মিয়ানমার সামরিক বাহিনী ও বিদ্রোহী আরাকান আর্মি উভয়ই সমানতালে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে এখন। এদের নির্যাতনের মুখে কয়েকটি রোহিঙ্গা পরিবার নিজেদের জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

বাংলাদেশে সদ্য আগত রোহিঙ্গা মুসলিমরা জানিয়েছেন, রাখাইনের মংডু এবং বুদিডং শহরে অবশিষ্ট রোহিঙ্গারা প্রতিদিন মায়ানমারের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী এবং আরাকান বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি সশস্ত্র মগগোষ্ঠীও খুব চড়াও হয়েছে তাদের ওপর।

আরাকান আর্মি নামক বৌদ্ধ বিদ্রোহীরা মিডিয়ায় দাবি করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিকত্ব প্রদান করবে। রোহিঙ্গা শরনার্থীদের রাখাইনে ফিরিয়ে নিবে। অন্যদিকে হলুদ মিডিয়া আরাকান আর্মিকে ভাল সাজিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে।

কিন্তু সদ্য আগত রোহিঙ্গা মুসলিমরা জানিয়েছেন ভিন্ন কথা। তারা জানিয়েছেন, মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর থেকে কোন অংশে কম নয় আরাকান আর্মি। আরাকান আর্মি রোহিঙ্গা মুসলিমদের থেকে অতিরিক্ত চাঁদাবাজি করছে, চাঁদা না দিলে এলাকা থেকে উচ্ছেদ ও নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করছে। পাশাপাশি তারা রোহিঙ্গা যুবকদের হত্যাও করছে।

নির্যাতনের মুখে ধানখালি দূর্গম চরে আরও আট নয়শো রোহিঙ্গা অবস্থান করছে বলে জানিয়েছেন আগত রোহিঙ্গারা। একজন রোহিঙ্গা মুসলিম নারী জানান জে, আরাকান আর্মির কিছু মগ সদস্য তাকে উত্তক্ত করায়, তার স্বামী প্রতিবাদ জানান। পরে তারা তার স্বামীকে মেরে উনাকেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, স্বর্ণ দেওয়ার লোভও দেখায়। পরে তিনি তার মুসলিম পরিচিয় তুলে ধরে তাদেরকে অবিশ্বাসী সম্বোধন করেন, এবং বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তাদের হুমকির মুখে প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশে চলে আশেন অসহায় ঐ মুসলিম নারী।

যুগ যুগ ধরে রোহিঙ্গা মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার। এখন আবার নতুনভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তবে এখন পর্যন্ত বিশ্ববাসীর কেউই মিয়ানমারের সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। কথিত জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থা সবসময়ই কয়েকটি দায়সারা বিবৃতি আর চট্টগ্রামে রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরে লোকদেখানো ভ্রমণ ছাড়া কিছুই করতে পারেনি।

তবে যারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। তাদেরকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে মিডিয়া। রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা সংগঠনের মধ্যে আরাকান স্যালভেশন আর্মি (আরসা) অন্যতম। যারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে মিয়ানমার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছেন। মিয়ানমারের বর্বর সেনাদের পাশাপাশি তারা আরাকান আর্মির হামলারও মোকাবেলা করছেন। অথচ হলুদ মিডিয়া তাদেরকেই কিনা সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করছে। যাদের জন্য তারা যুদ্ধ করছেন, সেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছেই তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে এই দালাল মিডিয়া। রোহিঙ্গা নেতা মহিবুল্লাহ হত্যার দায়ও পরিকল্পিতভাবে তাদের উপর চাপানোর চেষ্টা করা হয়; যেটিকে এক সাক্ষাতকারে বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন আরসা প্রধান।

অনেক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আরাকান আর্মির উত্থানের পিছনে পশ্চিম শক্তি কাজ করছে। আর এজন্যই পশ্চিমাদের এজেন্ট দালাল মিডিয়া আরাকান আর্মির পক্ষপাতী। মিডিয়ার এই ধোঁকাবাজি প্রচারণায় মুসলিমদের সচেতন হবার পরমার্শ দিয়েছেন তাঁরা। সেই সাথে রোহিঙ্গা মুসলিমদের দুদশা থেকে উদ্ধার ও তাদের স্বাধীনতার জন্য নববী সুন্নাতের অনুসরণ করার জোর আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. The remaining Rohingya in Maungdaw and Buthidaung townships are being beaten every day by the Myanmar terrorist army and AA rebel groups - https://tinyurl.com/3z3xvzzu

---

## কাশ্মিরে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড: ছেলের লাশ হস্তান্তরের জন্য বাবার আবেদন খারিজ করলো সুপ্রিম কোর্ট

গত বছর হায়দারপোরায় মিথ্যা এনকাউন্টারে নিহত এক কাশ্মীরি মুসলিম যুবক 'আমির মাগরাইয়ের' মৃতদেহ হস্তান্তরের আবেদন খারিজ করে দিলো জম্মু ও কাশ্মীরের সুপ্রিম কোর্ট। নিহত আমির মাগরাইয়ের পিতা মুহাম্মাদ লতিফ মাগরাই তাঁর ছেলের মৃতদেহ হস্তান্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে।

এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্ট আমিরের পরিবারকে তাঁর মৃতদেহ কবর দেওয়ার আবেদন গ্রহণ করেছিল। তবে আমিরের পরিবার দাবি করেছিল যেন তাঁর মৃতদেহটি তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন জানায়, আমির একজন সন্ত্রাসী (পড়ুন স্বাধীনতাকামী) ছিল এবং তাঁর মৃতদেহটি এখন বের করতে গেলে আইন-শৃঙ্খলা প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দেবে। এছাড়াও আদালতের এ বিষয়ে আবেগের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং আইনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

২৩ বছর বয়সী আমির গত বছরের ১৫ নভেম্বর শ্রীনগরের হায়দারপোরায় দখলদার বাহিনীর গুলিতে নিহত হন।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ আমিরকে একজন ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে দাবি করলেও আমিরের পরিবার জানায় যে, এসবের সাথে আমিরের কোনো যোগসূত্র ছিল না। বরং আমিরকে এনকাউন্টারে খুন করাটা ছিল দখলদার বাহিনীর একটি সাজানো নাটক।

আমিরের বাবা বলেন, 'আমি শুধু ন্যায়বিচার চাই। আমি শুধু আমার ছেলের মৃতদেহ চাই। এরপরে আর যাইহোক না কেন আমি তার পরোয়া করি না"।

তথ্যসূত্রঃ

------------------------

1. Kashmir extrajudicial killing: SC dismisses father's plea for handing over son's body - https://tinyurl.com/yckjnbt7

---

## মসজিদের ভেতর পূজার অনুমোদন : বাবরির পথেই কি জ্ঞানবাপি?

জ্ঞানবাপি মসজিদ প্রাঙ্গণে পূজা করার অধিকার চেয়ে হিন্দু মহিলাদের করা আবেদন বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় আদালত। হিন্দু মহিলাদের আবেদন চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আঞ্জুমান ইসলামিয়া মসজিদ কমিটির আবেদন গত ১২ সেপ্টেম্বর খারিজ করে দিয়েছে উত্তর প্রদেশের বারাণসী আদালত।

ডিস্ট্রিক্ট জজ এ. কে. বিশ্বেশ্বর আদেশে বলেছে, হিন্দু মহিলাদের দায়ের করা আবেদনটি দ্য প্লেস অফ ওয়ার্শিপ অ্যাক্ট বা ওয়াকফ অ্যাক্ট দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। তাই এ বিষয়ে আঞ্জুমান ইসলামিয়া কমিটির চ্যালেঞ্জ আদালত খারিজ করে দিয়েছে।

গত মে মাসে, নিম্ন আদালত থেকে স্থানান্তর করে মামলাটি বারাণসী জেলা বিচারকের আদালতে অর্পণ করে সুপ্রিম কোর্ট। তার আগ পর্যন্ত নিম্ন আদালতেই মামলাটির শুনানি হয়েছে। পরে হিন্দু মহিলাদের আবেদনের ভিত্তিতে বারাণসী সিভিল কোর্ট জ্ঞানভাপি মসজিদের চিত্রগ্রহণের নির্দেশ দেয়। হিন্দুদের দাবি, জ্ঞানবাপি মসজিদ কমপ্লেক্সে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে।

মসজিদের চিত্রগ্রহণের পর অযৌক্তিক ভাবে দাবি করা হয় যে, মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতরে একটি পুকুরে "শিবলিঙ্গ" রয়েছে। এটি মূলত ছিল মুসল্লিদের অজুখানার পানির ফোয়ারা। এ সাধারণ বিষয়টি যাচাই না করেই মামলার শুনানিকারী বিচারক পুকুরটি সিলগালা করার নির্দেশ দেয়।

এখন আবার মসজিদ প্রাঙ্গণে হিন্দু মহিলাদের পূজা করার আবেদন গ্রহণ করেছে, যা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ একই মসজিদে নামাজের পাশাপাশি পূজাও করতে দিতে হবে। হিন্দুত্ববাদী আদালতের এই অযৌক্তিক আদেশ বাবরির মতই মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানোর পথকে সুগম করবে বলে মনে করছেন মুসলিমরা।

এর আগে, ভারতের উত্তর প্রদেশেই মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। পরে হিন্দুত্ববাদী আদালত কারসাজি করে মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমোদন দেয়। মুসলিম বিরোধী এমন জঘন্য রায় পেয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো আরও উঠে পরে লেগেছে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির গড়ার মিশনে।

রাম মন্দির আন্দোলনের সময়েই সঙ্ঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদীরা হুমকি দিয়েছিল, ‘আয়োধ্যা (অযোধ্যা) তো সির্ফ এক ঝাঁকি হ্যায়, কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়’।

ইসলামি চিন্তাবিদগণের মতে, হিন্দুত্ববাদীরা যে পরিকল্পনা নিয়ে বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানাচ্ছে, হুবহু একই পরিকল্পনা নিয়ে জ্ঞানব্যাপীসহ অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। মুসলিমরা এখনই সতর্ক না হলে বাবরি মসজিদের মতোই একে একে ঐতিহাসিক মসজিদগুলো বেদখল করে হিন্দুত্ববাদীরা তাদের মুসলিমমুক্ত অখণ্ড ভারত বাস্তবায়নের কাজে এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Gyanvapi: Court says Hindu women’s plea for worship maintainable, rejects Masjid committee’s plea - https://tinyurl.com/3v5fyz97

---

## খেলাফতে বিশ্বাসী হওয়ায় কুয়েট ছাত্রকে হেনস্থা : পিটিয়ে পুলিশে দিল ছাত্রলীগ

এবার সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হাতে প্রায় শহীদ আবারার ফাহাদের পরিণতি হতে চলছিল খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র জাহিদুর রহমান। ইসলামি খেলাফতে বিশ্বাস করা এবং সদ্য হাসিনার ভারত সফর নিয়ে ফেইসবুকে কমেন্ট করায়, রাতভর তাকে পিটিয়ে হাত পা ভেঙে গুরুতর আহত করে দিয়েছে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা।

গত ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসের কথিত ছাত্রনেতাদের রুমে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় জাহিদকে। ঠিক যেভাবে আজ থেকে তিন বছর আগে সারারাত নির্মমভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিলো শহীদ আবরার ফাহাদকে, ঠিক একই কায়দায় রাত ১১টা পর্যন্ত লাঠি, স্ট্যাম্প দিয়ে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হয় জাহিদকে। স্ট্যাম্পের নির্মম আঘাতে ভেঙে দেয়া হয়েছে জাহিদের দুটি পা। এক পর্যায়ে সে জ্ঞান হারায়।

সারা রাতজুড়ে অমানবিক নির্যাতন করার পরও থেমে যায়নি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। রক্তাক্ত ও ভাঙা দু'পা আর অজ্ঞান অবস্থায়ই তারা জাহিদের নামে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জাহিদ পুলিশের হাতে গ্রেফতার অবস্থায় খুলনা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছে।

https://ia601402.us.archive.org/8/items/img-20220914-104530/IMG_20220914_104530.jpg

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা জাহিদুরকে শুধুমাত্র ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাসী হওয়ায় এবং ভারত ও দালাল হাসিনার বিরুদ্ধে পোস্ট দেওয়ায় কারণেই রাতভর পিটিয়েছে ছাত্রলীগ। এ কথা প্রমান পাওয়া যায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এম এ রশিদ হলের প্রভোস্ট এমডি হামিদুল ইসলামের বক্তব্যে। সে বলেছে 'আমাদের কিছু শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করে জাহিদুর রহমান বিভিন্ন দেশবিরোধী গ্রুপের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লী সফর নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছে সে। এটা আমাদের নজরে আসায় ছাত্ররা তাকে প্রথমে একটু জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা তাকে পুলিশে সোপর্দ করি। সে আমাদের কাছে বলেছে সে খেলাফতে বিশ্বাস করে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।'

https://ia601404.us.archive.org/32/items/fb-img-1663124418202/FB_IMG_1663124418202.jpg

জাহিদকে নির্যাতনকারী সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ৫ জনের মধ্যে সাদমান নাহিয়ান সেজান কুয়েট ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক। কুয়েট শিক্ষক সেলিম হোসেন খুনের ঘটনায় সে জড়িত। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের খুটির জোর এখানে এতো বেশি যে, শিক্ষক হত্যায় জড়িত থাকায় ভার্সিটি থেকে আজীবন বহিস্কৃত হয়েও সে হলেই থাকে।

অথচ, দালাল পুলিশ এসব সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে নির্যাতনের শিকার হওয়া অজ্ঞান ছাত্রকেই কিনা গ্রেফতার করল। এই হচ্ছে মুসলিমদের ট্যাক্সের টাকায় লালিত ভারতপ্রেমিক পুলিশ বাহিনীর অবস্থা।

ছাত্রলীগে সন্ত্রাসীরা হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালালি করে এখন এমন অবস্থানে পৌঁছেছে যে, ইসলামী মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস করাও এখন তাদের কাছে মহা অপরাধ। ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলাও অপরাধ। সুদ, ঘুষ ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে বলা অপরাধ। তাদের কাছে এখন যেন পুরো দেশের মুসলিমরাই জিম্মি। কসাই মোদী ও দালাল হাসিনার এই ফুট-সোলজারদের ইসলাম-বিদ্বেষ ও জুলুম নিপিড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১। ছাত্রলীগের কাছে পিটুনিও খেল, প্রশাসন মামলাও করল শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে - https://tinyurl.com/3packkje

---

## উত্তরপ্রদেশে মাদ্রাসা ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন

উত্তরপ্রদেশের গুজার টোলা গ্রামে একটি দ্বীনি মাদ্রাসা পুলিশের বিশাল বাহিনীর উপস্থিতিতে ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এ মাদ্রাসাটি ২০০৯ সাল থেকে চালু ছিল।

উত্তরপ্রদেশের আমেঠি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশ কুমার মিশ্র বলেছে, “আদালতের নির্দেশের পরে মাদ্রাসাটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।”

মাদ্রাসা ভাঙ্গচুরকে বৈধতা দিতে সে বলেছে এটি নাকি অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন শুধু মাদ্রাসাটি ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হয়নি, মাদ্রাসার মালিককে ২ লক্ষ ২৪ হাজার রুপি জরিমানাও করেছে।

মাদ্রাসাগুলোতে নজরদারী ও চাপ প্রয়োগের জন্য উত্তরপ্রদেশের হিন্দুত্ববাদী সরকার মাদ্রাসাগুলোর একটি সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। এই সমীক্ষার কার্যক্রম এখনও চলছে। মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা, পাঠ্যক্রম, মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং কোনও বেসরকারী সংস্থার সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতার তথ্য আছে কি না যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। এসব মাদ্রাসার আর্থিক উৎসকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার তাদের অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে অনেক আগে থেকেই মসজিদ, মাদ্রাসাগুলো বন্ধের চক্রান্ত করে যাচ্ছে। এখন বিভিন্ন ঠুনকো অযুহাত দেখিয়ে সেগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে। বুলডোজারকে তারা এখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

তথ্যসূত্র:

-----

1.Uttar Pradesh: Illegally built madrasa in Amethi demolished ( The Siasat Daily) -https://tinyurl.com/2ftb9cny

2.Uttar Pradesh: Illegally built madrasa in Amethi demolished -https://tinyurl.com/ywdz6rt6

---

## কেনিয়ান সামরিক ঘাঁটিতে আশ-শাবাবের হামলায় অন্তত ১২ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার কেনিয়ান বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার একটিতেই ৬ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সামরিক ঘাঁটি ও সাঁজোয়া যান।

স্থানীয় সূত্র মতে, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন, ১২ সেপ্টেম্বর দুপুরে জুবা রাজ্যের আফামদো শহরের উপকণ্ঠে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। যেখানে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে একটি হুমভি যান ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে ৬ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এর একদিন আগে রাজ্যটির কিসমায়ো শহরের বারুলি এলাকায় আরও একটি সামরিক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। হামলাটি উক্ত এলাকায় অবস্থিত কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। যেখানে মুজাহিদগণ গুলি ছুঁড়ার পাশাপাশি ভারী বোমাবর্ষণও করেন। ফলশ্রুতিতে ঘাঁটিটির অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়।

সরকারি সূত্র দাবি করছে যে, এই হামলায় কেনিয়ান বাহিনীর ৩ সৈন্য এবং সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ১ সৈন্য আহত হয়েছে। যদিও স্থানীয় সূত্র বলছে, সেখানে হতাহতদের পরিবহন করতে ২টি অ্যাম্বুলেন্স দেখা গেছে।

---

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || সেপ্টেম্বর ২য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী
https://alfirdaws.org/2022/09/14/59210/

---

## ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### শিক্ষার্থীদের ধর্মহীন করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা দালাল সরকারের

শিক্ষা ব্যবস্থায় একের পর এক নগ্ন-হস্তক্ষেপ করছে সেক্যুলার গনতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী। নিজেদের মনপুত শিক্ষা কারিকুলাম প্রনয়ণ করে এ দেশের কোটি কোটি শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে সেক্যুলার শিক্ষা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধকে পশ্চিমা বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে সাজিয়ে জীবনকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে নিয়ে গেছে তারা।

শিক্ষামন্ত্রী দিপু মনি ছায়ানট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছে, 'আমারা শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষানির্ভরতা কমিয়ে আনবো। শিক্ষার্থীরা ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে শিখবে। পুরো শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। যেখানে মুখস্ত বিদ্যা থাকবে না। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকে ধারণ করে তা প্রয়োগও করবে। শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তারা দেশকে ভালোবাসবে।'

রোববার (১১ সেপ্টেম্বর) কেরানীগঞ্জের তারানগরে ছায়ানটের সংস্কৃতি সমন্বিত সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে পরিচালিত নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেছে শিক্ষা মন্ত্রী।

উল্লেখ যে, ছায়ানট একটি কুখ্যাত  উগ্র সেক্যুলার সংগঠন। তাদের মিশন হচ্ছে এ দেশে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি চালু করে ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা করা। সারা দেশেই তারা বাঙালি সংস্কৃতির নামে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি চালুর পাশাপাশি নালন্দা বিদ্যালয়ে একাডেমি পর্যায়ে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি চালু করে রেখেছে।

আর এই হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির প্রশংসা করে উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়েছে আরও এক দালাল আওয়ামী লীগের নেতা এডভোকেট কামরুল ইসলাম। সে বলেছে, 'সরকার চেষ্টা করছে এমন শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন করতে, যেখানে শিশুরা গড় উঠবে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে হবে।'

এডভোকেট কামরুল ইসলাম ও দিপু মনির স্পষ্ট বক্তব্য হলো, এ দেশ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা উঠিয়ে শিক্ষার্থীদের সেক্যুলার হিসেবে গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। এজন্য ছায়ানটের আদলে গতানুগতিক শিক্ষার গণ্ডি থেকে বাইরে এসে সংস্কৃতিমনা তথা হিন্দুত্ববাদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করায় নালন্দা বিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছে তারা। আর ছাত্র তাদের চাপিয়ে দেওয়া 'হিন্দুয়ানী ঐতিহ্য' থেকে সিখবে বলে মন্তব্য করেছে তারা।

বলাই বাহুল্য, ৯০ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই দেশের সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিয়ে তারা আমদানি করা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকেই তারা বাঙালি সংস্কৃতি বলে চাপিয়ে দিচ্ছে সবার উপরে। আর সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকেই ছাত্ররা নাকি শিখবে। আবার কিছুদিন আগেই তারা 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ের পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়েছে, যাতে ছাত্ররা পরীক্ষা পাশের জন্যেও ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ না করে।

জ্ঞান অর্জন মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুশিক্ষা বয়ে আনে উন্নত চরিত্র, সভ্য ও কল্যাণময় সমাজ ব্যাবস্থা। পক্ষান্তরে কুশিক্ষা সমাজে বয়ে আনে অন্ধকার ও বর্বর পশুভিত্তিক সমাজ ব্যাবস্থা।

ভারতের দালাল শাসকগোষ্ঠী চাইছে এ দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে যায়। এজন্য মুসলিমদের উচিত নিজ সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলা। এবং পাশাপাশি দালালদের চাপিয়ে দেওয়া সিস্টেমকে উতখাত করে নববী চেতনা ও আদর্শ সমাজে বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেস্তায় ব্রত হওয়া।- এমনটাই মতামত ইসলামী চিন্তাবিদের।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১। ‘শিক্ষা কার্যক্রম পরিবর্তনের চেষ্টা করছি, মুখস্ত বিদ্যা থাকবে না’ - https://tinyurl.com/3939u435

---

## ফের মার্কিন গণহত্যা সোমালিয়ায় : নিহত ৩০ বেসামরিক মুসলিম

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ফের বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করে গণহত্যা চালাচ্ছে দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চলতি সপ্তাহেও ক্রুসেডার এই দেশটির হামলায় ৩০ জন বেসামরিক নাগরিক হতাহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। যা রাজ্যটির মোবারক শহরের একটি বাস স্টেশনে চালানো হয়েছে। এই স্টেশনটি বৃহস্পতি ও শুক্রবার খুব ব্যস্ত থাকে। এতে অন্তত ১০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরও ২০ জন আহত হয়েছেন।

বর্বরোচিত এই হামলার শিকার আহতদেরকে পরে রাজধানী মোগাদিশুর একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসময় আহতদের স্বজনরা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, আহতদের অনেকের অবস্থাই গুরুতর।

এদিকে হামলার পর ক্রুসেডার মার্কিনীদের গোলাম গাদ্দার সোমালি সরকার খুবই গর্বের সাথে ঘোষণা করে যে, এই আক্রমণের দ্বারা অঞ্চলটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অঞ্চলটি থেকে তোলা ছবিগুলিই গাদ্দার সরকারের এই মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করে। কেননা হামলার শিকার সবাই ছিলেন বেসামরিক নাগরিক। যারা শহরে তাদের প্রয়োজন শেষে একটি বাসে করে নিজ গন্তব্যে ফিরছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের গোলাম সরকার সোমালিয়ায় বেসামরিক মুসলিমদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। যার কোনো সুষ্ঠু তদন্ত হয় নি। এবং মিডিয়াগুলোও এধরণের সংবাদগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে। কেমন যেনো নিজ মনিবদের সন্তুষ্ট করতে তারা নিরবতার ভূমিকা পালন করে।

বিপরীতে মুজাহিদরা যখন জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, মার্কিন সমর্থিত গাদ্দার বাহিনী এবং স্থানীয় মিলিশিয়াদের পাকড়াও করেন, তখন এই মিডিয়াগুলোরই দাসত্বের চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠে। তাঁরা সামরিক বাহিনীর এসব সদস্যদের বেসামরিক নাগরিক হিসাবে মিডিয়ায় উপস্থাপন করতে মরিয়া হয়ে উঠে।

---

## ‘আমার ছেলে কাঁদছে’, বলছেন হিন্দুত্ববাদী পুলিশের গ্রেফতার করা মুসলিম শিশুর মা

ভারতের বিহার রাজ্যের সিওয়ানে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিমবিরোধী সহিংসতার সময় গত ৮ই সেপ্টেম্বর ৮ বছর বয়সী রিজওয়ান নামে এক মুসলিম নাবালক ছেলেকে গ্রেফতার করেছে বিহারের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। একইসাথে শিশুটির ৭০ বছর বয়সী অসুস্থ বৃদ্ধ দাদাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এখনও তাদের মুক্তি দেয়নি, বরং অর্থ চাচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিশুটির মা।

রিজওয়ানের মা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার পুত্র তার দাদার সাথে মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে পুলিশ তাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। সহিংসতা শুরু হওয়ার পরের ঘটনা এটি। এ বিষয়ে আমরা কিছু জানতাম না। রাত ১১টার দিকে জানতে পারি যে, তারা দুজনে পুলিশের কাছে আছে।’ ‘পুলিশ আমার সন্তানের সাথে কথা বলার অনুমতিও দেয়নি’ বলছিলেন রিজওয়ানের মা, ‘আদালত থেকে আমাকে আমার সন্তানের পরিচয়ের প্রমাণ নিয়ে আসতে বলার পর আমি আবারও সেখানে যাই। আমার সন্তানের সাথে দেখা করতেই সে কান্না শুরু করে দেয়। আর জিজ্ঞাসা করতে থাকে, কখন সে বাড়ি ফিরতে পারবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘১২০০০ রুপি দিলে পুলিশ রিজওয়ানকে মুক্তি দেবে বলেছে। কিন্তু এত টাকা আমি কোথায় পাব? আমরা গরিব, এত টাকা সংগ্রহের সামর্থ্য আমাদের নেই।’

এভাবে পরিবার শিশুটির জন্মনিবন্ধন সনদ উপস্থাপন করলেও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তার মুক্তির জন্য টাকা দাবি করছে।

উল্লেখ্য, গত ৮ই সেপ্টেম্বর বিকালে একদল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মহাবীর আখড়ার একটি র‍্যালি আসরের নামাজের সময় মসজিদের পাশ দিয়ে যায়। এসময় হিন্দু সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিতে থাকে এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মসজিদ ও দোকানপাটে ভাঙ্গচুর চালায়। মুসলিমরা এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে হিন্দু সন্ত্রাসীদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। এরপর এ ঘটনায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ২৫জন মুসলিম এবং মাত্র ১০জন হিন্দুকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া মুসলিমদের মাঝে আছে ৮ বছর বয়সী শিশু রিজওয়ান এবং তার ৭০ বছর বয়সী অসুস্থ বৃদ্ধ দাদা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Bihar: "My son is crying," says mother as 8-year-old Muslim kid remains in custody, Maktoob;
- https://tinyurl.com/yymbn2zk

---

## ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### জায়নিস্ট আগ্রাসন | ফিলিস্তিনি নারীকে বন্দী করল ইসরাইলি বাহিনী

ইসরাইলের ইহুদি সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত মুসলিম নারীদের গ্রেফতার করে শারীরিকভাবে হয়রানি করছে। মুসলিম নারীদের শরীরে হাট দেওয়া এখন ইহুদি সেনাদের কাছে মামুলি ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন যাকে ইচ্ছা তাকেই বন্দী করে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

গতকাল ১১ সেপ্টেম্বর একজন সম্মানিতা ফিলিস্তিনি যুবতীকে বন্দী করে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে নিয়ে যায় ইহুদি সেনারা। অধিকৃত জেরুজালেমে এ ঘটনা ঘটে। কোন কারণ ছাড়াই একটি চেকপোস্ট পার হবার সময় তাঁকে গ্রেফতার করে ইহুদি সন্ত্রাসীরা।

এ সময় মুসলিম যুবতীর দুই হাত পিছন থেকে বেধে এক নাপাক ইহুদি সেনাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

এছাড়াও, গত ৪ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিনি নারী সাংবাদিক লামা ঘোষকে কোন কারণ ছাড়াই বন্দী করে ইহুদি সেনারা। জেরুজালেমের শেখ জাররাহ এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে দুই শিশু সন্তানের চোখের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে যায় তাঁকে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিনি এই নারী সাংবাদিককে আদালতে উঠানো হলে তিনি নিজের হাত উপরে তুলে বিজয় চিহ্ন দেখানোর চেষ্টা করলে এক নাপাক ইহুদি সেনা সম্মানিতা এ মুসলিম নারীর হাত নিচের দিকে চেপে ধরে। যাতে বিজয় চিহ্ন না দেখাতে পারে।

এখন পর্যন্ত অন্তত চার হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে বন্দী করে রেখেছে ইসরাইল। তাদের মধ্যে অর্ধশতাধিক নারী বন্দীও রয়েছে। ইহুদিরা ফিলিস্তিন দখল করার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ফিলিস্তিনি নারীকে গ্রেফতার করেছে।

ফিলিস্তিন ও মসজিদুল আকসা দখল করার পর থেকেই মুসলিমদের চরম নির্যাতন শুরু করে ইহুদিরা। আর এই ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করে এখন এমন অবস্থানে পৌঁছেছে যে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে নারী-পুরুষ বাছবিচার করছেনা। পুরুষদের চোখের সামনেই সম্মানিতা মা-বোনদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে ইহুদিরা।

এ অবস্থায় উম্মাহর পুরুষদেরকে জেগে উঠে নাপাক ইহুদি সেনাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে এবং ব্যাপক প্রতিরোধ-সংগ্রাম শুরু করতে আহ্বান জানিয়ে আসছেন হকপন্থী আলেম-উলামারা।

তথ্যসূত্র:

--------

1. ভিডিও লিংক-- https://tinyurl.com/y5ex5n3p

2. Palestine: Israeli court extends detention of Palestinian journalist Lama Ghosheh - https://tinyurl.com/59b3we5x

---

## কলোনিয়াল মিডিয়ার রানী এলিজাবেথ বন্দনা : 'ডি-কলোনাইজেশন ন্যারেটিভ' বনাম বাস্তবতা

"ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যে নাকি সূর্য অস্ত যেত না।" কিন্তু সেই সূর্য অস্ত না যাওয়া সাম্রাজ্যের পেছনে যে কী মাত্রার রক্তপিপাসু আগ্রাসী মানসিকতা ছিল, কতো পরিমাণ মানুষকে সেই 'সূর্যাস্ত না যাওয়া' সাম্রাজ্যের পিপাসার বলি হতে হয়েছিল – সেই আলাপের প্রতি এখনও তেমন সুবিচার দেখা যায় না। বরং ব্রিটিশরা জমিনে জমিনে কলোনিয়াল দাস বানানোর যে সিস্টেম বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই সিস্টেমের গর্ভ থেকে প্রতিনিয়তই কলোনিয়াল দাসদের জন্ম হয়েছে। আর সেই কলোনিয়াল দাসেরা মেইন্সট্রিম মিডিয়াগুলোতে এখনও ব্রিটিশদের লুটতরাজ আর রক্তপিপাসু আগ্রাসনের পক্ষে সাফাই গায়, এখনও ওদের ছিটানো উচ্ছিষ্টের গুণগানে ভরা

ন্যারেটিভ বকে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে (৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২) ব্রিটিশ রাজ পরিবারের রাণীর মৃত্যুর পর বিষয়গুলো আরেকবার জোরালোভাবে সামনে এলো।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন হয়েছিল। আর কারও কারও মতে সেই পতন সম্পন্ন হয়েছে ১৯৯৭-এ হংকংয়ের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সে যাই হোক, আরও বেশ কয়েক যুগ আগে থেকেই ব্রিটিশদের 'রাজ্য' পরিচালনা হয় অন্যসব গণতান্ত্রিক দেশের 'প্রধানমন্ত্রী' আর পার্লামেন্টারি সিস্টেমের আদলে। কিন্তু তবুও কেন ব্রিটিশরা সাদা হাতি পালার ন্যায় ‘রাজ পরিবার’, ‘রাণী’ কিংবা নাইট উপাধি ইত্যাদি পুরোনো প্রথা আঁকড়ে ধরে রেখেছে তা কি কখনও ভেবে দেখেছি আমরা?

একেবারে সহজ ভাষায়, এইসব ওরা ধরে রেখেছে, কেননা এইগুলো ওদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা আর সাম্রাজ্যবাদী গোঁয়ার্তুমির প্রতীক। সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, কিন্তু রাজ পরিবার, রাণী ইত্যাদি প্রথাগুলো বাজে খরচ বাড়ালেও অহমিকাবশত ওরা সেগুলো আঁকড়ে থেকেছে।

আমাদের জন্য আফসোস আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সংগ্রাম আর ত্যাগের ইতিহাস ভুলে গিয়েছি। আমরা ভুলে গিয়েছি, যুগের পর যুগ ধরে ব্রিটিশদের হরিলুটের যতো হিসেব। একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ‘উতসা পাটনায়েকের নতুন গবেষণা প্রায় দুই শতাব্দীর বিশদ তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছে যে, ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৮ সময়কালে ব্রিটেন শুধু ভারত থেকেই প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার চুরি করেছিল। পাঠক এই গবেষণার বিস্তারিত দেখতে পারেন আল-জাজিরার প্রতিবেদনের লিঙ্ক থেকে -

https://tinyurl.com/53p8pn5e

'ব্রিটেন ভারতবর্ষকে সভ্য-ভব্য-উন্নত করেছে'- কলোনিয়াল দাস মিডিয়ার ছড়ানো এই 'মিথ'কে উতসা পাটনায়েকের গবেষণা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। শুধু তাই নয়। একইসাথে তা প্রমাণ করে যে, উল্টো ভারতবর্ষ সহ গোটা বিশ্বের থেকে সম্পদ চুরি করে করেই ব্রিটেন সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার! এখনকার ব্রিটেনের বাৎসরিক মোট দেশীয় উৎপাদনের ১৭ গুণ।

এই তো গেল সাম্রাজ্যের চুরির আলাপ। ভারতবর্ষে নীল চাষীদের দুঃখ, হিন্দু জমিদারদের শোষণ ইত্যাদি বর্ণনা করতে গেলে তো কষ্টের একেকটা মহাকাব্য বনে যায়।

কিন্তু আজকে আমরা সেদিকে এগোবো না। শুধু কলোনিয়াল মিডিয়ার আরেকটা প্রভাবশালী মিথকে এড্রেস করবো মাত্র। আর তা হলো, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময় যা-ই হয়েছে, সেগুলো তো আর সদ্য মৃত্যুবরণ করা দ্বিতীয় এলিজাবেথ করেনি। বরং সে তো ব্রিটিশদের ডি-কলোনাইজেশনেই ছিল। যেন ব্রিটিশদের ডি-কলোনাইজেশন খুব একেবারে স্বেচ্ছায় হয়েছে।

এই ন্যারেটিভে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামক জালিম দৈত্য যে স্বাধীনতাকামী মানুষদের উপর্যুপরি আন্দোলনে 'বাধ্য হয়ে' নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছে, সেই সত্যকে একদিকে চেপে যাওয়া হয়। একইসাথে ২য় এলিজাবেথকে সতীসাধ্বী বানিয়ে দেওয়া হয়।

**চলুন দেখে নেওয়া যাক, এই বুড়ির শাসনকালে হওয়া কিছু নৃশংস ঘটনার বয়ান -**

### মৌ মৌ বিদ্রোহের দমন (১৯৫২-১৯৬০)

কয়েক দশক ধরে ব্রিটিশ শাসনের যাঁতাকলে পড়ে অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা, দখলদারিত্ব এবং সহিংসতার পর ১৯৫২ সালে কেনিয়ার জঙ্গিদের একটি দল, যারা কিনা মাউ মাউ বিদ্রোহী নামে পরিচিত, তাদের দেশে শ্বেতাঙ্গ বসতি স্থাপনকারী এবং তাদের অনুগত স্থানীয়দের বিরুদ্ধে একটি উপনিবেশ-বিরোধী বিদ্রোহ শুরু করে।

সেই অভ্যুত্থান ছিল কয়েক দশক ধরে চলে আসা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বসতি স্থাপনকারীদের জন্য কেনিয়ার বাসিন্দাদের কাছ থেকে আরও বেশি জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া, সাদাদের খামারগুলিতে স্থানীয়দের কম মজুরি শ্রমে বাধ্য করার প্রতিক্রিয়া।

তো দ্বিতীয় এলিজাবেথের ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই, ১৯৫২-এর অক্টোবরে, ব্রিটিশরা কেনিয়ার সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য এক নৃশংস সামরিক অভিযান শুরু করে। এক লক্ষেরও বেশি কিকুয়ু, নেরু এবং এমবু উপজাতীয় কেনিয়ানকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন, মারধর এবং যৌন নির্যাতন করা হয়। কেনিয়ার মানবাধিকার কমিশনের মতে, ১৯৫২-১৯৬০ এ ব্রিটিশরা ৯০,০০০ কেনিয়ানকে হত্যা, পঙ্গু বা নির্যাতন করেছিল এবং ১৬০,০০০ জনকে ক্যাম্পে আটকে রেখেছিল।

### রক্তাক্ত রবিবার (Bloody Sunday)

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডেরিতে একটি মিছিল চলাকালীন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ভিড়ের উপর গুলি চালায়। এই ঘটনা ইতিহাসে ব্লাডি সানডে নামে পরিচিত। সেদিন ২৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়, যাদের মধ্যে ১৪ জন মারা যায়। ব্রিটিশ সৈন্যরা সেদিন ১০৮ রাউন্ড গোলাবারুদ নিক্ষেপ করেছিল।

১৯৭১ সালের আগস্টে ব্রিটিশ সরকার একটি আইন পাশ করেছিল, যার আওতায় সন্দেহভাজন আইরিশদেরকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় উত্তর আয়ারল্যান্ড সিভিল রাইটস অ্যাসোসিয়েশন উক্ত মার্চের আয়োজন করেছিল। আর সেখানেই নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ২৬ জনকে আহত করা হয়, যাদের মধ্যে ১৪ জন পরবর্তীতে মারা যায়।

### কেনিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনীর হোয়াইট ফসফরাস ব্যবহার

২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিকে যখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল 'হোয়াইট ফসফরাস' ব্যবহারের অভিযোগ তোলে, ঠিক সেসময় কেনিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনীর এই নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ব্যবহারের স্বীকারোক্তি সামনে আসে। যে কেমিক্যাল নিয়ে ন্যাটো থেকে শুরু

করে পশ্চিমা মিডিয়াতে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, সেই একই কেমিক্যাল ব্রিটিশরা ব্যবহার করার স্বীকারোক্তি এলেও তেমন কোনো রি-অ্যাকশনই দেখা যায় না। এই হলো কলোনিয়াল মিডিয়ার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

এমন ঘটনা আরও অনেক আছে। আর এগুলোর সবই কিন্তু ফিরিঙ্গিদের সাদা হাতি রাজ পরিবার আর 'নিরীহ' রাণী এলিজাবেথের সময়েই হয়েছে। কিন্তু কলোনিয়াল মিডিয়ার সিলেক্টিভ সাংবাদিকতায় সেসব বরাবরের মতোই সাধারণের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।

এভাবেই আগ্রাসী সাম্রাজ্যগুলো আমাদের ইতিহাসকে ভুলিয়ে রাখে, আর বর্তমানকে করে রাখে চোখের আড়াল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে আম্রিকান সাম্রাজ্য এভাবেই চলে এসেছে, এখনও চলছে। অল্পই পারছে সত্যকে খুঁজে ফিরে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে। আর সেই উপলব্ধিতে সাহায্য করতেই আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি ইনশাআল্লাহ।

লিখেছেন : সাদ মুনতাসির

---

## বিহারে আখড়ায় সমাবেশের পর হিন্দুত্ববাদীদের সহিংসতা : মুসলিমদের উদ্বেগ

বিহারের সিওয়ান জেলার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পুরানী বাজারে অবস্থিত মুসলিমদের দোকানপাটে আগুন দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী জনতা। গত ০৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মহাবীর আখড়ায় সমাবেশের পর উগ্র হিন্দু জনতা মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দিয়ে সহিংসতা শুরু করে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, শতাধিক সশস্ত্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দিচ্ছে এবং অশ্লীল গান বাজিয়ে মুসলিমদেরকে উসকানি দিচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা সহিংসতা শুরু করে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। বলা যায় হিন্দুদের গার্ড দিতে থাকে যেন মুসলিমরা কোন বাধা দিতে না পারে।

জনাব রিজওয়ান আহমেদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি এখনও বিহারের বারহারিয়ার পুরানী বাজারে অবস্থিত তার পোড়া মুদির দোকানে যেতে পারেন নি। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা তার দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে। জনাব আহমেদ বলেন, "এটাই ছিল আমাদের আয়ের একমাত্র উৎস।...আমরা সম্প্রতি প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা ধার নিয়ে দোকানে মালামাল তুলেছি এবং দোকানে নগদ কিছু টাকাও ছিল। আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।"

তিনি বলেন, "বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টার দিকে মহাবীর আখড়ায় সমাবেশের পর উগ্র হিন্দু জনতা মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দিয়ে আমাদের দোকানে হামলা শুরু করে। তারা অনেক বেশি হওয়ায় আমরা কিছু করতে পারেনি। এক পর্যায়ে আগ্রাসী হিন্দু জনতা আমাদের দোকান পুড়িয়ে দিতে শুরু করে।"

হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন হিন্দুদের হামলা থেকে আমাদের দোকানগুলোকে রক্ষা করেনি। এমনকি রক্ষা করার চেষ্টাও করেনি। তারাই আবার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছে। যেন মুসলিমরা কোন প্রতিবাদ করতে না পারে।

জনাব রিজওয়ান আহমেদ আরো বলেন, "আমাদের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারির কারণে এখনও আমাদের পোড়া দোকানগুলোতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।" হামলাকারী হিন্দুদের আটক না করে স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ উল্টো মুসলমানদেরকে গ্রেপ্তার করছে। আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকেও আটক করবে।

সিওয়ান পুলিশ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে প্রথম তথ্য রিপোর্ট দায়ের করেছে, যার মধ্যে ২৫ জনই মুসলমান এবং ১০ জন হিন্দু এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে তারা।

স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে সন্ধ্যার নামাজের জন্য জড়ো হওয়া মুসলিম মুসল্লিদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, যার মধ্যে একজন আট বছর বয়সী ছেলে এবং তার ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ দাদাও রয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ৭০বছর বয়সী মোহাম্মদ ইয়াসিন এবং তার আট বছর বয়সী নাতি রিজওয়ান কোরেশিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের পরিবার জানিয়েছে যে, উভয়ই নির্দোষ। এ ঘটনার সাথে তাদের কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। মোহাম্মদ ইয়াসিন সম্প্রতি দুটি (অস্ত্রোপচার) অপারেশন করেছেন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন। এমন বার্ধক্য জনিত অসুস্থ অবস্থায় ৬০ ঘন্টার অধিক সময় পাড় হওয়ার পরেও তাদেরকে কারাগারে আটকে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। পরিবার জানিয়েছে পুলিশ তাদের মুক্তির জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ দাবি করেছে।

বারহারিয়ায় বসবাসকারী আরেকজন বাসিন্দা মোহাম্মাদ আরমান। ২৩ বছর বয়সী এক মুসলিম যুবক। যার বাড়ি হিন্দু জনতা ভাংচুর করেছে। তিনি বলেন, "আক্রমনাত্মক হিন্দু জনতা গালাগালি ও চিৎকার করে আমার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং দরজায় আঘাত করে, তাদের লাঠি দিয়ে বৈদ্যুতিক মিটার ভেঙে দেয়। তারপর আমার বাইক ভাংচুর করে।"

মোহম্মদ আরমান আরও উল্লেখ করেছেন যে, কীভাবে হিন্দু জনতা একটি মুসলিম ছেলেকে পাথর দিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। এবং সে তার ফোনে তাদের মুসলিম বিদ্বেষী অপরাধ ভিডিও করছে বুঝতে পেরে তাকে গালিগালাজ করে।

বারহারিয়ার আরেক বাসিন্দা তৌসিফ বলেছেন, বৃহস্পতিবার হিন্দু জনতা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার রুটে তাদের সমাবেশ শুরু করে,মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দিয়ে উস্কানিমূলক গান বাজাতে থাকে।" তার বাড়িও ভাঙচুর করে উত্তেজিত হিন্দু জনতা।

"মুসলিমরা যখন মসজিদের ভিতরে আসরের নামাজ আদায় করছিল তখন তারা পুরানী বাজারের মসজিদ পার হচ্ছিল। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মসজিদে ঢোকার চেষ্টা করলে কিছু লোক বাধা দেয়। যার ফলে হিন্দুত্ববাদীরা উত্তেজিত হয়ে সহিংসতা শুরু করে।"

হামলার পর থেকেই মুসলিমরা আতঙ্কে আছেন। কারণ হিন্দুত্ববাদী পুলিশ হামলাকারী হিন্দুদের আটক না করে মুসলিমদেরকেই আটক করছে। এলাকা জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করে মুসলিমদের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে।

সব মিলিয়ে মুসলিমরা ভয়াবহ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছেন। পুরো ভারত জুড়েই হিন্দুত্ববাদীরা হত্যযজ্ঞ, রাহাজানির মাধ্যমে মুসলিমদের আতঙ্কে রেখেছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দুত্ববাদীদের মোক্ষম জবাব দেওয়া ব্যতীত এই আতঙ্ক থেকে মুক্তির কোন বিকল্প পথ দেখছেন না ইসলামিক বিশ্লেষকগণ।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

---------

1. Bihar: Muslims feel anxious after violence during Mahavir Akhara rally - https://tinyurl.com/mr3m6j5j

---

## প্রখ্যাত শায়খ ড. নাসের আল-ওমরকে ৩০ বছরের কারাদন্ড দিলো সৌদি শাসকগোষ্ঠী

সৌদি আরবের প্রখ্যাত শায়খ ড. নাসের আল-ওমরকে ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে সৌদি শাসকগোষ্ঠী। তিনি একাধারে একজন দ্বায়ী ও সুনামধন্য শরিয়াহ শিক্ষক। সৌদি আরবের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় 'ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের' শরিয়াহ শিক্ষক ছিলেন তিনি।

শায়খ নাসের আল-ওমর সৌদি আরবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতেন। সেই সাথে সৌদি আরবে ক্রুসেডার আমেরিকান সেনাবাহিনী উপস্থিতির বিরুদ্ধেও সরব ছিলেন তিনি। ১৯৯০ সালে আরবের ভূমিতে আমেরিকান সেনা আগমনের বিষয়টি আরব ভূমির জন্য সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করতেন তিনি। একইভাবে ইরাকে আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ফতওয়াদানকারী প্রখ্যাত ২৬ আলেমদের মধ্যে তিনি একজন।

এসব কারণে গত ২০১৮ সালে সম্মানিত এই আলেমকে গ্রেফতার করে দালাল সৌদি প্রশাসন। এরপর বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত এ আলেমকে ১০ বছরের কারাদন্ড দিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কথা বলার পথ বন্ধ করে দেয় তারা। তবে ১০ বছরের কারাদন্ড সৌদি শাসকগোষ্ঠীর মনপুত না হওয়ায় আরও ২০ বছর বাড়িয়ে ৩০ বছর করলো দালাল শাসকগোষ্ঠী।

উল্লেখ যে, বর্তমানে সৌদি আরবে যারাই ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে কথা বলে বা সৌদির জালেম প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমানের দ্বীন বিধ্বংসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন, তাদেরকেই কারাগারে নিক্ষেপ করছে ইহুদি মায়ের সন্তান মুহাম্মদ বিন সালমান। আর যারাই মুহাম্মদ বিন সালমানের পক্ষে কথা বলছে এবং তার কুকর্মের পক্ষে সাফাই গাইছে, সেইসব আলেম নামধারী দালালদেরকে মুহাম্মদ বিন সালমান উচ্চ পদমর্যাদার আসনে সমাসীন করছে। পবিত্র হজের খুৎবা দিতে কিংবা কাবার ঈমাম হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. The Saudi Specialised Criminal Court have increased the prison sentence of Sheikh Dr. Nasser al-Omar from 10 to 30 years - https://tinyurl.com/38dnuknv

---

## মুজাহিদদের হামলায় ২৩ এরও বেশি গাদ্দার সোমালি সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ায় পরপর ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এতে দুই ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে, মধ্য সোমালিয়ার হিরান এবং দক্ষিণাঞ্চলিয় জুবা রাজ্যে পরপর দুটি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

যার প্রথমটি জুবা রাজ্যের বালদাউইন শহরে চালানো হয়েছে। যেখানে গাদ্দার সামরিক অফিসারদের বহনকারী একটি কনভয় টার্গেট করে বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা হামলা চালানো হয়েছে। এতে ১ অফিসার সহ আরও ৪ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। সেই সাথে কনভয়ে থাকা একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে গেছে।

এদিন মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালান জুবা রাজ্যের বিমানবন্দরের কাছে একটি সামরিক ব্যারাক লক্ষ্য করে। এতে সামরিক ব্যারাকে থাকা ১ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে গত ১০ সেপ্টেম্বর দুপুরে, মধ্য সোমালিয়ার বালদাউইন শহরে পরপর দুটি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে "ইন্দপুর" নামক ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার এক বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ অফিসার সহ গাদ্দার বাহিনীর আরও ১৪ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

---

# ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

## কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ চাপানোর চেষ্টা আরও জোরদার হিন্দুত্ববাদী সরকারের

দখলকৃত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মু ও কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ চাপানোর চেষ্টা আরও জোরদার করলো হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন সরকার। জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিম পরিচয় মুছে ফেলতে এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং অন্যান্য উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলির হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে এখন জোরদার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

এরই প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসী মোদী সরকারের মদদে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি শহরে জোরপূর্বক মুসলিম ওয়াকফ জমি দখল করেছে হিন্দুত্ববাদী আরএসএস ও বজরং দলের গুন্ডারা। এমনকি শহরের একটি ঐতিহাসিক মসজিদের পুনর্নির্মাণের কাজও বন্ধ করে দিয়েছে তারা। একই সঙ্গে সাম্বা জেলার একটি মসজিদের জমি জোরপূর্বক দখল করে সেখানে হিন্দু মন্দিরও নির্মাণ করেছে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল।

হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যাতে বিক্ষোভ না করতে পারে, সেজন্য ইতোমধ্যেই রাজৌরি শহরে কারফিউ জারি করেছে দখলদার কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় বাসিন্দারা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পুলিশের গাড়িগুলো সারাদিন শহরে টহল দিচ্ছে এবং লোকজনকে বাড়ি থেকে বের না হতে নির্দেশ দিচ্ছে। তারা আরও জানিয়েছেন যে, শহরে যানবাহন চলাচলও সীমিত করে দিয়েছে দখলদার কর্তৃপক্ষ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা বলছেন যে, সন্ত্রাসী মোদী সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর।

তবে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ এবং উলামাগণ বলছেন যে, জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের সাথে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর এই যুদ্ধে শেষমেশ হিন্দুত্ববাদীরাই পরাজয় বরণ করবে এবং নিজেদের সামনেই তারা সমগ্র ভারতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবে।

**তথ্যসূত্র :**

---------

1. Modi regime intensifies attempts to impose Hindutva ideology in IIOJK - https://tinyurl.com/2kwphbud

---

## বাড়িতে কুরআন শিক্ষা : উইঘুর বাবা-ছেলের কারাদণ্ড

নিজ বাড়িতে সন্তানকে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা প্রদান করার অভিযোগে পূর্ব তুর্কিস্তানে এক উইঘুর ইমাম ও তার ছেলে গত চার বছর ধরে কারাবন্দী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উইঘুর মুসলিম জানিয়েছেন, পূর্ব তুর্কিস্তানের হোতান বিভাগের কেরিয়ে জেলার লেঙ্গার গ্রামের ৫০ বছর বয়সী উইঘুর ইমাম মেমেত মূসা এবং তাঁর ২০ বছর বয়সী ছেলে ওসমান মেমেতকে ২০১৮ সালে কারাগারে পাঠায় দখলদার চীনা প্রশাসন। তাদের অভিযোগ ছিল যে, মূসা তাঁর ছেলে ওসমানকে ঘরে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সূত্র মারফত আরও জানা যায় যে, মূসা একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। দখলদার চীনা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সীমা মেনে চলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম। কেউ যদি মূসাকে কুরআন শেখাতে আবেদন করতো, মূসা অত্যন্ত বিনীতভাবে সবাইকে না করে দিতেন।

কিন্তু মূসা তাঁর পুত্র ওসমানকে ঘরেই কুরআন এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দিচ্ছিলেন। একজন পিতা হিসেবে মূসা তাঁর দায়িত্ব পালন করছিলেন বলে জানান সেই উইঘুর ব্যক্তি।

কেরিয়ে জেলার চীনা সরকারী কর্মকর্তারা মেমেত মূসা ও তার ছেলের কারাবাস সম্পর্কে রেডিও ফ্রি এশিয়ার (আরএফএর) প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলেও লেঙ্গার গ্রামের পুলিশ কর্মকর্তারা আরএফএ-কে উক্ত তথ্য নিশ্চিত করেছে।

লেঙ্গার গ্রামের এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, "আমি তাঁর (মূসার) মামলার কথা শুনেছি।" গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের একজন ছিলেন মূসা। তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে একসাথে সাজা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঐ পুলিশ কর্মকর্তা।

অপর এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, গ্রামের মসজিদে ইমাম হিসেবে কাজ করতেন তিন সন্তানের জনক মূসা। পরে তাঁকে দশ বছরের কারাদণ্ড এবং তাঁর ছেলেকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেয় চীনা কর্তৃপক্ষ। তিনি আরও জানান, মূসা ও মেমেত দুজনেই এখন কেরিয়ের একটি কারাগারে বন্দী আছেন।

এদিকে, ফাঁস হওয়া চীনা সরকারী নথিপত্র এবং কথিত "পুনঃ শিক্ষাকেন্দ্রের" প্রাক্তন বন্দীদের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিগত পাঁচ বছরে দখলদার চীনা কর্তৃপক্ষ পূর্ব তুর্কীস্তানে বিপুল সংখ্যক উইঘুর এবং অন্যান্য তুর্কী সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে পরিবার-ভিত্তিক ইসলাম শিক্ষায় অংশ নেওয়ার "অপরাধে" গ্রেপ্তার করেছে।

গত ২৪শে মে প্রকাশিত ওয়াশিংটন ভিত্তিক ভিকটিমস অফ কমিউনিজম মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের "শিনজিয়াং পুলিশ ফাইলসের" নথি অনুসারে, বাবা-মা ও দাদা-দাদির কাছ থেকে ইসলাম শিক্ষা গ্রহণের জন্য তরুণ উইঘুরদেরকে বন্দী করছে দখলদার চীনা কর্তৃপক্ষ।

নির্বাসনে থাকা এক উইঘুর মুসলিম জানান, ২০১৭ সাল থেকে কমিউনিস্ট চীন সরকার পূর্ব তুর্কীস্তান জুড়ে পরিবার-ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণকে "অপরাধ" হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

২০১৭ সাল থেকে দখলদার চীনা কর্তৃপক্ষ উইঘুর এবং অন্যান্য তুর্কি মুসলিমদের কথিত উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের অজুহাতে নির্বিচারে আটক ও বন্দী করতে শুরু করে। আর সেখানে কথিত পুনঃ শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করে জোরপূর্বক তাদের চীনা সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এছাড়াও সেসব কেন্দ্রে উইঘুর মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক শ্রম, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, জোরপূর্বক গর্ভপাতের মতো ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন করার অভিযোগও আছে চীনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। দখলদার কর্তৃপক্ষ উইঘুর ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে নির্মূল করার জন্যই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি করেছে উইঘুর মুসলিমরা।

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো প্রায় ২ কোটি উইঘুর তাদের মুসলিম পরিচয় হারিয়ে ফেলবে। তাই তাঁরা মনে করেন, মুসলিমদের উচিত অতিসত্বর উইঘুরদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং দখলদার চীন থেকে পূর্ব তুর্কিস্তানকে মুক্ত করা।

**তথ্যসূত্র :**

---------

1. Uyghur imam sentenced for providing religious instruction to son in Xinjiang - https://tinyurl.com/45p2vyvf

---

## ইমামকে গুলি করে হত্যার এবং মসজিদ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইউপি-তে

ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলিতে নগরীর জামে মসজিদ বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার এবং ইমাম খুরশিদ আলমকে গুলি করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গত ০৭ সেপ্টেম্বর (বুধবার) সকালে মসজিদ সংলগ্ন দেয়ালে লাগানো হাতে লেখা হুমকি-পোস্টারের ঘটনায় মুসল্লিদের মাঝে এবং ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি হুমকির চিঠির এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। হুমকির চিঠিতে বলা হয় যে, কোনো জুম্মা বারে মসজিদে বোমা রাখা হবে। এবং ইমাম খুরশিদ আলমকে গুলি খুন করা হবে।

মসজিদটির ইমাম খুরশীদ আলম বলেন, কারো সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই, কোনো বিরোধ নেই, তা সত্ত্বেও এ ধরনের পোস্টার লাগিয়ে পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, শহরের পরিবেশ নষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এই অপকর্ম করা হয়েছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে মুসলিম নিধন করে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার করার জন্য আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। তারা মুসলিমদের উপর তুচ্ছ কারণে হামলা চালাচ্ছে। আর মুসলিম নিধনের আগে কোন একটি এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে এধরনের কাজ করে থাকে হিন্দুত্ববাদীরা।

কয়েদিন আগে আরএসএস এর প্রাক্তন এক সদস্য জানিয়েছে, তার সংগঠন ভারতে বিভিন্ন মসজিদে হামলা করার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়, বোমা বানায়। তাই এ হুমকি হিন্দুত্ববাদী আরএসএস সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে হওয়ার কথাই জানিয়েছেন স্থানীয় মুসলিমগণ।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১. উত্তর প্রদেশে বোমা মেরে মসজিদ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি - https://tinyurl.com/2s3jn6jb

## কে আসলে তাবেদার - আওয়ামীলীগ, বিএনপি নাকি গোটা সিস্টেম?

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ একে-অপরের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির সাথে আঁতাতের অভিযোগ আনে। বাস্তবতা হলো, দুটি দলই নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে তাদের বিদেশি প্রভুদের সাহায্য কামনা করে থাকে।

বর্তমান আওয়ামী সরকার যে তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বিদেশি শক্তির দ্বারস্থ হচ্ছে সেই বিষয়ে সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যই অনেক বড় দলিল। সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেছে, "আমি ভারতে গিয়ে বলেছি, শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। শেখ হাসিনা আমাদের আদর্শ। তাকে টিকিয়ে রাখতে পারলে আমাদের দেশ উন্নয়নের দিকে যাবে এবং সত্যিকারের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক একটা দেশ হবে| শেখ হাসিনার সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, আমি ভারতবর্ষের সরকারকে সেটা করতে অনুরোধ করেছি।"

সরকারের এমন বিদেশি শক্তির দ্বারস্থ হওয়া একটা দেশের পরাধীনতাকেই নির্দেশ করে। হাসিনা সরকারের এমন কাজের ব্যাপারে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছে, জনবিচ্ছিন্ন সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে জনগণকে বাদ দিয়ে বিদেশি শক্তির দ্বারস্থ হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিল, হাসিনা সরকারকে টিকিয়ে রাখতে তিনি ভারতের সহযোগিতা চেয়েছেন| ভারত সফররত প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় টিকে থাকতে ভারতের সহযোগিতা চাচ্ছেন কি না, জাতি তা জানতে চায়। "আগের মতোই 'হাটে হাঁড়ি ভেঙে' দিতে পারেন, সেই আশঙ্কায় কি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাদ দিয়েই প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে উড়াল দিলেন?" – এমন প্রশ্নও রাখে সে।

তবে আওয়ামী সরকারের বিদেশি সাহায্য কামনার সমালোচনা করলেও, বিএনপি নিজেও ক্ষমতায় যেতে বিভিন্ন সময় বিদেশি শক্তির দ্বারস্থ হয়েছে, হচ্ছে । বিগত '১৮ সালের নির্বাচনের আগে তখনকার নির্বাচন এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে দিল্লী গিয়েছিল বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল।

'১৮ এর নির্বাচনের আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্পষ্টভাবে বলেছিল, "বিজেপি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল। আরএসএসও সেখানে আছে। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।"

আসলে আওয়ামী সরকার যেভাবে ভারত তোষণের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, তেমনি বিএনপিও চায় ভারতের অনুগ্রহে ক্ষমতায় যেতে। এই দুই ক্ষমতালোভী দল আসলে নিজেদের স্বার্থে বিদেশিদের কাছে দেশ বিক্রি করে দিতে কার্পণ্য করে না। ক্ষমতার সামনে এদের কাছে সবই তুচ্ছ। এক্ষেত্রে দুটি দলের একই নীতি। এজন্যই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, নৌকা আর ধানের শীষ, দুই সাপের একই বিষ।

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মুসলিমদেরকে তাই পশ্চিমাদের চাপানো গোটা এই গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থাকেই পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। কারণ পশ্চিমাদের লাগানো গোলামির গাছে পশ্চিমাদের গোলামির ফল-ই ধরবে। চায় সেটা

আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি বা অন্য কোন 'তৃতীয় শক্তি' নাম ধারণ করেই আসুক না কেন; মানব-গোলামির এই বিষবৃক্ষ সমুলে উপরে ফেলতে হবে।

ইহজাগতিক ও পরজাগতিক কল্যাণ লাভ করতে হলে তাই মুসলিমদেরকে অবশ্যই আল্লাহ মনোনীত জীবনব্যাবস্থা ইসলামেই ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় শুধু নাম পরিবর্তন করে গোলামির এই ধারা চলতেই থাকবে- এমনটাই মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

লিখেছেন : সাইফুল ইসলাম

তথ্যসূত্র :

---------

১। বিএনপি শরীয়াহ আইনে বিশ্বাস করে না: মির্জা ফখরুল - https://www.ittefaq.com.bd/14566/
২। এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে ভারতকে অনুরোধ করেছি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী - https://www.manobkantha.com.bd/national/442108/

৩। 'ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিদেশি শক্তির দ্বারস্থ হচ্ছে সরকার' - https://www.dhakapost.com/country/140162

---

## নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না, ভবিষ্যতেও মামলা করা যাবে না - ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

মহানবী হজরত মোহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য ইস্যুতে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সাবেক নেত্রী নূপুর শর্মাকে গ্রেফতার করার আবেদন উঠতেই পত্রপাঠ মামলা খারিজ করে দিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। আবেদন শুনতেই চাইল না হিন্দুত্ববাদী দেশটির শীর্ষ আদালত।

সর্বোচ্চ আদালত শুক্রবার জানিয়ে দেয়, কোনো নির্দেশ দেয়ার আগে আদালতকে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হয়। আমাদের পরামর্শ হলো, এই আবেদন খারিজ করা। এমনটাই জানিয়েছেন, প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিত।

সংবাদসংস্থা বার অ্যান্ড বেঞ্চ জানিয়েছে, এর পর আবেদন প্রত্যাহার করে নেন মামলাকারী। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে নূপুর শর্মাকে গ্রেফতারের দাবি জানান।

গত জুলাই মাসে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে কোনোরকম কঠোর পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গায় মামলায় দায়ের হয়েছিল নূপুরের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিজেপির সাবেক নেত্রীর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ না নেয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালত এও জানায়, নূপুরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না। করলেও তাতে কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টকে কেন্দ্র করে তুচ্ছ অযুহাতে অসংখ্য মুসলিমকে সাংবাদিক ও লেখককে গ্রেফতার করে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। অথচ নবী (ﷺ)-কে অবমাননা করার পরও নূপুর শর্মারা নিরাপদে রয়েছে; বরং তাদের নিরাপত্তা আরও জরদার করা হয়েছে। এমনকি তার বিরুদ্ধে পুনরায় গ্রেফতার ও অভিযোগ করার বিষয়েও নিষেধ করে দিয়েছে ভারতীয় আদালত।

এই হচ্ছে উগ হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রহসনের গণতান্ত্রিক আইন ব্যবস্থা; আর এর উপরেই ভরসা করার সবক দেয় একদল নাদান মুসলিম! বর্তমান ভারতের উত্তপ্ত পরিস্থিতিও এই নাদানদের দিবানিদ্রা ভাঙাতে পারেনি বলে আফসোস প্রকাশ করেছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

এ অবস্থায় তাই প্রাণপ্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননার শাস্তি মুসলিমদের নিজেদেরকেই আদায় করে নেয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন আলেম-উলামার।

তথ্যসূত্র:

--------

১। নূপুর শর্মাকে গ্রেফতারের আবেদন শুনলই না ভারতের সুপ্রিম কোর্ট - https://tinyurl.com/2jajsjhr

---

## ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### দশজন রোহিঙ্গা যুবককে গ্রেফতার করলো মিয়ানমার জান্তা বাহিনী

ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে রাখাইনে অবস্থানরত রোহিঙ্গা মুসলিমদের জীবন। বর্তমানে মিয়ানমারে বৌদ্ধ বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সাথে সামরিক জান্তা বাহিনীর সংঘাত বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জীবন এখন সামরিক জান্তা ও আরাকান আর্মির যুদ্ধের মাঝে চরম হুমকিতে পড়েছে।

অন্যদিকে, মিয়ানমার জান্তা বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বিধিনিষেধ আগের থেকে আরও বেশি কঠোর করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের শিবির ও এলাকাগুলো থেকে বের হওয়া একদম নিষিদ্ধ করে রেখেছে জান্তা বাহিনী। ফলে যারাই কোন কারণে এলাকা থেকে বের হচ্ছেন, তাদেরকেই গ্রেফতার এমনকি খুন করছে জান্তা বাহিনী। এখন পর্যন্ত অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে মিয়ানমার জান্তা বাহিনী।

গত ৬ সেপ্টেম্বরও নিজেদের শিবির থেকে বের হবার কারণে ১০ জন রোহিঙ্গা কিশোরকে গ্রেফতার করেছিল মিয়ানমার বাহিনী।

অনেকেই গবেষক বলছেন যে, জান্তা বাহিনী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলা থেকে বাঁচতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এজন্যই রোহিঙ্গাদের এলাকা ত্যাগে কঠোরতা আরোপ করছে মিয়ানমার।

তবে বরাবরের মতোই মুসলিমদের ক্ষেত্রে কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় নিরব থাকছে। এবং কেউই রোহিঙ্গাদের জীবন বাঁচতে এগিয়ে আসবে না। এজন্য রোহিঙ্গা মুসলিমদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মুসলিমদেরকেই নিতে হবে বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ। তবে সেটি অবশ্যই কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র:**

-------

**1.** 10 Rohingya teenagers were arrested by a joint team with the Burmese military near of Kyet Kwa in Magway Region Min Don Township on September 6.

- https://tinyurl.com/ymy7x6ye

---

## 'জিরো কোভিড পলিসি' : উইঘুরদের গণহত্যায় চীনের এক নতুন নীতি

সম্প্রতি চীনের কমিউনিস্ট সরকার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য 'জিরো কোভিড পলিসি' গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই নীতিটি যতটা না তারা করোনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে, তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করছে উইঘুরদের বিরুদ্ধে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া অসংখ্য ভিডিও থেকে জানা গেছে যে, চীনের কমিউনিস্ট সরকার দখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তানে কড়া লকডাউন শুধুমাত্র উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। এতে করে চরম বিপদে পড়েছে নিরীহ উইঘুর মুসলিমরা। কড়া লকডাউনের কারণে উইঘুররা তাঁদের প্রয়োজনমাফিক বাজার পর্যন্ত করতে পারছেন না। যার কারণে এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তারা।

অন্যদিকে পূর্ব তুর্কিস্তানে অবৈধভাবে অবস্থানরত হান চাইনিজদের প্রতি চীন সরকার ঠিকই নমনীয় আচরণ প্রদর্শন করছে। এই কড়া লকডাউনেও তাদের ঘরে ঘরে ঠিকই প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে এবং এমনকি তাদের বাইরে যাবারও অনুমতি দিচ্ছে।

অথচ হান চাইনিজদের পাশেই অবস্থানরত উইঘুর মুসলিমদের উপর তারা কড়া লকডাউন নীতি আরোপ করছে। না তারা উইঘুরদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে আর না তাদের ঘরের বাইরে বের হতে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় হাজার হাজার উইঘুর শিশু অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা এখন মৃতপ্রায়। ইতোমধ্যেই বেশ কিছু উইঘুর মুসলিম অনাহারের কারণে মারাও গিয়েছে।

চীনের এমন নিষ্ঠুর আর দ্বিমুখী আচরণের কারণে খুব অল্পসংখ্যক উইঘুর মুসলিম রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। যদিও তাদের এই প্রতিবাদ মিছিল খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না বলেই ধারণা করছেন মুসলিম বিশেষজ্ঞরা। তবে এরই মধ্যে এই অল্পসংখ্যক উইঘুরদের প্রতিবাদের সব ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে নিচ্ছে চীনের প্রশাসন।

উইঘুরদের এমন অবস্থায় বিশ্লেষকরা বলছেন, 'জিরো কোভিড নীতি' আসলে চীন সরকারের উইঘুর মুসলিমদের গণহত্যা করার পরিকল্পনারই একটি অংশ। মূলত নিজেদের অপরাধকে বৈধ করতেই এই নীতিটি এখন ব্যবহার করছে তারা। তাই উম্মাহের করণীয় হল চীন সরকারের এই বর্বর রূপ সকলের সামনে, বিশেষ করে মুসলিমদের সামনে উন্মোচন করে দেওয়া; মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। এবং আন্তর্জাতিকভাবে চীনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফিকির করা।

**তথ্যসূত্রঃ**

---------

**1.** StolenUyghurKids are in a Chinese boarding school in Kashgar… - https://tinyurl.com/mu9tn7f8

**2.** Video: An Uyghur kid detention center in Uyghur homeland… - https://tinyurl.com/fy6rb9ek

**3.** Video: In some places of the #Uyghur homeland, Hans' homes were not locked down &… - https://tinyurl.com/v8af4jbf

**4.** Uyghur man dies due to starvation because of China's 'Genocide through starvation' policy… - https://tinyurl.com/2m3y7h3s

5. Video: #UyghurTears—This Uyghur kid is asking to go outside... - https://tinyurl.com/2y6cbpdh

6. Uyghur kids who are dying of starvation due to CCP rulers' "lockdown"... - https://tinyurl.com/52h3t9u2

---

## ব্রিটিশ রানীর মৃত্যুতে বাংলাদেশে শোক পালন : 'ব্রিটিশ রাজ'এর প্রতি আনুগত্য?

উপমহাদেশের মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠনকারী ক্রুসেডার ব্রিটিশ রানীর মৃত্যুতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ব্রিটিশদের এদেশীয় গোলাম সরকার।

শুক্রবার থেকে রবিবার ৩ দিন (৯, ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন করবে বাংলাদেশ- এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনে ক্রুসেডার ব্রিটিশ রানীকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছে দালাল সরকার।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, এ উপলক্ষে শুক্রবার থেকে রোববার পর্যন্ত বাংলাদেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং রানীর আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

এশিয়া ও আফ্রিকায় কোটি কোটি মানুষের হত্যাকারী এই ব্রিটিশরা। খোদ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ২০০ বছর জুলুম আর শোষণ করে ব্রিটিশ সন্ত্রাসীরা। উপমহাদেশের মানুষকে হত্যা, নির্যাতন, অঢেল সম্পদ লুটসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ভরা এই ব্রিটিশদের ইতিহাস।

যুগ যুগ ধরে শোষিত আফ্রিকার হতভাগা মানুষগুলো। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের যাঁতাকলে এখনো যারা দরিদ্র দেশের তালিকায়। কথিত উন্নত বিশ্বসভ্যতার এই সময়েও খাবারের অভাবে না খেয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য আফ্রিকান শিশু। এসবের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী এই ব্রিটিশ সন্ত্রাসীরা।

উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশদের আগ্রাসন রুখতে অসংখ্য আলেম, মুজাহিদ ও সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরেছিল। বহু আন্দোলন সংগ্রামের পর উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশরা বিদায় নেয়। তবে যাবার সময় নিজেদের অনুগত কিছু গোলাম সৃষ্টি করে যায়। যারা সবসময় বৃটিশদের সুখে খুশি ও ব্রিটিশদের দুঃখে মায়াকান্না করতে দেখা যায়। 'ব্রিটিশ রাজ'এর প্রতি এখনো তাদের আনুগত্যে কোন কমতি দেখা যাচ্ছে না। ব্রিটিশরা যাওয়ার আগে উপমহাদেশের সিংহভাগের নিয়ন্ত্রণ যাদের কাছে দিয়ে গেছে, সেই হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রতিও তাদের 'আনুগত্য' অকৃত্রিম।

গত বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ রানির মৃত্যুতে তাই এ দেশীয় ব্রিটিশ-পশ্চিমা অনুগতরা ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা শুরু করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশি মিডিয়া নামধারী ব্রিটিশ-পশ্চিমাদের একনিষ্ঠ গোলাম হলুদ মিডিয়ার মায়াকান্নার কোন শেষ নেই রানীর মৃত্যুতে। গোলামীর পরিচয় দিতে অনেকে নিজেদের চ্যানেলের কভার পিকচার হিসেবে যুক্ত করেছে ক্রুসেডার রানির ছবিও।

গোলাম শাসকশ্রেণি উপমহাদেশের মানুষের ত্যাগ ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে ব্রিটিশ মনিবদের রেখে যাওয়া আদর্শ আর আইনের উপর অটল রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

ব্রিটিশ-পরবর্তী পাকিস্তান আমল আর বর্তমান বাংলাদেশ সর্বদাই এসব শাসকশ্রেণি তাদের লাল চামড়ার ব্রিটিশ-পশ্চিমা মনিবদের গোলামীতেই অটল-অবিচল থেকেছে। তাদের রচিত আইন বলবৎ রেখেছে বাংলাদেশে সংবিধানে।

অথচ ইসলামের আদর্শ আর শরিয়াতের আইনের প্রসঙ্গ আসলেই একদল দালাল বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ইসলামি আদর্শের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু তারা তাদের ব্রিটিশ মনিবদের আদর্শের বিপক্ষে বাঙ্গালি সংস্কৃতির কথা বলে না। ব্রিটিশদের রচিত আইনের বিপক্ষে বলে না। কথা বলেনা ঔপনিবেশিক দস্যু রানীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের বিপক্ষে।

যে সকল দালালরা নিজেরা ব্রিটিশদের গোলামীর শিকল গলায় লাগিয়েছে। অন্যদের গলায়ও গোলামীর শিকল বয়ে নিতে চাচ্ছে। তাই এসব ব্রিটিশ-পশ্চিমা দালালদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সচেতন করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন বিশ্লেষকগণ।

লিখেছেন : মুহাম্মদ শরিফ

তথ্যসূত্র :

১। রোববার পর্যন্ত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক - https://tinyurl.com/yeyn73ut

---

## মুসলিম অধ্যাপকের এফআইআর বাতিলে অস্বীকৃতি : অপরাধ কাশ্মীরের বাস্তব চিত্র উন্মোচন করা

কাশ্মীরের হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্ট সম্প্রতি একটি সরকারি কলেজে কর্মরত সহকারী অধ্যাপক আব্দুল বারি নায়েকের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জনাব নায়েকের উপর দখলদার সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করার অভিযোগ আছে।

হিন্দুত্ববাদী আদালত উল্লেখ করেছে, তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী অধ্যাপক নায়েক কাশ্মীরকে স্বাধীন করতে সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করেছেন। এবং দখলদার পুলিশ ও কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধেও মুসলিমদের রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আদালত অধ্যাপক নায়েকের ভিডিও ক্লিপগুলি পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখ করেছে যে প্রাথমিকভাবে তিনি কাশ্মীরে বসবাসকারী মানুষ এবং দেশের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে শত্রুতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

মামলার তদন্তের সময় পুলিশের জব্দ করা ভিডিও ক্লিপগুলোতে দেখে গিয়েছে, জনাব নায়েক দর্শকদের বার্তা দিচ্ছেন যে, দেশের অন্যান্য স্থানে কাশ্মীরি মুসলিম শিক্ষার্থীদের হত্যা ও নির্মমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। একটি ভিডিও ক্লিপে জনাব নায়েক দখলদার নিরাপত্তা বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর কর্তৃক কাশ্মীরের শিশুদের নির্যাতিত হওয়ার বিষয়ে বলেছেন। অপর একটি ভিডিও ক্লিপে তিনি দখলদার সেনাবাহিনী কর্তৃক মুসলিম জনগণের চলাচলে বাধা সৃষ্টি এবং শিশুদের স্কুলে যেতে বাধা দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। অন্য আরেকটি ভিডিও ক্লিপে জনাব নায়েককে দখলদার পুলিশি হেফাজতে থাকা একজন মুসলিমের মুক্তির ব্যপারে যুক্তি দিতে দেখা যায়, যাকে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী পাথর ছোঁড়া এবং কথিত সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে বন্দী করে।

যদিও জনাব নায়েক কাশ্মীরের স্বাধীনতা নিয়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করেননি, তিনি শুধু ভারতীয় বাহিনীর জুলুম-নির্যাতনের বাস্তব চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন, তবুও তার এতটুকু প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেনি হিন্দুত্ববাদীরা। তাঁকে জামিন পর্যন্ত দিচ্ছে না হিন্দুত্ববাদী আদালত।

অধ্যাপক নায়েকের উকিল বলেছেন যে, তিনি একজন বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি তাঁর ভিডিওগুলোতে কথা বলেন। তিনি যেই কাজ করেছেন সেটি কোনমতেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় পড়ে না।

৪১ বছর বয়সী নায়েককে গত বছরের ৭ই মার্চ গ্রেফতার করা হয়। নায়েকের পরিবার দাবি যে নায়েককে তাঁর জনচেতনতা মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা আরও বলেন, জনাব নায়েক হিন্দুত্ববাদী সরকারের দুর্নীতির পাশাপাশি কাশ্মীরের বিভিন্ন গ্রামে দখলদার ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুসলিমদের জমি দখলের বিষয়টি তাঁর ভিডিওতে প্রকাশ করেছেন।

উলামাগণ বলছেন, কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং সেখানে নিজেদের অপরাধকর্ম ঢাকতে হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন সরকার অনেকটা চীনের উইঘুর নির্যাতনের নীতি আর ইসরাইলের ফিলিস্তিন দখলের নীতি অনুসরণ করছে। তাই উম্মাহর উচিত কাশ্মীরের পক্ষে আওয়াজ তোলা এবং যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

তথ্যসূত্র:

---------

1. Court refuses to quash UAPA against professor, says he spoke against oppression in Kashmir - https://tinyurl.com/zpak638c

---

## ০৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### শামে রাশিয়ান বাহিনীর ভয়াবহ বিমান হামলা, নিহত ৭ আহত ১২ মুসলিম

সিরিয়ার ইদলিবে প্রদেশে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী রাশিয়া। হামলায় ৭ জন বেসামরিক মানুষ নিহত এবং অন্তত ১২ জন বেসামরিক মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল ৮ সেপ্টেম্বর ইদলিব প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে হামলাটি চালানো হয়। কয়েকদিন ধরেই ইদলিব প্রদেশের আশেপাশের এলাকায় মুহুর্মুহু হামলা চালিয়ে আসছিল সন্ত্রাসী ইরান-রাশিয়া-আসাদ জোট। এসব হামলায় অসংখ্য বেসামরিক মানুষ হতাহত ও বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। তবে গতকালের হামলাটি ছিল ভয়াবহতম।

এসব হামলায় সন্ত্রাসী জোট গণবিধ্বংসী ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করছে। এলাকাটিতে হামলার পর ৩টি ক্লাস্টার বোমা অবিস্ফোরিত অবস্থায় ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে। গণবিধ্বংসী এসব নিষিদ্ধ মারণাস্ত্র নিষিদ্ধ হলেও মুসলিমদের উপর পরীক্ষামূলক ব্যবহার করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মুসলিমরা আজ এমন অবস্থানে পৌঁছেছে যে, ক্রুসেডার ও রাফেজি সেনারা নিজেদের অস্ত্রের কার্যকারীতা ঠিক আছে কিনা- এটির পরীক্ষামূলক ব্যবহার করছে মুসলিমদের হত্যা করে।

এ অবস্থায় মুসলিমদের উদ্ধারে প্রতিরোধ সংগ্রাম জরদার করার পরমার্শ দিয়ে আসছেন হকপন্থী আলেম-উলামাগণ। তারা এটাও বলেছেন যে, শাম হচ্ছে প্রথিবির মাথা; আর উম্মাহ যেন শামকে ভুলে না যায়।

**তথ্যসূত্র:**

--------

**1.** 7 civilians killed and more than 12 injured in Idlib
- https://tinyurl.com/yf2r69jd

---

## আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || আগস্ট, ২০২২ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2022/09/09/59093/

---

## "আফগানিস্তানে মানব রচিত সংবিধানের প্রয়োজন নেই": ডেপুটি আইনমন্ত্রী

দেশ পরিচালনায় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কোনো সংবিধানের প্রয়োজন নেই। বললেন ইসলামি শরীয়াহ ভিত্তিক দেশটির আইন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে আফগানিস্তানের রাজনীতি ও দেশ পরিচালনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটিই উল্লেখ করেছেন ভারপ্রাপ্ত আইনমন্ত্রী আব্দুল কারীম হায়দার। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ফিকহে হানাফি দেশবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেন, "কুরআনুল কারীম, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ এবং ফিকহ হলো আমভাবে পৃথিবীর সব দেশের জন্য সংবিধান।"

তিনি আরো জানান, "প্রধানমন্ত্রী হাসান আখুন্দ এর নির্দেশে মন্ত্রণালয় সংবিধানের অনুরূপ শরীয়াহ মোতাবেক বিধিমালা তৈরি করার জন্য প্রস্তুত। এ বিষয়ে এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, "আমরা আমিরুল মু'মিনীন মুহতারামের নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি। কুরআন, সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং ফিকহে হানাফি অনুযায়ী বিধিমালা তৈরি করা হবে।"

উক্ত সম্মেলনে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা - এমন প্রশ্নের জবাবে আব্দুল কারীম বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এছাড়া পশ্চিমাদের বানোয়াট ভিত্তিহীন অভিযোগ কথিত 'নারী অধিকার' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ইসলামি ইমারত নারীদের শরীয়াহ এর হুকুম মোতাবেক সব রকমের অধিকার দিবে।"

---

## রোহিঙ্গাদের ওপর নতুন করে নির্যাতনের আশংকা

সম্প্রতি রাখাইনের মংডুতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নতুন করে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে চলমান সংঘাতের বাহানায় মিয়ানমার কৌশলে রোহিঙ্গাদের রাখাইন থেকে বিতাড়িত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রামের রোহিঙ্গাদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, এলাকাটিতে মিয়ানমারের ৯ হাজার সেনা সদস্য অবস্থান নিয়েছে। রোহিঙ্গা সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্য এলাকাগুলোতেও বিপুলসংখ্যক সেনা সদস্য মোতায়েন করা হচ্ছে। এরইমধ্যে গত আগস্ট মাসে থেকে মংডুতে রোহিঙ্গাদের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বুচিডংয়ে রোহিঙ্গারা রাস্তায় বের হলে সেনা ও বিজিপি সদস্যদের মারধরের শিকার হচ্ছে। জোর করে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মংডুতে বসবাসরত কয়েকজন রোহিঙ্গা মোবাইল ফোনে অভিযোগ করে বলেন, আরাকান আর্মির সঙ্গে যুদ্ধের বাহনা করে রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করতে চাইছে মিয়ানমার। সেনা সদস্যরা তাদের এলাকাগুলো একে একে ঘিরে ফেলছে। ফেরিসহ সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

মিয়ানমারের বৌদ্ধ সেনারা হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে হত্যা করেছে। নারীদের ধর্ষণ করেছে। প্রানে বাঁচতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে শরনার্থী হয়েছে। মিয়ানমারের সেনারা যুগ যুগ ধরে রোহিঙ্গাদের ওপর এমন নির্যাতন চালানোর পরও বিশ্ববাসীর কেউ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

ইসলামি চিন্তাবিদরা বলছেন, রোহিঙ্গারা মুসলিম হওয়ায় তাদের পক্ষে কেউ অবস্থান নেয়নি। ফলে তাদের ওপর যখন যেভাবে ইচ্ছা নির্যাতন চালিয়েছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এ অবস্থায় আরাকানের মুসলিমসহ নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে হলে মুসলিমদের নববী সন্নাতের অনুসরণ করে নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে হবে বলে জানিয়েছেন তারা।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. Fear of new Rohingya influx- - https://tinyurl.com/2p8hhzpn

---

## উত্তর বুরকিনা ফাঁসোতে আল-কায়েদার হামলা : হতাহত ২৮ এর বেশি শত্রুসৈন্য

উত্তর বুরকিনা ফাসোতে এক সপ্তাহে পরপর দুটি সফল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা (জেএনআইএম)। এতে অন্তত ২৮ এর বেশি সৈন্য নিহত এবং আরও এক ডজনেরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। হামলার এই ঘটনাগুলি দেশের মধ্য-উত্তর অঞ্চলের বাম প্রদেশের সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

দেশটির সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত ৩০ আগস্ট বাম প্রদেশের নামসিগুইয়া জেলার কাছে একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে। যখন সেনারা এসকর্ট মিশনে বের হয়েছিল। হামলাটি একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা চালানো হয়েছে। যাতে সৈন্যদের বহনকারী একটি গাড়ি লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে ঘটনাস্থলেই ১৫ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এরপর ঘটনাস্থলে যখন উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্য একটি সেনা ইউনিট একত্রিত হয়, তখন দ্বিতীয় একটি ডিভাইস দূর থেকে সক্রিয় করা হয়। যার ফলে অসংখ্য সেনা সদস্য হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তবে দ্বিতীয় বিস্ফোরণে কতজন হতাহত হয়েছে, তা সঠিকভাবে উল্লেখ করেনি দেশটির সামরিক বাহিনী।

কোনো গোষ্ঠী তখন হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) হামলাটি চালিয়ে থাকতে পারে। আর এই হামলার তদন্ত চলমান আছে।

ঐ সপ্তাহেই বাম প্রদেশের আরেকটি অতর্কিত হামলা চালায় সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। যাতে সেনাবাহিনীর ৪ সদস্য এবং আধাসামরিক বাহিনীর আরও ৯ সৈন্য নিহত হয়।

উল্লেখ্য যে, বুরকিনা ফাঁসোর সামরিক সরকার চলতি বছরের জানুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করে। যার মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রচ মার্ক ক্রিশ্চিয়ান কাবোরকে অপসারণ করে। ক্ষমতায় আসার পর সামরিক সরকার ঘোষণা করে যে, তারা দেশ থেকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সমূলে উৎখাত করবে। কিন্তু পরিস্থিতি বলছে ভিন্ন কথা। কেননা সেনাবাহিনী ক্ষমতা নেয়ার পর দেশে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আল-কায়েদা।

জুন মাসে পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক "ইকোওয়াস" সংস্থা এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, সরকার বুর্কিনা ফাঁসোর মাত্র ৬০ শতাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে। বাকি ৪০ শতাংশ অঞ্চল এখন জিহাদিদের (আল-কায়েদা যোদ্ধাদের) নিয়ন্ত্রণে। যেখানে তাঁরা একটি ছায়া সরকার গঠন করে অঞ্চলগুলি পরিচালনা করছেন।

## ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### সমাপ্তির পথে যুদ্ধবিরতি: টিটিপি'র হামলায় হতাহত ১৯, ব্যাপক যুদ্ধের দামামা

চলতি সপ্তাহে পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে শুরু হয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি ও দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি তীব্র লড়াই। যাতে প্রতিদিনই গাদ্দার পাকি-বাহিনীর ডজনখানেক সৈন্য হতাহত হচ্ছে। আর সংঘর্ষের এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান, খাইবার এজেন্সি, কুররাম এজেন্সি, বান্নু ও ওরাকজাই অঞ্চলে বেশ কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও টিটিপির মধ্যে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে।

এরমধ্যে প্রথম সংঘর্ষটি হয়েছিল উত্তর ওয়াজিরিস্তানে, যেখানে টিটিপি সক্রিয় অবস্থানে রয়েছে। জানা গেছে যে, গাদ্দার ইসলামাবাদ প্রশাসনিক বাহিনী উক্ত অঞ্চলে টিটিপি'র একটি সদর দফতরে অভিযান চালানোর চেষ্টা করছিলো। আর তখনই টিটিপি'র বীর যোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। এতে পাকিস্তানি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অন্তত ৫ সৈন্য নিহত এবং ১ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন।

দ্বিতীয় আক্রমণ সংগঠিত হয় ওরাকজাই অঞ্চলে। যেখানে ডাবরি থানায় মুজাহিদদের আস্তানা ও পথ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে গাদ্দার বাহিনী। এসময় সেনারা এলাকাটিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ হামলা করে বসেন। যাতে আগ্রাসি পাকি-বাহিনীর ডাবুরি থানার "এসএইচও" জন নিহত হয়। আর অন্যরা আহত অবস্থায় জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়।

এদিন বান্নু প্রদেশের লাক্কি মারওয়াত জেলার গুন্ডি চেকপোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে গাদ্দার পাকি সামরিক বাহিনীর ৪ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

এদিন রাতে খাইবার এজেন্সির সীমান্ত এলাকা ময়দানের 'সান্দানা' সামরিক পোস্টের কাছাকাছি অবস্থান নেন টিটিপি মুজাহিদিন। এসময় তাঁরা সীমান্ত বেড়া কেটে ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করলে হামলা চালায় পাকি সেনারা। ফলে টিটিপি'র মুজাহিদগণ পাকি-সেনাদের উপর গুলি চালান। যাতে অন্তত ১ সেনা অফিসার গুরুতর আহত হয়, এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। পরে মুজাহিদরা নিরাপদে পাক-সীমান্তে ঢুকতে সক্ষম হন।

একই রাতে খাইবার এজেন্সিতে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আসা গাদ্দার 'এফসি' সদস্যদের গাড়িতে বোমা হামলা চালান টিটিপি মুজাহিদিন। এতে শাহজাহান নামে ১ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ২ সেনা আহত হয়।

এমনিভাবে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদরা কুররাম এজেন্সির 'পাড়া চমকানি' এলাকায় অবস্থিত গাদ্দার পাকি-বাহিনীর একটি সেনা চেকপোস্ট উড়িয়ে দিয়েছেন।

এই অভিযানে টিটিপির প্রতিরোধ যোদ্ধারা মাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং হালকা অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ২ গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত এবং অন্য ৩ সেনা সদস্য আহত হয়।

উল্লেখ্য যে, দেশটির সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে টিটিপি এবং ইসলামাবাদ প্রশাসনের গাদ্দার সামরিক বাহিনীর মধ্যে টানটান সামরিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, এর ফলে খুব শীগ্রই যুদ্ধবিরতি পুরোপুরি ভেস্তে যেতে চলেছে।

মার্কিন সমর্থিত গাদ্দার ইসলামাবাদ প্রশাসন এবং টিটিপি গত মে মাসে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনী বারবার এই আলোচনাকালীন যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে। ফলে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই হামলার ঘটনা ঘটছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে এই আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আর চলতি মাসের শুরু থেকে টিটিপি'র মুজাহিদগণ দলে দলে আফগানিস্তানের সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে ঢুকছেন। তাই বিশ্লেষকরা মনে করেন, যুদ্ধবিরতি এখন প্রায় শেষ, শুধু উভয় বাহিনীর মাঝে একটি বিবৃতির মাধ্যমে অভিযান শুরু করা বাকি।

প্রতিবেদক : আলী হাসনাত

---

## ১৯ বছর বয়সী মুসলিম যুবক গুলিতে খুন : ইউপি'তে উগ্র হিন্দুদের বর্বরতা থামছে না

উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার পারৌলি গ্রামে ১৯ বছর বয়সী এক মুসলিম যুবক শাহরুখকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা গুলি করে খুন করেছে। মুসলিম যুবক শাহরুখ, মুজাফফরনগরের বাসিন্দা। গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে শ্রমিকের কাজ করে ফিরছিলেন।

শাহরুখের বাবা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েয়েছেন, উগ্র হিন্দু ধরমবীর ও ওমপাল তাকে গুলি করে খুন করেছে। পরিবারের অন্যান্য আরো জানিয়েছেন, শাহরুখ এবং তার বন্ধুকে উগ্র হিন্দুরা গুলি করার আগে এক দল হিন্দু জনতা তাদের চোর বলে গারি দিতে থাকে।

পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, আসলে চোর বলে মুসলিমকে খুন করার নাটক সাজিয়ে উগ্র হিন্দুরা। এটি একটি টার্গেটেড কিলিং।

শাহরুখের চাচাতো ভাই দিলশাদ বলেছেন, "আমার ভাই একজন শ্রমিক ছিলেন, যিনি লোহার রড বাঁধার কাজ করতেন। বুধবার রাতে মিরাগপুর গ্রাম থেকে ফিরছিলেন তিনি। পথে আগে থেকেই কিছু হিন্দু সন্ত্রাসী অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা শাহরুখ ও তার বন্ধুদের থামিয়ে চোর বলে গালিগালাজ করতে থাকে। পরে উগ্র হিন্দুদের মাঝখান থেকে ধরমবীর ও ওমপাল তাকে গুলি করে খুন করেছে।"

সারা ভারত জুড়ে এসব ঘটনার মাধ্যমেই মুসলিম-নিধন একটি বর্বর পর্যায়ে প্রবেশ করেছে; যা খুব দ্রুতই ব্যাপক গণহত্যার আকার ধারণ করতে যাচ্ছে বলে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরাও সতর্ক করেছেন। উপমহাদেশের মুসলিমদেরকেও তাই এই অনিবার্য সংঘাত মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বরাবরই বলে আসছেন ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. 19-year-old Muslim boy shot dead in UP - https://tinyurl.com/mkjffvcj

---

## ইহুদি বর্বরতা || এক আগস্ট মাসেই ৪৭৫ ফিলিস্তিনি মুসলিম গ্রেফতার

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে রাত মানেই যেনো আতঙ্ক। সূর্য ডোবার পরপরই তল্লাশীর নামে অভিযান শুরু করে বর্বর ইসরাইলি বাহিনী। এরপর চলে গণগ্রেফতার। তাদের আগ্রাসন থেকে বাদ পড়েনা নারী-শিশুরাও। অনেককে আবার ঘটনাস্থলেই হত্যা করে ইসরাইলি বাহিনী।

এসব অভিযানে শুধুমাত্র গত আগস্ট মাসেই ৪৭৫ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে ইসরাইল। এর মধ্যে ৩৯ জনই অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু এবং ১৬ জন সম্মানিত মুসলিম নারী।

চলতি বছরের শুরু থেকেই পশ্চিম তীরে তল্লাশী অভিযান জোরদার করে সন্ত্রাসী ইসরাইল। এসব অভিযানে এখন পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে ৮৫ নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিকে। তবে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলছে, হতাহতের প্রকৃত চিত্র আরও ভয়াবহ। হত্যার পর বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি সম্পর্কে মেলে না কোনো তথ্যও।

যে ইহুদিরা এক সময় ছিল পৃথিবীর একমাত্র দিকভ্রান্ত শরনার্থী। পৃথিবীর একখণ্ড ভূমিও যাদের ছিলনা নিজ মালিকানায়। তারাই কিনা আজ বিশ্ব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নগরী, ইসলামের প্রথম কেবলা, অগণিত নবী রাসুলের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন জোরপূর্বক দখল করে নিল। এবং এরপর থেকে দিন দুপুরে বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই ফিলিস্তিনে চালাচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত নির্যাতন। এবং কোনভাবেই ফিলিস্তিনিদের উপর বন্ধ করছেনা তাদের নির্যাতনের স্টিমরোলার। বরং দিন দিন ভিন্নমাত্রায় রুপ দিচ্ছে ইহুদি আগ্রাসন।

এ অবস্থায় মাজলুম ফিলিস্তিনিদের রক্ষার্থে অবিলম্বে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম ভূখণ্ড থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা অতি জরুরি বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা। সেইসাথে ফিলিস্তিনসহ সারাবিশ্বের মাজলুমদের উদ্ধারে বাস্তব সুন্নাহভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান হকপন্থী আলেম-উলামাদের।

**তথ্যসূত্র:**

-------

**1.** Israeli occupation authorities significantly escalated their arrest campaigns against Palestinians in August as 475 arrests were recorded, including 39 children and 16 women - https://tinyurl.com/4fvbetur

---

## ইয়েমেনে আল-কায়েদা ও STC বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই : ২৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত

আরব উপদ্বীপে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী আল-কায়েদার সবচাইতে জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'আনসারুশ শরিয়াহ্'। সম্প্রতি দক্ষিণ ইয়েমেনে প্রতিরোধ বাহিনীটি তীব্র লড়াই শুরু করেছে।

এই সূত্র ধরেই সংযুক্ত আরব আমিরাত-সমর্থিত গাদ্দার বাহিনীর উপর হামলা চালাচ্ছে আল-কায়েদা। যেখানে গত ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দক্ষিণ ইয়েমেনের আবিয়ান প্রদেশে একটি তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে। সূত্র মতে, লড়াইটি সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত ইয়েমেনি বাহিনীর উপর চালানো হয়েছে।

ইসলাম বিরুধী "সাউদার্ন ট্রানজিশনাল" সামরিক জোটের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আল কায়েদা যোদ্ধারা তাদের জোটের অন্তর্গত একটি নিরাপত্তা চৌকিকে লক্ষ্যবস্তু করে ভারী হামলা চালিয়েছে।

মুখপাত্র বলেছে যে, আল-কায়েদা যোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত এই হামলায় দক্ষিণী ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের ২০ সৈন্য নিহত হয়েছে। তার মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা একটি সামরিক যানে করে, রকেট লঞ্চার, হালকা এবং ভারী অস্ত্র দিয়ে এই হামলাটি চালিয়েছেন।

তবে স্থানীয় সূত্রগুলি বলছে, আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর মুজাহিদদের উক্ত হামলায়, গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অন্তত ২৩ সৈন্য নিহত এবং আরও ৬ সৈন্য আহত হয়েছে। সেই সাথে তাদের নিরাপত্তা চৌকিটিও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সূত্রটি এও যুক্ত করেছে যে, এই অভিযানের সময় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ৩ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল এবং সৌদি জোট ইয়েমেনে সুন্নি মুসলিমদের হত্যাকারী কুখ্যাত শিয়া হুতিদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে। আর এই সুযোগে তাঁরা ইয়েমেনে ভিত্তিক কয়েকটি সুন্নি প্রতিরোধ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে হামলা চালানো শুরু করেছে। বিশেষ করে ঐসব প্রতিরোধ বাহিনীগুলোকে তারা টার্গেট করেছে, যারা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'একিউএপি' এর সাথে বিভিন্ন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ। ফলে আল-কায়েদা এধরণের অভিযান বন্ধ করতে একটি বিবৃতি জারি করে, যাতে বলা হয়- যদি গাদ্দাররা প্রতিরোধ গ্রুপগুলোর উপর অভিযান জারি রাখে, তাহলে তাঁরাও জবাবে কঠিন হামলা চালাতে বাধ্য হবেন।

কিন্তু আরবের মুসলিম নামধারী এই গাদ্দাররা শিয়াদের ছেড়ে সুন্নি মুসলিম নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে হামলা চালাতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ইসলাহ পার্টির বেশ কিছু এলাকার দখলও নিয়েছে এই গাদ্দাররা। ফলে আল-কায়েদাও ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাদ্দার সামরিক জোটের উপর হামলা জোরদার করেছেন।

এই লক্ষ্যে আল-কায়েদা মুজাহিদিন ইয়েমেনের বায়দা, আবয়ান, শাবওয়াহ, হাদরামাউত ও ইডেনের মতো অঞ্চলে বেশ কিছু বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন বলে জানা গেছে।

---

## ০৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### হিন্দু পুলিশ সুপার সুভাষ চন্দ্র সাহার অপরাধনামা : ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিপুল সম্পদ অর্জন

২০২১ সালে দেশের সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা খাত হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। হিন্দুত্ববাদীদের দালাল হাসিনা সরকার এ খাতের প্রায় অধিকাংশ বড় বড় পদেই হিন্দুদের বসিয়ে রেখেছে। তারা ক্ষমতার অপব্যাবহার করে দুর্নীতির সাগর বানিয়ে নিজেরা আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে; আর তাদের 'মাতৃভূমি' ভারতে সুম্পদ পাচার করছে। অপরদিকে বাংলাদেশী মুসলিমদের জীবনকে তারা নানাভাবে হয়রানি করে পেরেশান করে তুলছে; দিনভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটুনির পরও পরিবারে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারছেননা মুসলিমরা।

এমনি এক হিন্দু পুলিশ সুপার সুভাষ চন্দ্র সাহা। নিজের নামে রয়েছে তার প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পদ। আর তার স্ত্রী রীনা চৌধুরীর নামে রয়েছে ১৩ কোটি ৬১ লাখ টাকার সম্পদ। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে তাদের অঢেল সম্পদের তথ্য-প্রমাণ। তবে অপ্রাতিষ্ঠানিক সূত্র বলছে, তার আসল সম্পদের পরিমাণ এর চেয়ে বহুগুণ বেশি।

তবে দুদক সূত্র জানায়, পুলিশ বিভাগে চাকরি করার সুবাদে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়ম, দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছে সুভাষ চন্দ্র সাহা। দুর্নীতির দায় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কৌশলে সিংহভাগ সম্পদ রেখেছে স্ত্রীর নামে। আর 'মাতৃভূমি' ভারতে কত টাকা পাচার করে রেখেছে এখনো তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সে পুলিশ সদর দপ্তরে সংযুক্ত।

গত ২৮ আগস্ট সুভাষ চন্দ্র সাহার স্ত্রী রীনা চৌধুরীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে। এরপর ৩০ আগস্ট সাবেক এই পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে অনুসন্ধান প্রতিবেদন।

দুদকের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, সুভাষ সাহা ও তার স্ত্রীর নামে মোট ১৬ কোটি ৫৯ লাখ ৬১ হাজার ৬৪ টাকার সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে রীনা চৌধুরীর স্থাবর সম্পদ ৩ কোটি ৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫৯ কোটি টাকার। অস্থাবর সম্পদ ৮ কোটি ৭৫ লাখ ৮৫ হাজার ১০৪ টাকার। এ ছাড়া আরও সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। রীনা

চৌধুরীর নামে মোট সম্পদ ১৩ কোটি ৬১ লাখ ৩২ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকার। দুদকে জমা দেওয়া সম্পদ বিবরণীতে গোপন করেছেন ৮৮ লাখ ৭০ হাজার ৪৭৪ টাকার সম্পদ।

সুভাষ চন্দ্র সাহার নামে স্থাবর ১৬ লাখ ৭২ হাজার ৫৬৫ টাকার ও অস্থাবর সম্পদ ২ কোটি ৮১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৪৭ টাকার। তার নামে মোট সম্পদ ২ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৩১২ টাকার। ওইসব সম্পদের উৎস হিসেবে তার দুর্নীতি ব্যতিত অন্য কোন মাধ্যম নেই।

দুদকে পেশ করা বিবরণীতে সম্পদের উৎস হিসেবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সাহা ট্রেডার্সের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এটি একটি নামমাত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম নেই বললেই চলে। এ ছাড়া মৎস্য চাষ, মৌসুমি পণ্যের স্টোরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুদক কর্মকর্তার সরেজমিন অনুসন্ধানে এসব ব্যবসায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

তবে এর চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে দুদকের বিরুদ্ধেও দূর্নীতির অভিযোগ আছে। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত হিন্দুদের লুট করা টাকার পরিমাণ আরো বেশি। কথিত আছে, তারা বড় অংক ঢাকতে দুদককে দিয়ে ছোট অংক প্রকাশ করিয়ে একটা দফারফা করে নেয়। দুদকই এভাবে লুটেরাদের সুযোগ করে দিচ্ছে বলে শক্তিশালী অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুদের প্রতি তারা একটু বেশিই 'নমনীয়'।

এভাবেই হাসিনার এই ক্ষমতাবান 'আপনজনেরা' দিল্লীর দাদাবাবুদের দাপটে নিজেদেরকে ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে। দুদক সামান্য কিছু নাটক সাজিয়ে তাদের বড় অপরাধগুলো আড়াল করতে সহায়তা করছে। আর হাসিনার আপনজনেরা সুযোগ পেলেই পিকে হালদারের মতো হাজার কোটি টাকা নিয়ে নিজেদের আসল 'মাতৃভূমি' ভারতে পারি জমাচ্ছে; করে যাচ্ছে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি। সময় এসেছে তাই এই ক্ষমতাবান 'আপনজন'দের দুর্নীতি আর জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলার ও তাদেরকে রুখে দেওয়ার। না হলে এই আপনজনেরা প্রদীপ আর সুভাষ চন্দ্রের মতো করে ঘরে ঢুকে এদেশের মুসলিমদের লুট করেই যাবে।

প্রতিবেদক : মাহমুদ উল্লাহ্

**তথ্যসূত্র :**

১. এসপির সম্পদ ৩ কোটি টাকার, স্ত্রীর সাড়ে ১৩ কোটি - https://tinyurl.com/mwdraj73

২. এসপির সম্পদ ৩ কোটি স্ত্রীর সাড়ে ১৩ কোটি - https://tinyurl.com/y6rsdwaw

---

## রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেট টেলিটককে কোটি কোটি টাকার দূর্নীতি : ক্ষমতাবানদের মৌন সমর্থন!

টেলিটককে আমাদের ফোন বলে বলে আমাদের টাকা গায়েব করছে তারা। দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীর এমন মুখরোচক বানী আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে শান্তিতে। আর তারা দেশ থেকে বিদেশে পাচার করছে কোটি কোটি টাকা।

সরকারি মোবাইল অপারেটর টেলিটকের প্রায় ২০৫ কোটি টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। এরমধ্যে আছে সংস্থাটির নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংকে ১০৫ কোটি টাকার এফডিআর এবং চলতি হিসাবের ১০০ কোটি টাকা। সম্প্রতি সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাহাবুদ্দিনকে সরকার সরিয়ে দেয়। বিদায়বেলা তিনি উল্লিখিত অর্থের হিসাব দিতে পারেননি। এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমানে প্রায় ৩০৫ কোটি টাকার বেশি ঋণ আছে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে। বিভিন্ন সেবা আর কেনাকাটায় দুর্নীতি করে বিল পরিশোধ না করায় এভাবে সংস্থাটি দেনায় পড়েছে।

টেলিটকের দায়দেনা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কাছে প্রতিষ্ঠানটির দেনা ১০০ কোটি টাকা। এছাড়া ব্যাংক ঋণ আছে ১২৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ৮৩ কোটি টাকা পরিশোধের জন্য টেলিটককে চিঠি দিয়েছে। কয়েকটি স্থানীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছেও কয়েকশ কোটি টাকা দেনা রয়েছে টেলিটকের। টাওয়ার কোম্পানি ই-ডটকো, হুয়াওয়ে এবং সামিটও কয়েকশ কোটি টাকা পাবে।

সরকারি মোবাইল কোম্পানি টেলিটকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় সম্পৃক্ততাসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে। অবৈধ ভিওআইপির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তিনি। বিটিআরসির তদন্তে তার বিরুদ্ধে অনিয়মে সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলেছে। অবৈধ ভিওআইপিতেই বাজিমাত করেছে সাবেক এই এমডি। সে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মোটা অঙ্কের লেনদেন করেই আজ শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

কেনাকাটা থেকে শুরু করে নিয়োগ, পছন্দের কোম্পানিকে কাজ দেওয়া, পুরোনো পদ্ধতির এসব লুটপাট তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে নির্দিষ্ট কোম্পানির কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি কমিশন ও বিটিএস সাইট স্থাপনে শেয়ার সাইট থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে ই-ডটকোকে উচ্চমূল্যে একচেটিয়া সাইট প্রদান করেছে। ই-ডটকো টেলিটক থেকে বিল কালেকশনের জন্য কিউবিক গ্লোবাল লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিকে লবিস্ট হিসাবে নিয়োগ করেছে। এই কোম্পানির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লোপাট করেছে সাহাবুদ্দিন। কাগজে-কলমে কেনা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে নেই; স্ক্র্যাচকার্ড এবং ক্যাশ কার্ডের হিসাবে এমন কোটি কোটি টাকার গরমিলের প্রমাণ মিলেছে।

জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির মার্কেটিং অ্যান্ড ভ্যাস ডিপার্টমেন্ট থেকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) নিয়োগ পরীক্ষায় সফটওয়্যার সাপোর্টের বিপরীতে ভেন্ডর কোম্পানি সিনটেক্স সিস্টেমের নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটি ৮৯ লাখ ৯৪ হাজার ৪৫১ টাকার বিল প্রদানের চেষ্টার অভিযোগে টেলিটকের ক্রয় করে।

আসলে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মডেলে রাজনৈতিক এলিটশ্রেণি ও তাদের সহযোগী আমলা-কর্মকর্তারা সকল সুবিধা ভোগ করে থাকে। তারাই সকল সুযোগ ভাগ করে নিতে দুর্নীতি আর লুটপাটের প্রতিযোগিতা শুরু করে। আর এরা এসব কাজে একে অপরের সহযোগী হওয়ায় কেউ কাউকে কিছু বলে না, বরং একে অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করে। এদিকে জনগণকে তারা কথিত উন্নয়ন আর প্রগতি দেখিয়ে বোকা বানিয়ে রাখে। ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম নির্বাচনের সময় একদল অপর দলের সাথে খুনোখুনি হয়, ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতি হয়। এখন তাই সময় এসেছে এই ইসলামবিরোধী সিস্টেম এবং সিস্টেমের ধারক-বাহকদের বদলে ফেলার, আপামর জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করার।

**তথ্যসূত্র:**

--------

১। হদিস নেই টেলিটকের ২০০ কোটি টাকার - https://tinyurl.com/5n7yacep

---

## সোমালি স্পেশাল ফোর্সের উপর আশ-শাবাবের দুর্দান্ত জবাবী হামলা : হতাহত ৪০ এরও বেশি শত্রুসেনা

সম্প্রতি সোমালি স্পেশাল ফোর্স ও অন্যান্য সামরিক ইউনিটগুলোর উপর হামলা জোরদার করেছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় এই প্রতিরোধ বাহিনীটি গত ৪-৫ সেপ্টেম্বর সময়কালে প্রায় ১৩ টিরও বেশি অভিযান পরিচালনা করছে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসব হামলায় অর্ধশতাধিক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এসব হামলার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানী মোগাদিশুর একটি শহরতলীতে সংঘটিত সংঘর্ষ, যা হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইসলামী শরিয়া দ্বারা শাসিত একটি শহর। এলাকাটিতে হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ আদালত ও মুজাহিদদের প্রশাসনিক কাঠামোগুলি ভাঙার চেষ্টা করে মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্স। কিন্তু সোমালি স্পেশাল ফোর্স এখানে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারে নি।

কেননা হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধাদের তীব্র জবাবি হামলার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে সোমালি গাদ্দার সেনাদের সকল যুদ্ধ কৌশল। সর্বশেষ বিমান সহায়তা চেয়েও নিজেদের পরাজয় ঠেকাতে পারিনি গাদ্দার সেনারা। উল্টো সেখানে মুজাহিদদের মুখোমুখি হয়ে স্পেশাল ফোর্স তাদের ৭ সেনার মৃত দেহ নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। সেই সাথে আরও ১৫ এরও বেশি সৈন্য গুরুতর আহত হয়। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় স্পেশাল ফোর্সের একাধিক সাঁজোয়া যান ও অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম।

এদিন দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের কিসমায়োর উপকণ্ঠেও একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেটি ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনী ও সোমালি গাদ্দার সেনারা যৌথভাবে পরিচালনা করতো। সূত্র মতে, সামরিক ঘাঁটিটিতে মুজাহিদের অতর্কিত হামলায় ২ কেনিয়ান সৈন্য ও ২ সোমালি সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও আরও ২ সেনা আহত হয়।

অপরদিকে বানাদির অঞ্চলেও ঐ রাতে একটি সামরিক ঘাঁটিতে শক্তিশালী রকেট হামলা চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। মুজাহিদদের ছোঁড়া দুটি বিস্ফোরণের ঘটনায় সোমালি সেনাবাহিনীর ৩ এরও বেশি সদস্য হতাহত হয়।

এর একদিন আগে অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর সকালে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি যৌথ সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে সোমালি বিশেষ বাহিনী ৪ সেনা নিহত এবং ২ সেনা আহত হয়। এই অভিযানের মুজাহিদদের অসাধারণ আঘাতে সামরিক কনভয়ে থাকা ৩টি জালানির ট্যাঙ্কার, ১টি সামরিক ট্রাক এবং ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

এদিন দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের বোলোজাদুদ এলাকায় একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এই অভিযানে সোমালি সেনাবাহিনীর ৩ সদস্য নিহত হয়।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

---

## জেরুজালেমে তিন হাজার ইহুদি বসতি নির্মাণের পরিকল্পনা : দু'ভাগে বিভক্ত হবে পশ্চিম তীর

ফিলিস্তিনের অধিকৃত জেরুজালেমে দখলদার ইসরাইল নতুন করে ৩৪১২টি ইহুদি বসতি তৈরির পরিকল্পনা অনুমতি দিয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে ইসরাইল।

এর ফলে স্থানীয় প্রায় ২০০০ বেদুইন ফিলিস্তিনি পরিবার হুমকির মধ্যে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে বেদুইন ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করে এসব জায়গায় ইহুদিদের জন্য বসতি স্থাপন করা হবে।

ইহুদিদের এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে ফিলিস্তিনি গ্রামগুলো ইহুদি বসতি দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। এবং পশ্চিম তীরে থেকে পূর্ব জেরুজালেম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। ফলে ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীরে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার মতো হয়ে পড়বে।

মুসলিম জাতির দূর্বলতা আর আরব শাসকগোষ্ঠীর দালালির কারণে দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ওপর ইতিহাসের বর্বরোচিত নির্যাতন চালাচ্ছে। মুসলিমদের বাড়িঘর মুসলিমদের হাতেই ভেঙে ফেলার মতো বর্বর নজির স্থাপন করছে। মুসলিমদের নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত করছে। ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরে অভিযান চালিয়ে

তাদের বন্দী করছে বা ইচ্ছে হলে গুলি করে লাশটিও নিয়ে যাচ্ছে। বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে বন্দী করে রাখছে ফিলিস্তিনিদের। এর এসব বিষয়ে কথিত মানবতার ধ্বজাধারী বিশ্ব সম্প্রদায় বরাবরই নীরব।

এ অবস্থায় মুসলিম উম্মাহকেই তাদের নিজেদেরকে জুলুম থেকে মুক্ত করার কাজ করতে হবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ উলামাগণ। তবে তার আগে মুসলিমদেরকে অবশ্যই সকল বিভেদ আর কাফেরদের এঁকে দেওয়া কৃত্রিম সীমান্ত ভুলে নববী মানহাজ ও আদর্শে ফিরে আসতে হবে।

তথ্যসূত্র:

--------

1. Israeli occupation to approve 3,412 settlement units in Jerusalem - https://tinyurl.com/yck45zpm

---

## আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/09/07/59019/

---

## ইউপি-তে জামে মসজিদকে মন্দির দাবি ও পূজার অনুমতি চেয়ে আবেদন

মসজিদ নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের চক্রান্তের যেন শেষ নেই। একেরপর এক মসজিদকে মন্দির দাবি করে চলছে নানা ষড়যন্ত্র; যাতে করে ইসলাম ও মুসলিম নির্মূলের মিশন দ্রুততার সাথে এগিয়ে নেওয়া যায়।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার উত্তরপ্রদেশে বাদাউন শহরের জামে মসজিদকে শামসি ভগবান শিবের মন্দির ছিল বলে দাবি করে। এবং সেই স্থানে প্রার্থনা করার জন্য সনাতন ধর্মের অনুসারীদের অনুমতি চেয়ে আদালতে একটি আবেদন করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

আবেদনকারীদের একজন হিন্দু আইনজীবী গত ৩ সেপ্টেম্বর শনিবারে বলেছে, স্থানটি জরিপের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের জন্য আদালতকে অনুরোধ জানিয়ে একটি পৃথক আবেদন করা হয়েছে।

সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) বিজয় গুপ্ত শুক্রবার বিষয়টি হাতে নেয় এবং শামসি জামে মসজিদ পরিচালনাকারী ইন্তেজামিয়া কমিটিকে ১৫ সেপ্টেম্বর তার পক্ষ উপস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছে। যখন আদালত পরবর্তী শুনানি করবে।

আবেদনকারীদের পক্ষে একজন আইনজীবী বেদ প্রকাশ সাহু বলেছে, আবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ভবনটি জামে মসজিদের নয়, নীলকান্ত মহাদেব মহারাজের একটি প্রাচীন ঈশান মন্দির।

আবেদনকারীরা হল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য আহ্বায়ক, মুকেশ প্যাটেল, অ্যাডভোকেট অরবিন্দ পারমার, জ্ঞান প্রকাশ, অনুরাগ শর্মা এবং উমেশ চন্দ্র শর্মা, যারা এই কাঠামোকে রাজা মহিপালের দুর্গে অবস্থিত নীলকান্ত মহাদেব মন্দির বলে দাবি করেছে।

উগ্র পারমার বলেছে, তারা আবেদন করেছে যে সনাতন ধর্মের অনুসারীদের নীলকান্ত মহাদেবের মন্দিরে প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হোক। এছাড়াও, পুজোর সময় কোনও আপত্তি বিবাদ বা হস্তক্ষেপ না করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিতে হবে।

জামে মসজিদটি সোথা মহল্লা নামে একটি উঁচু এলাকায় নির্মিত এবং বাদাউন শহরের সর্বোচ্চ স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এটিতে ২৩,৫০০ জন মুসল্লি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দেশের তৃতীয় প্রাচীনতম মসজিদ। এবং সপ্তম বৃহত্তম মসজিদ বলেও মনে করা হয়।

ভারতে মথুরা এবং বারাণসি সহ বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মসজিদ রয়েছে। যেগুলোকে হিন্দুত্ববাদীরা প্রাচীন হিন্দু মন্দির দাবি করে বিতর্ক তৈরী করছে। মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির করার প্ল্যান করছে। যেভাবে তারা অযোদ্ধার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির বানিয়েছে।

বিশ্লেষকগণ বলেছেন, মুসলিমরা এখনো এসবের প্রতিরোধ না করলে অদূর ভবিষতে হিন্দুরা মুসলিমদের সকল মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানাবে। আর মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়ে মুসলিম মুক্ত ভারতে রাম রাজ্য কায়েম করার ঘোষণা তো তারা প্রকাশ্যভাবেই দিচ্ছে।

**তথ্যসূত্র:**

-------

1. Plea claims Badaun's mosque is site of temple, seeks permission for Hindus to offer prayers (Siasat)

- https://tinyurl.com/2kxnhwbw
- https://tinyurl.com/ebe565rm

---

## মোগাদিশুর উপকণ্ঠে সরকারি বাহিনী ও আশ-শাবাবের তুমুল লড়াই

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে গত ৪ সেপ্টেম্বর সকালে সোমালি গাদ্দার বাহিনী মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে তীব্র লড়াই শুরু হয়। এতে মুজাহিদগণের প্রতিরোধের মুখে গাদ্দার বাহিনী জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

জানা যায়, রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত আশ-শাবাবের শরিয়া আদালতগুলো হটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে অভিযান পরিচালনা করে সোমালি গাদ্দার বাহিনী। এই অভিযানে সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি অংশ নিয়েছে 'আসমুদ' মিলিশিয়ারাও। যেখানে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে স্থল আক্রমণ থেকে শুরু করে আকাশ পথেও হামলা চালানো হয়। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা তাদের সম্মিলিত শক্তি খরচ করেও মুজাহিদদের সামনে ময়দানে টিকে থাকতে পারেনি। সর্বশেষ গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও মিলিশিয়ারা আজ দুপুরে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মুজাহিদরা পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে, গাদ্দার বাহিনী আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত বসরা এলাকায় হামলা চালাবে। তাই মুজাহিদরা শত্রু বাহিনী আসার আগেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আর শত্রু বাহিনী এলাকার উপকণ্ঠে আসামাত্রই মুজাহিদরা হামলা করে বসেন। যা পরে তীব্র আকার ধারণ করে।

আশ-শাবাব নিশ্চিত করেছে, ডিএফ ও মিলিশিয়ারা ৯ বার উক্ত এলাকায় ঢুকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারেই মুজাহিদরা তীব্র আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুদেরকে মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। সর্বশেষ মুজাহিদরা গতকাল ৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে শত্রুসারি ভেঙে দিয়ে তাদেরকে বসরা এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছেন। মুজাহিদগণের এই প্রতিরোধ যুদ্ধে গাদ্দার বাহিনীর অফিসারসহ প্রচুর সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে তাদের অর্ধডজন সাঁজোয়াযান ও গাড়ি।

একইদিনে মুজাহিদরা মোগাদিশুর দিকে তুর্কী প্রশিক্ষিত গরগর এবং NISA নামে পরিচিত মিলিশিয়াদের তাড়া করেছেন। এসময় স্পেশাল ফোর্সের বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়। পরে শত্রুসেনারা নিজেদের ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

---

## ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### সোমালিয়ায় ফের ৫ মার্কিন গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমিতে কায়েম করেছেন অঘোষিত এক ইসলামি ইমারাত। সেখানে তাঁরা ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠন করেছেন শরিয়াহ্ আদালত।

সম্প্রতি হারাকাতুশ শাবাবের শরিয়াহ আদালত ৫ ব্যক্তির উপর শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়নের আদেশ জারি করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২ সেপ্টেম্বর সকালে দক্ষিণ সোমালিয়ার একটি শরিয়া আদালত এই রায় কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে। সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, অপরাধীরা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে সোমালিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তি করতো। তারা সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে ড্রোন হামলা ও টার্গেট কিলিংয়ের সাথে জড়িত ছিল।

আশ-শাবাবের গোয়েন্দা এজেন্সি কিছুদিন পূর্বে তাদের বন্দী করে শরিয়া আদালতে হস্তান্তর করেন। এরপর আদালতের কাজীগণ সকল স্বাক্ষ্য-প্রমাণ ও অপরাধীদের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন।

এই আদেশ জারি হওয়ার পরপরই জুবা রাজ্যের জালাব শহরে একটি পাবলিক স্কয়ারে ৫ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

---

## রোহিঙ্গা যুবককে গুলি করে হত্যা করলো মিয়ানমার পুলিশ

একজন রোহিঙ্গা যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে বর্বর মিয়ানমারের পুলিশ বাহিনী। গত ৩ সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের সিটওয়ে এলাকায় একটি চেকপয়েন্ট এ ঘটনা ঘটে।

২০ বছর বয়সী জামির হুসাইন নামক এ যুবক চেকপয়েন্ট এলাকাটি মোটরসাইকেল যোগে পার হচ্ছিল। ঐ সময় মায়ানমার পুলিশ সদস্যরা তাকে রোহিঙ্গা যুবক হিসেবে চিহ্নিত করে। এবং কোন কারণ ছাড়াই গুলি করে। গুলিটি সরাসরি তাঁর মুখে আঘাত হানলে সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পরেন।

মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর রোহিঙ্গা মুসলিম হত্যাগুলো বেশিরভাগই আড়ালেই থেকে যায়। তারা যেন রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে মানুষই মনে করে না! তবে এই হত্যাকাণ্ডটি চেকপয়েন্টে ঘটায় তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

উল্লেখ যে, আরাকানে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট রোহিঙ্গা মুসলিমরা সেখানে সামরিক জান্তা কর্তৃক নির্ধারিত কয়কটি শিবির ও দূর্গম কয়েকটি এলাকায় বসবাস করছে। সেখানে সামরিক বাহিনীর অনুমতি ছাড়া কাউকেই শিবিরের বাইরে বেরোনোর কোন সুযোগ দেয়া হয়না। যারাই শিবির থেকে বের হয় তাদেরকেই গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রেখেছে মিয়ানমার। এ অবস্থায় সেখানে মুসলিমরা এক প্রকার পশুর মতো জীবনযাপন করছেন বলে জানিয়েছে কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম।

এই দুর্বিষহ অবস্থায় আরাকানের মুসলিমদের উদ্ধারে প্রতিরোধ যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ নেই বলে দীর্ঘদিন ধরেই মত দিয়ে আসছেন হকপন্থী আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

--------

1. A Rohingya shot dead- - https://tinyurl.com/2t4dp3ha

---

## দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ | ফ্রান্সে মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা

গভীর রাতে ফ্রান্সে একটি মসজিদ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা। এর ফলে মসজিদটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। গত ২ সেপ্টেম্বর উত্তর ফ্রান্সের রামবোইলেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ এলাকাটিতে ইসলাম বিদ্বেষী আক্রমণের জন্য কুখ্যাতি রয়েছে। এর আগেও এ এলাকায় কয়েকটি মসজিদে হামলা ও আগুন লাগিয়ে দেয়ালে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা।

২০০৯ সালে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুরোধে অস্থায়ীভাবে রামবোইলেট পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এই মসজিদটির অনুমতি দিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন মুসল্লী জানিয়েছে, তারা কয়েকজনকে দেখেছেন যারা মসজিদটিতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। যেখানে উগ্র ডানপন্থী খ্রিস্টান দলগুলোর নেতারা মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে থাকে। ফলে দেশটিতে মুসলিমদের ওপর খ্রিস্টান সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন মুসলিমরা।

আর সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় হওয়া কট্টর ডানপন্থী প্রার্থী মেরিন লা পেন, যাকে আগামী নির্বাচনে নিশ্চিত জয়ী ধরা হচ্ছে, সে ম্যাক্রনের চাইতে আরো বেশি ইসলাম বিদ্বেষী বলেই পরিচিত। এবং সে নির্বাচনে জয়ী হলে হলে গোটা ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। ফ্রান্স ও ইউরোপের মুসলিমদের জন্য তাই সামনে আরও কঠিন সময়ই অপেক্ষা করছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Fire burns down mosque in northern France: Report- https://tinyurl.com/33puseza

---

## উত্তরখণ্ডে মুসলিম পরিবার প্রতিবেশী উগ্র হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত!

ভারতে উত্তরাখণ্ডে একটি মুসলিম পরিবার তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে বিরোধ হয়। এ নিয়ে ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতা পারভেজ আহমদের পরিবারের উপর হামলা চালায়, যার ফলে তার পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্যরা আহত হয়। তারা জনাব আহমদের ছোট ভাইয়ের একটি জিমও ভাঙচুর করে।

আহমেদের পরিবার জানিয়েছে যে, তাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারা সংগঠনের আরো বেশ কয়েকজন গুণ্ডা নিয়ে এসে হামলা চালিয়েছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে ২৯ আগস্ট এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সেখানে তারা ছয়জনকে মূল আসামী এবং অপরিচিত ১০-১২ জনের নামে মামলা করেছে। মুসলিম পরিবারটির উপর হামলার নেতৃত্ব দিয়েছে ৬ হিন্দু। তারা হল – পুরুষোত্তম সাইনি, অরুণ ধীমান, বিনোদ ধীমান, রাজপাল, আনশুল সাইনি এবং পারস। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা করেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

জানা গেছে, আহমদের পরিবার এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে চলমান বিরোধ সম্পত্তির বিরোধ দিয়ে শুরু হয়েছিল, যার মামলা আদালতে শুনানি চলছে। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম পরিবারের সম্পত্তি দখল করে হয়রানি করছে।

জনাব পারভেজ আহমেদ ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, "২৯ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আমাদের ওপর হামলা হয়। তারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের লোকদের উস্কানি দিতেই এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল। আমার ছোট ভাইয়ের একটি জিম আছে, যাকে জাফরান কাপড় পরা একদল হিন্দু লোক আক্রমণ করে। যদিও কারো কারো মুখ ঢাকা ছিল, আমরা তাদের পোশাক থেকে কিছু সদস্যকে চিনতে পারি।"

"জিম ভাংচুর করা হয়েছিল এবং গুলি চালানো হয়েছিল। জিমে হামলার পর তারা রাস্তা পার হয়ে আমাদের বাড়ির পাশে চলে আসে। তাদের সাথে লাঠিসোটা ছিল এবং আমার ভাইকে ভিডিও করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল। আমার বাবা হিন্দুত্ববাদী জনতাকে থামানোর চেষ্টা করলে লাঠিসোটা নিয়ে প্রথমে উনার উপর হামলা করে। ঘরের নারীদেরকেও কটূক্তি করা হয়। আলিশার মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন এবং বর্তমানে রুরকির সরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

জনাব আহমেদ আরও বলেছেন, "আমরা যে কয়টি মুসলিম পরিবার আছি, আর এই এলাকায় বসবাস করা নিরাপদ বোধ করি না। যেহেতু কোন অপরাধী গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং তাদের পূর্ববর্তী অভিযোগগুলির ব্যাপারেও কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।"

আহমেদ তার অভিযোগে জানিয়েছেন, ১৮ আগস্ট রাতে তিনি রাতে নামাজ পড়তে মসজিদে গিয়েছিলেন। পরিবারের মহিলারা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় চার-পাঁচজন লোক জড়ো হয়ে তাদের হুমকি ও গালিগালাজ করে। তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেওয়া দেয়।

"এর আগে তারা আমাদের মামলা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছে। তারা বলেছিল, 'তোমরা মুসলমান, তোমাদের এখানে থাকার কোনো অধিকার নেই'। একভাবে তারা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে। আমরা মামলায় একটি এফআইআরও দায়ের করেছি, পুলিশকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। যদিও তাদের কিছুই হয়নি।"

"আমরা অনিরাপদ বোধ করছি, যারা হামলায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কাউকেই এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমার বাবা হিন্দুত্ববাদীদের আঘাতে শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন এবং মাথায় আঘাতের কারণে কষ্ট পাচ্ছেন।"

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের জান মালের কোন নিরাপত্তা এখন আর নেই। কারণে অকারণে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর হামলা করছে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ অপরাধীদেরকেও আটক করছে না। মুসলিমলিমদের জান মালের নিরাপত্তারও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই মুসলিমদের জান, মাল, ইজ্জত হেফাজতের দায়িত্ব মুসলিমদেরকেই নেওয়ার আহব্বান জানিয়েছেন চিন্তাবিদগণ উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

--------

1. The Wire: Muslim Family Allegedly Attacked in Uttarakhand Town by Neighbours Over Property Case - https://tinyurl.com/36v327z6

---

## আশ-শাবাবের উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক যুদ্ধ কৌশল আর ড্রোন হামলায় নাস্তানাবুদ কুফ্ফার বাহিনী

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সবচাইতে জনপ্রিয় ও শক্তিধর ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী। দলটি সম্প্রতি সোমালিয়া ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে ইসলামবিরোধী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে উন্নত প্রযুক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করছে। যা পশ্চিমা ক্রুসেডার ও তাদের সমর্থিত সরকারগুলোর মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

এবিষয়ে জাতিসংঘের মার্কিন রাজনৈতিক উপদেষ্টা "জেফরি ডি লরেন্টি" সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে মোগাদিশু প্রশাসনের বিরুদ্ধে আশ-শাবাবের ব্যবহৃত সর্বশেষ প্রযুক্তিগত যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করে। তার মতে, সরকারী বাহিনীর উপর আক্রমণের জন্য আশ-শাবাব উন্নত প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

সে দাবি করে যে, তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আশ-শাবাবের অস্ত্রাগারে নতুন এবং উন্নয়নশীল প্রযুক্তিগত উপাদান সনাক্ত করেছে। যার মাধ্যমে তারা সরকারি বাহিনীর উপর বড় ধরণের সামরিক অভিযান চালাচ্ছে।

তার তথ্য মতে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা এই লক্ষ্যে মানবহীন বিমান (ড্রোন), উচ্চমাত্রার গোয়েন্দা তথ্য, আধুনিক যুদ্ধ কৌশল এবং মিডিয়া ও দাওয়াহ সম্প্রচার কার্যক্রম জোরদার করেছে। আর সাম্প্রতিক সময়ে ড্রোনের ব্যবহার

বাড়িয়েছে দলটি। পূর্বে আশ-শাবাব শুধু ভিডিও ধারণ আর সফট টার্গেটে হামলা জন্য ড্রোন ব্যাবহার করতো। তাঁরা ২০২০ সালের জানুয়ারিতে কেনিয়ার লামুতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় এধরণের ড্রোন ব্যবহার করেছিল।

এদিকে আশ-শাবাব যোদ্ধারা সম্প্রতি মোগাদিশু প্রশাসনের উপর আক্রমণ বাড়িয়েছে। সেইসাথে আশ-শাবাব যোদ্ধারা কেনিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং ইথিওপিয়া সীমান্তসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির আন্তঃসীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ বাড়িয়েছে। ফলে সামরিক খাতে কঠিন চাপের মুখে পড়েছে সোমালিয়ার প্রতিবেশি দেশগুলি।

আর আশ-শাবাব যোদ্ধারা গত তিন মাসে তাদের হামলা পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে বহুগুণ বাড়িয়েছে। ফলে তাঁরা ইথিওপিয়ার মূল ভূখণ্ডের ১৭০ কি.মি. ভিতরে পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। এসময়টাতে আশ-শাবাবের

হামলায় ইথিওপিয়ার লিউ সামরিক বাহিনী সহ অন্যান্য সামরিক ইউনিটগুলোর প্রায় এক হাজারেরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

অপরদিকে গত আগস্টে রাজধানী মোগাদিশুর হায়াত হোটেল অবরোধ করে তিনদিন ব্যাপী হামলা চালায় আশ-শাবাব। যেখানে আশ-শাবাবের কোনো সদস্য হতাহত হওয়া ছাড়াই প্রায় ২০০ সরকারি কর্মকর্তা নিহত এবং আহত হয়েছে। হামলা শেষে আশ-শাবাব যোদ্ধারা সামরিক বাহিনীকে বিভ্রান্ত করতে নানা কৌশলেরও আশ্রয় নিয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা পরিচালিত অস্ত্র, তুর্কী ও মার্কিন প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সের সামরিক পোশাক পরিধান এবং ড্রোনের সাহায্য ঘটনাস্থলে তদারকি করা। আর এসব কিছুই ঘটেছে সেনাবাহিনীর নাকের ডগায়। কারণ তারা ভেবেছিলো এসব ড্রোন আর সামরিক পোশাকে সজ্জিত সদস্যরা স্পেশাল ফোর্সের সদস্য।

আশ-শাবাব যোদ্ধার তাদের এই ধরনের সর্বশেষ হামলাটি শুরু করেছে হিরান ও জালাজদুদ রাজ্যে। যেখানে আশ-শাবাব যোদ্ধারা সরকার সমর্থিত স্থানীয় মিলিশিয়াদের ভিতরে থেকে সরকারের সামরিক পরিকল্পনা বুঝে নিয়েছিলো। আর এরপরেই আশ-শাবাবের মাত্র ২ দিনের হামলাতেই স্থানীয় মিলিশিয়াদের কোমড় ভেঙে যায়। তাদের দেড় শতাধিক (১৫০+) সদস্যকে হত্যা এবং আরও অনেক মিলিশিয়াকে বন্দী করে আশ-শাবাব। ধ্বংস ও জব্দ করা হয় মিলিশিয়াদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো খাদ্য, সামরিক সরঞ্জাম ও সাঁজোয়া যান।

সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোমালিয়া ও পূর্ব-আফ্রিকায় আশ-শাবাবের নিরঙ্কুশ বিজয়কে তাই শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার বলেই মনে করছেন ইসলামি সমরবিশারদগণ।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

## প্যারালাইসড হওয়ার পরেও মুসলিম যুবককে জামিন দেয়নি হিন্দুত্ববাদী আদালত

হিন্দুত্ববাদী ভারতে হিন্দুরা বড় বড় অপরাধ করেও জামিনে বের হয়ে মুক্ত আকাশের নিচে অবাধে অপরাধ করেই চলেছে। অন্যদিকে, মুসলিমদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই বছরের পর বছর কঠিন শাস্তি দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। বহু মুসলিমকে মিথ্যে মামলা দিয়ে আটকে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

এমনই একজন নিরপরাধ ব্যক্তি হলেন মুসলিম মিডিয়া কর্মী এবং ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার নেতা মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। হিন্দুত্ববাদীদের নির্মম চর্টারে তিনি "আংশিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত" হয়ে পড়েছেন। এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিকিৎসায় অবহেলার কারণে অবস্থা এমন হয়েছে যে, তিনি এখন কাউকে চিনতে পারছেন না।

২৮ বছর বয়সী আতিকুর রহমান ২০০২ সাল থেকে অ্যাওর্টিক রেগারজিটেশন নামক হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী, বর্তমানে লাক্ষনৌয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (কেজিএমইউ) হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

২০২০ সালের অক্টোবরে সাংবাদিক সিদ্দিক কাপান, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ছাত্র মাসুদ আহমেদ এবং মথুরায় একজন ক্যাব চালক মোহাম্মদ আলমের সাথে তাকেও গ্রেপ্তার করেছিল হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। যখন তারা দলিত এক নারী ধর্ষণের ব্যাপারে রিপোর্ট করতে যাচ্ছিলেন। যে নারীর লাশ পুলিশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করে পুড়িয়ে ফেলেছিল। কারণ এ ঘটনার সাথে পুলিশও জড়িত ছিল। আর এব্যাপারে রিপোর্ট করাই কাল হয়েছে সাংবাদিক সিদ্দিক কাপানসহ বাকীদের।

তাদের চারজনকেই কঠোর বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) অধীনে আটক করা হয়েছিল। ২ বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও কাউকেই ছাড়েনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। ৪ জনের মাঝে সিদ্দিক কাপান ও আতিকুর রহমান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

২০২২ সালের মার্চ মাসে, মথুরা জেল কর্তৃপক্ষ রহমানের পরিবারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল যে তাকে জরুরিভাবে দিল্লির এইমস-এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কারণ তিনি বুকে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করেন।

"তাকে ২৮ দিন হাসপাতালে রাখা হয়েছিল এবং তারপর তাকে আবার হাসপাতালে পাঠানো প্রয়োজন ছিল। প্রায় এক মাস পরে, তার স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো খারাপ হয়। এর ভিতরে কোন চিকিৎসা হয়নি। কেজিএমইউ-এর ডাক্তাররা তাকে এইমস-এ নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ তা করেনি।"

ফলে এবার তার অবস্থা এমন খারাপ হয়েছে যে, হাসপাতালে পৌঁছে পরিবারের লোকজন দেখেন রহমানের "আর বোধশক্তি নেই"।

উনার স্ত্রী সানজিদা জানান, আতিকুর রহমানের বাম পাশ পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছে এবং তিনি আর কাউকে চিনতে পারছেন না। "তিনি ভিডিও কলে তার ছেলেদেরও চিনতে পারেন না। আমার ছেলেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, বাবা তাদেরকে আবার চিনতে পারবে কিনা?"

জনাব আতিকুর রহমান একজন উচ্চ শিক্ষিত পিএইচডিধারী ব্যক্তি ছিলেন। মিরাটের চৌধুরী চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্র আন্দোলন ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার জাতীয় পদাধিকারী। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী বিক্ষোভের সময়ও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শুধু মুসলিম হওয়ায় হিন্দুত্ববাদীদের রোষানলের শিকার হচ্ছেন এমন হাজারো যুবক। তাই এমন গুরুতর অসুস্থ হয়েও জামিন পাচ্ছেন না। অথচ, তাদের কথিত আইন আদালত অনুযায়ী তিনি জামিন পাওয়ার যোগ্য। মুসলিম যুবকদের এভাবে আটকে রেখে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়া কখনোই বিচার হতে পারে না। এগুলোকে স্রেফ মুসলিম বিদ্বেষ আর প্রকাশ্য জুলুম হিসেবেই আখ্যা দিয়েছেন বিশ্লেষকগণ, হিন্দুত্ববাদের মূল উৎপাটন ছাড়া যে জুলুম শেষ হবে না।

তথ্যসূত্র:

--------

1. "This isn't justice": After suffering paralysis, Muslim activist yet not been granted bail - https://tinyurl.com/3tjusyvm

---

## ০৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২

### ক্ষমতায় থাকতে হিন্দুত্ববাদী মোদীর 'আশীর্বাদ' নিতেই কি হাসিনার দিল্লী সফর.!

তাবেদারীর চুক্তি নবায়ন করতেই কি শেখ হাসিনা দীর্ঘ ৩ বছর পর ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে দিল্লীতে গিয়েছেন কি না- এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহলে। ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে হাসিনার এই দিল্লী সফর নিয়ে দু'দেশের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা চলছে। শেখ হাসিনার দিল্লী সফরে কি ধরণের চুক্তি ও স্মারক সই হতে পারে এবং কি হওয়া উচিত তা নিয়ে ভারতে গণমাধ্যমগুলোতে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশে 'ভারতকে বলেছি শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে যা যা করা দরকার করতে হবে' - পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পর এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দেড় বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন দেশের মানুষ। শুধু তাই নয় এবার শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে গিয়ে ভারতকে কি কি দিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের জন্য কি কি নিয়ে আসে সেটা জানতে দেশের জনগণ মুখিয়ে রয়েছেন। কারণ গত এক যুগে দুই দেশের 'বন্ধুত্বের' নামে ভারতকে শুধু উজার করে দিয়েছে দালাল হাসিনা

সরকার। বিনিময়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই পায়নি। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনার কুখ্যাত উক্তি- 'আমরা ভারতকে যা দিয়েছি তা তারা সারা জীবন মনে রাখবে।'

অথচ, ভারত তিস্তা নদীর ন্যায্য পানি চুক্তি এক যুগ ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে। এরই মাঝে গত বছর ভারত ফেনী নদীর পানি উঠিয়ে নিতে স্মারকচুক্তি করেছে। এখন শেখ হাসিনার ভারত সফরে তিস্তার পানিবন্টন নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে কোন সম্ভাবনার কথা বলতে পারছে না বাংলাদেশের কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ এবং ভারত-দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীরা তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন ২০১১ সালে। ওই চুক্তির খসড়াও চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আপত্তির কারণে তা ঝুলে রয়েছে। এবিষয়ে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব তৌহিদ হোসেন মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের সফরেও তিস্তা নিয়ে আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

ভারত সফর নিয়ে গতকাল রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছে, শেখ হাসিনার আসন্ন দিল্লী সফরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৭টি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী সফরে ৭টি সমঝোতা চুক্তির কথা জানালেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি কি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই হবে তা প্রকাশ করেনি। তবে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ভারত থেকে সিলেটে প্রবাহিত কুশিয়ারা নদীর পানি প্রত্যাহারে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। কুশিয়ারার পানি প্রত্যাহার স্মারক সই হবে। এছাড়াও দুই দেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের মধ্যে সহযোগিতা, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার চুক্তি হতে পারে।

প্রতিবেশী কথিত 'বন্ধু' হিসেবে ভারত গত এক যুগে বাংলাদেশের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। সড়ক পথে ট্রানজিট, রেলপথে ও নৌ পথে ট্রানজিট পেয়েছে, সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশের কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্যে নিরাপত্তার খরচ কমে গেছে। চাওয়া মাত্রই ফেনি নদীর পানি তুলে ত্রিপুরায় নেয়ার সমঝোতা করেছে। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দালাল হাসিনা সরকার ভারতকে সব ধরণের সহযোগিতা করেছে। তারপরও সীমান্ত হত্যা বন্ধের অঙ্গিকার করেও কথা রাখেনি হিন্দুত্ববাদী ভারত। এক যুগ ধরে তিস্তা চুক্তি ঝুলে রয়েছে। ৫৪ নদীর পানিবণ্টনে সমঝোতা হয়নি এবং ফারাক্কার ২৫ বছরের পানি চুক্তি হলেও চুক্তি অনুযায়ী পানি পাচ্ছে না বাংলাদেশের মুসলিমরা।

ভারত ও বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর রিপোর্টে দেখা যায়, গত কয়েক বছরে দু'দেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে ভারত ট্রানজিটের মাধ্যমে বাংলাদেশের যোগাযোগ, কানেক্টিভিটি, সমুদ্রবন্দর, সড়কপথ, রেল ও নৌপথ ব্যবহার করছে। বলতে গেলে বিনা শুল্কে ভারতের পণ্যাদি বাংলাদেশের ভূমি ও পথ ব্যবহার করে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে হচ্ছে। ভারতের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য পরিবহণের যে খরচ হয় বাংলাদেশের ভুখন্ড ব্যবহার করায় তার চেয়েও কম খরচ হচ্ছে। বাংলাদেশ কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে অনুরূপ সুবিধা ভারতের কাছ থেকে এখনো পাচ্ছে না।

এর আগে ২০১৮ সালের ৩০ মে গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিল, 'আমরা কারো কাছে কিছু চাই না। আমি নিতে পছন্দ করি না। সব সময় অন্যকে দিতে বেশি পছন্দ করি। আমরা ভারতকে যা দিয়েছি তা তারা সারা জীবন মনে রাখবে।'

বিগত দু'টি নির্বাচন অর্থাৎ ২০14 ও ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো নিয়ে ওই সময় প্রশ্ন উঠেছিল, তখন আওয়ামী লীগের পাশে ছিল হিন্দুত্ববাদী ভারত। এর প্রতিদান হিসেবে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতের তাবেদারী করে বাংলাদেশের মুসলিমদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে দালাল হাসিনা সরকার। প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছে তারা।

টানা ১৩ বছর ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগ ভারতকে বাংলাদেশের জন্য স্পর্শকাতর চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ বা ট্রানজিট- ট্রান্সশিপমেন্টের সুবিধা দিয়েছে।

### প্রতিরক্ষা সহযোগিতার নামে স্বাধীন দেশের উপর আগ্রাসনের সুযোগ

কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাংলাদেশে চীনের প্রভাব কমাতে এবার নয়াদিল্লী ঢাকার সাথে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে জোর দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালে যখন ভারত সফরে গিয়েছিল, তখন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ক একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের প্রাথমিক সমঝোতা হয়েছিল যে, যেকোন সময় ভারত বাংলাদেশে সামরিক কার্যক্রম চালাতে পারবে। সেই সমঝোতার ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সামরিক সরঞ্জাম কেনাসহ প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ব্যাপারে চুক্তি করার জন্য ভারতের দিক থেকে তাগিদ আসতে পারে। এমন ইঙ্গিত রয়েছে বলে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বলছে।

আগে ২০১৯ সালে যে সমঝোতা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ভারত বাংলাদেশকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে। আর সেই ঋণের আওতায় ভারত থেকে বাংলাদেশ সামরিক সরঞ্জাম কিনতে হবে। এ ব্যাপারে এবার চুক্তি সই হতে পারে।

### সীমান্তে বাংলাদেশী মুসলিমদের খুন

যদিও ভারত বিভিন্ন সময় সীমান্তে মানুষ হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু এরপরও তা বন্ধ না হওয়ায় বাংলাদেশে উদ্বেগ রয়েছে।

বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র দ্বিপক্ষীয় সীমান্ত, যেখানে দু'টি দেশ শত্রু না হওয়া সত্বেও অবিরাম মানুষ হত্যা চলছে।' এর ব্যাখ্যায় সে বলেছে, দিল্লি বারবার সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা বা শূন্যে নামিয়ে আনার কথা বলছে, কিন্তু মাঠে তার বাস্তবায়ন নেই।

জনাব তৌহিদ হোসেন আরো উল্লেখ করেন, সম্প্রতি সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের সপক্ষেই যুক্তি তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে ভারতের পক্ষ থেকে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে বসেই এমন জঘন্য করা বলেছিল হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ প্রধান।

'সীমান্ত অপরাধ থাকলে হত্যা হবে - এ ধরনের বক্তব্য দেয়া হচ্ছে ভারতের পক্ষ থেকে।'

'অপরাধ হলে তা আদালতে নেয়ার কথা। কিন্তু অপরাধী কিনা- সেটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করা - এটা সভ্য দেশের কাজ হতে পারে না।'

### ভারতের কথিত সোনালী সম্পর্ক, কিন্তু প্রাপ্তি কী

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। এই সময় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় ঘনিষ্ঠ বা ভালো বলে বলা হয়ে থাকে। সে কারণে বাংলাদেশের স্বার্থের ইস্যুতে মীমাংসা না হওয়ায় দালাল আওয়ামী লীগ সরকারকে রাজনৈতিকভাবে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'ভারত যা চায়, তা পায়। কিন্তু আমরা যা চাই, তা পাই না। এই সমালোচনা বাংলাদেশে রয়েছে।'

হিন্দুত্ববাদী ভারত তাদের দালাল হাসিনা সরকারের মাধ্যমে সব সুযোগ-সুবিধা নিলেও বাংলাদেশ কিছুই পায় না। তারা শুধু পারে বাংলাদেশীদের প্রয়োজনের সময় পানি আটকে রেখে ফসল নষ্ট করতে। আর বর্ষাকালে পানি ছেড়ে বাংলাদেশীদের ডুবিয়ে মারতে, আবাদী ফসল পচিয়ে দিতে। ভারতের মত ধূর্তবাজ কথিত বন্ধু যাদের আছে, তাদের শত্রুর প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

তবে দালাল হাসিনা সরকার এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল যতই ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বের অলীক গল্প প্রচার করুক, এদেশের সাধারণ মুসলিমরা জানেন যে, ভারত কখনোই আমাদের বন্ধু নয়; বরং সে মুসলিমদের রক্তপিপাসু। কাশ্মীর ও আসামসহ গোটা ভারতে মুসলিম গণহত্যার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলা ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদের তীব্র ঢেউ যে অচিরেই বাংলাদেশেও আঁছড়ে পরবে, এবং সেই প্রস্তুতিও যে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে - সে ব্যাপারেও বাংলাদেশের মুসলিমরা এখন অবগত।

মুসলিমদেরকে তাই হক্কানী উলামাদের ডাকে সারা দিয়ে নিজেদের ও পরিবার-পরিজনদের জান-মাল-ইজ্জত হেফাজতের জিম্মা নিজের কাঁধে নিতে প্রস্তুত হতে বলেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। তবে সবার আগে মুসলিমদেরকে নববী মানহাজ ও আদর্শে ফিরে আসতে হবে, এবং কাফেরদের এঁকে দেওয়া সীমানার বন্ধন মাথা থেকে ঝেরে ফেলে এক উম্মাহ হিসেবে চিন্তা করতে হবে। কেননা আসাম-আরাকান আর কাশ্মীরের মুসলিমদের রক্ত, আমাদেরই রক্ত।

লিখেছেন : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

১. শেখ হাসিনার ভারত সফর: আওয়ামী লীগের লাভ-ক্ষতির হিসাব - https://tinyurl.com/yyff8kwr

২. প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর - https://tinyurl.com/3m3v2mu6

---

## ০৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২২

### জায়নিস্ট আগ্রাসন || দুই দিনে দিনে ৪ ফিলিস্তিনি খুন করলো সন্ত্রাসী ইসরাইল

কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় আর গাদ্দার আরব শাসকদের নিরবতার মধ্যেই অব্যাহত রয়েছে দখলদার ইসরাইলি কর্তৃক ফিলিস্তিনি মুসলিম নির্যাতন ও খুনের ঘটনা। প্রতিদিন কেউ না কেউ খুন হচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরাইলের বর্বর সেনাবাহিনীর হাতে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত দুই দিনে ৪ ফিলিস্তিনি মুসলিম খুন হয়েছেন সন্ত্রাসী ইসরাইলিদের হাতে। তাদের মধ্যে পশ্চিমতীরে দুই ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইল। বৃহস্পতিবার পশ্চিমতীরের নাবলুস ও রামাল্লাহ শহরে ওই বর্বরতা চালায় ইসরাইলি সেনারা।

তাদের মধ্যে আল-আইন ক্যাম্পের বাসিন্দা মাহমুদ সুলাইমান খালেদকে ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করে ইসরাইলি সেনারা। ফিলিস্তিনি আরেক যুবক নিহত হন আল-কুদস এলাকায় কালান্দিয়া নামক একটি শরণার্থী ক্যাম্পে। তাকেও গুলি করে হত্যা করে ইসরাইলি সেনারা।

এছাড়াও গতকাল (৩ সেপ্টেম্বর) পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে আরও এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইল। মুসা আবু মাহামিদ নামে ৪০ বছর বয়সী অপর এক ফিলিস্তিনিও ইসরাইলের কারাগারে বন্দী অবস্থায় নিহত হয়েছেন।

সন্ত্রাসী ইসরাইল সহ অন্যান্য শত্রু জাতিসমূহ যেন বিশ্বের নানান প্রান্তে মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলিখেলায় মেতে উঠেছে। তারা যেন মুসলিম নিধনে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে; আর তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর দালাল শাসকগোষ্ঠী। সন্ত্রাসী ইসরাইল সহ শত্রু জাতিসমুহের এমন বিরতিহীন হত্যাকাণ্ড আর বিশ্ববাসীর নিরবতা মুসলিমদের এই বার্তায় দিচ্ছে যে, কথিত মানবতাবাদী আর বিশ্বমোড়লদের কাছে মুসলিমদের জন্য কোন মানবাধিকার নেই।

তাই আফগান-সোমালিয়ার মতো বিশ্বের সকল প্রান্তের মুসলিমদেরকেই নিজেদের স্বাধিকার আদায়ের ব্যাবস্থা নিজেদেরকেই করতে হবে বলে মতামত ব্যাক্ত করে আসছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। নববী মানহাজ ও আদর্শে ফিরে আসা ব্যতীত মুসলিমদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই বলেও মনে করেন তাঁরা।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Two Palestinians have been killed as Israeli forces launched several raids on refugee camps in the occupied West Bank this morning - https://tinyurl.com/5n6wf553

---

## 'অজ্ঞাত' গেরিলাদের গুলিতে বিজেপি নেতা নিহত

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন ঘি ঢালছে হিন্দুত্ববাদী নেতারা। তাদের উসকানি আর সহযোগিতায় উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে। মুসলিমমুক্ত অখণ্ড ভারত নির্মাণের ঘোষণা দিচ্ছে। তারা ধরেই নিয়েছে, মুসলিমদের উপর যতই কিছু করুক তাদের কোন সমস্যা হবে না। তাদেরকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু তারা ভুলেই গেছে, তাদের এসব অন্যায়ের জবাব দেওয়ারও কেউ আছে।

দিল্লি সংলগ্ন গুরুগ্রামে গত ০১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবালোকে এক হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। শহরের সবচেয়ে যানজটপূর্ণ এলাকা সদর বাজারের রেমন্ড শোরুমের ভেতরে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর হামলাকারীরা নিরাপদেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বিজেপি কর্তৃক নির্যাতনের শিকার মুসলিমদের অন্তরে কিছুটা হলেও সিতলতা দইয়েছে এই ঘটনা।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সোহনা মার্কেট কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুখবীর ওরফে সুখী বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে গুরুগ্রামের সদর বাজারের গুরুদ্বারা রোডে রেমন্ডের শোরুমে যায়। সেসময় ৪-৫ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি শোরুমে প্রবেশ করে গুলি চালায় তাকে লক্ষ্য করে। তারা ১০ রাউন্ডের বেশি গুলি চালায় বলে জানা গিয়েছে। এরপর রক্তাক্ত সুখবীরকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। গুলি চলার সময় শোরুমের ভেতরে উপস্থিত কর্মচারীরা প্রাণভয়ে আত্মগোপন করে কেউ তাকে বাঁচাতেও আসেনি।

শোরুমের কর্মচারীরা জানিয়েছেন যে সুখবীর কয়েকদিন আগে তার কুর্তা-পাজামা সেলাই করতে দিয়েছিল, যা সে এদিন নিতে আসে। তখনই এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা আগেও বেশ কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী নেতাদের উপর টার্গেট কিলিং চালিয়েছে 'অজ্ঞাত' ব্যক্তিরা। তবে ঘটনাটি যে হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে 'মুসলিম গণহত্যায়' ইন্ধন জোগানোর জন্যও ঘটানো হয়ে থাকতে পারে, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকরা; যদিও ঘটনার প্যাটার্ন এরকম সম্ভাবনার কথা বলছে না।

**তথ্যসূত্র :**

--------

১. গুরগাঁওয়ে বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুন! কাপড়ের দোকানে ঢুকতেই ঝাঁঝরা হল শরীর - https://tinyurl.com/2w8zfrd6

---

## পাকি-সেনাদের উপর টিটিপির প্রতিরক্ষামূলক হামলা, ৭ গাদ্দার সেনা হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'টিটিপি' সম্প্রতি দেশের ডেরা ইসমাইল খান, লাক্কি মারওয়াত এবং পেশোয়ারে আত্মরক্ষামূলক হামলা চালিয়েছে। এতে সামরিক বাহিনীর ৪ সদস্য নিহত এবং আরও ৩ সদস্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) গত ০২/০৯/২২ সেপ্টেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এধরণের হামলার দায় স্বীকার করেছে। ওমর খালেদ খোরাসানির (রহ.) শাহাদাতের পর ইসলামাবাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশি হামলা চালিয়েছে টিটিপি। প্রতিরোধ বাহিনীর পক্ষ থেকে তখন হামলার সত্যতা নিশ্চিত করা হলেও তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয় নি।

সম্প্রতি তাঁরা হামলার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এই পক্রিয়ায় পাকিস্তানি তালিবান (টিটিপি) ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা ইসলামাবাদের গাদ্দার সরকারি বাহিনীকে লক্ষ্য করে গত ২ সেপ্টেম্বরের পর ৩টি হামলা চালিয়েছেন। যেগুলো গাদ্দার সরকারী বাহিনীর উপর "প্রতিরক্ষামূলক" হামলা ছিলো বলে জানিয়েছে টিটিপি।

প্রথম হামলাটি চালানো হয় ডেরা ইসমাইল খান এলাকায়। যেখানে টিটিপির প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ১ পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

এরপর পেশোয়ারের রিগি টানা অঞ্চলে দ্বিতীয় হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। যেখানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী টিটিপি যোদ্ধাদের পথ অবরোধ করার চেষ্টা করে। পরে সেখানে সংঘর্ষ শুরু হয়, আর তাতেই ১ পুলিশ সদস্য নিহত এবং অন্য ৩ গাদ্দার সদস্য আহত হয়।

এদিকে বান্নু জেলার লেক্কি মারওয়াত অঞ্চলে সর্বশেষ আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে। যেখানে টিটিপি'র মুজাহিদদের লক্ষ্য করে ইসলামাবাদের গাদ্দার প্রশাসনিক ইউনিট আক্রমণ করে। তখন টিটিপির যোদ্ধারাও পাল্টা হামলা চালান। আর তাতেই ২ পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং আরও কতক সদস্য আহত হয়। যাদের মধ্যে একজন সিনিয়র অফিসারও রয়েছে বলে জানা যায়।

এটি লক্ষণীয় যে, গাদ্দার ইসলামাবাদ প্রশাসন এবং প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র মধ্যে গত মে মাসের শুরু থেকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হয়েছে। সময়ে সময়ে পাকিস্তানের হটকারিতার ফলে এই আলোচনা আটকে গেলেও, যুদ্ধবিরতি প্রক্রিয়াটি মনে চলে টিটিপি।

---

## বাংলাদেশে বিএসপি নামে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

এবার আর কোনো রাখঢাক না রেখেই ভারতের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এর আদলে বাংলাদেশে সনাতন পার্টি (বিএসপি) নামে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে।

গত ২৬ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি সভার মধ্য দিয়ে দলটি আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দুত্ববাদী এ সংগঠনটির নেতারা দাবি করছে যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারা রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য হিন্দু জাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

এর আগে ২০১৭ সালে সরাসরি ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বিজেপির নামানুসারেই বাংলাদেশ জনতা পার্টি (বিজেপি) নাম দিয়ে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। সে সময় তারা বলেছিল, ভবিষ্যতে বিজেপি বাংলাদেশের ক্ষমতায় গেলে যে কাজগুলো করবে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অর্পিত সম্পত্তি আইন পরিবর্তন ও দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন। অর্থাৎ যে সব হিন্দুরা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিল তাদের ফেরত এনে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে। সংবিধান সংশোধন করা হবে। হিন্দুদের মধ্যে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হবে। সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে ইত্যাদি।

সে সময় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হলে দলটির কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল উগ্রবাদী ঐ হিন্দুরা।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের দমন-পীড়ন নীতির কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরাই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি ভারতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের খুঁটিরজোর আর ভারত সরকারের প্রতি দালাল সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি। এসবই এদেশের হিন্দুদের নতুন করে আত্মপ্রকাশে ভুমিকা পালন করেছে বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

২০১৭ সালে বিজেপি নাম দিয়ে আত্মপ্রকাশের পর তারা যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছিল, এবার তারা সে অবস্থানে না গিয়ে কিছুটা কৌশলী অবস্থান নিয়েছে। বরাবরই হিন্দুরা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে। যেমনটা প্রিয়া সাহা ট্রাম্পের কাছে ৩৫ মিলিয়ন (৩.৫ কোটি) হিন্দু গুম হওয়ার হাস্যকর অভিযোগ দিয়ে ও নিজের ঘর নিজেই পুড়িয়ে দিয়ে অর্জন করতে চেয়েছিল; যদিও বাংলাদেশের মোট হিন্দু জনসংখ্যাই তার উল্লেখিত 'গুম'এর সজ্খারর থেকে কয়েক গুণ কম।

আর সেই ধারাবাহিকতায় এবারও এই উগ্রবাদী হিন্দুরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও নির্যাতন থেকে মুক্তির কাল্পনিক দাবির মাধ্যমে মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়ন ও ভারতের আগ্রাসন বৈধকরণের 'যৌক্তিক' অজুহাত তৈরির উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি তারা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর কথিত নির্যাতনের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালানোর মাধ্যমে এদেশে ভারতের সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার একটি গ্রহণযোগ্য প্রেক্ষাপট তৈরির চেষ্টা করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইতোমধ্যে দলটি আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে ২০০১ সাল থেকে দেশে কথিত হিন্দু নির্যাতনের বিচারের দাবি জানিয়েছে। এবং এটি যেহেতু হিন্দুত্ববাদী বিজেপির আদর্শের সংগঠন, আর বিজেপির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিমদের দেশ ছাড়া করে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েম করা, তাই এই বিএসপি'র উদ্দেশ্যও একই। তাদের রাজনৈতিক দল ঘোষনার উদ্দেশ্য ক্ষমতায় যাওয়া বা না যাওয়া নয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে সম্প্রীতি নষ্ট করে বাংলাদেশকে একটি অস্থিতিশীল সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা। যাতে করে এ দেশকে নিয়ে ভারত সরকার নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে পারে।

তাই বাংলাদেশের মুসলিমদের এখনই এই বিএসপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিৎ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতিকে অবগত করতে হবে। নতুবা হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন ও ভয়ংকর ষড়যন্ত্র থেকে এ দেশের কেউই রক্ষা পাবে না বলে মনে করছেন তাঁরা।

প্রতিবেদক : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

**তথ্যসূত্র :**

১। নতুন রাজনৈতিক দল ‘বিএসপি’র আত্মপ্রকাশ- https://tinyurl.com/426ky2w2

২। এবার বাংলাদেশ জনতা পার্টির (বিজেপি) আত্মপ্রকাশ - https://tinyurl.com/37s2aj34

---

## সামরিক ক্যাম্প ও কনভয়ে আল-কায়েদার হামলায় ট্যাঙ্ক ধ্বংস : হতাহত ২০ ক্রুসেডার

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় AU এবং ATMIS ক্রুসেডারদের সামরিক ক্যাম্প ও কনভয়ে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর অন্তত ২০ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২রা সেপ্টেম্বর সকালে, সোমালিয়ার কিসমায়ো শহরের কাছে একটি সামরিক ক্যাম্প লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি মর্টার হামলা চালিয়েছেন। যেটি ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। স্থানীয় সূত্রমতে, হামলার পর সামরিক ক্যাম্প থেকে ধুঁয়ার কুন্ডলী উঠতে দেখা গেছে। যেখানে বেশ কিছু সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে

গেছে। এসময় ঘাঁটিতে অবস্থানরত ৪ কেনিয়ান ক্রুসেডার এবং ২ সোমালি গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে। একই সাথে আরও ৯ কেনিয়ান সেনা আহত হয়েছে।

এদিকে গতকাল ৩ সেপ্টেম্বর দুপুরের কিছুক্ষণ পরে, শাবেলি রাজ্যের বালাদ শহর এবং বায়োদি শহরের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। সূত্র জানায়, মুজাহিদদের হামলার শিকার দুটি ঘাঁটিই ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর। সূত্রটি সামরিক বাহিনীর বরাতে জানায় যে, উভয় স্থানে মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ৫ সৈন্য আহত হয়েছে। তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হাওয়া আবদি এলাকায়ও হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা। যেটি ক্রুসেডার আফ্রিকান বাহিনী এবং মার্কিন-প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি যৌথ সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে চালানো হয়। যেখানে আশ-শাবাব যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ৩টি জ্বালানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়।

এভাবেই লাগাতার অভিযানের মাধ্যমে পূর্ব আফ্রিকায় গাদ্দার সরকার ও ক্রুসেডার জোটের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছেন শাবাব মুজাহিদিন। অত্র অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপকতর ও নিরঙ্কুশ বিজয়কে তাই খুবই নিকটবর্তী মনে করছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

---

## ০৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২২

### ভারতজুড়ে বোমা বিস্ফোরণ করে আরএসএস : প্রাক্তন সদস্যের স্বীকারোক্তি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন প্রাক্তন সদস্য বলেছে, তার সংগঠন 'আরএসএস' এবং এর সহযোগী সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' ২০০০-এর দশকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নির্বাচনে জয়ী হতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও তারা বেশ কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সারা দেশে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ হল মূল সংগঠন এবং ক্ষমতাসীন বিজেপি সহ হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির একটি আদর্শিক মেরুদণ্ড।

যশবন্ত শিন্ডে, সে ১৯৯০ সাল থেকে আরএসএস-এর সাথে যুক্ত বলে জানায়। তার হলফনামায় শিন্ডে জানিয়েছে, কাশ্মীর রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলার একটি মসজিদে হামলার জন্য সে বোমা তৈরি করে দিয়েছিল।

১৯৯৯ সালে শিন্ডে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ইন্দ্রেশ কুমারের নির্দেশে "হিমাংশু এবং তার ৭ বন্ধুকে জম্মুতে নিয়ে গিয়েছিল...[যেখানে] তারা মুসলিম হত্যার জন্য ভারতীয় সেনা বাহিনীর কাছ থেকে আধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল।"

১৯৯৮ সালের দিকে শ্রীনগরের শঙ্করাচার্য মন্দিরে ইন্দ্রেশ কুমার এবং সিনিয়র আরএসএস প্রচারক প্রয়াত শ্রীখন্ত জোশীর সাথে শিন্ডে চার বছর পরে, ২০০৩ সালে সে এবং পানসে "পুনের সিংহগড়ের কাছে অনুষ্ঠিত একটি বোমা-প্রশিক্ষণ শিবিরে" যোগ দেয়।

**তার হলফনামায় শিন্দে শিবিরে যা ঘটেছিল তা বর্ণনা করেছে।**

সে বলেছে, মিঠুন চক্রবর্তী ছদ্মনামে এক ব্যক্তি সকাল ১০ টায় ক্যাম্পে পৌঁছায়। এবং বিভিন্ন দলে দুই ঘন্টার প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণার্থীদের বোমা তৈরির জন্য ৩-৪ ধরনের বিস্ফোরক পাউডার, পাইপের টুকরো, তার, বাল্ব, ঘড়ি ইত্যাদি সামগ্রী দেওয়া হয়।

...প্রশিক্ষণের পর আয়োজকরা প্রশিক্ষণার্থীদের একটি গাড়িতে করে নির্জন বনাঞ্চলে নিয়ে যায় বোমা পরীক্ষা করার জন্য। সেখানে বিস্ফোরণের মহড়া চালানো হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের বলা হয় একটি ছোট গর্ত খনন করবে, তাতে টাইমার সহ বোমা রাখবে, পরে মাটি দিয়ে ঢেকে দেবে।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ভারত জুড়ে বোমা হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস ছড়িয়েছে ও ছড়াচ্ছে। মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাতে তাদের কর্মীদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক বছর ধরেই। আর দেশীয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ তো তারা প্রকাশ্যেই করাচ্ছে। অন্যদিকে কোন কারণ ছাড়াই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন মুসলিমদের আতঙ্কবাদী তকমা দিয়ে আটক করছে। এখন কি সুস্থ মানসিকতার ব্যক্তিরা বলবেন যে, মুসলিমরা প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রস্তুতি নিলে তা 'অন্যায়' হবে!

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা যে অনিবার্য লড়াইয়ের জন্য তৈরী হচ্ছে এ কথা মুসলিম বিশ্লেষকগণ বহু আগে থেকেই বলে আসছেন। প্রাক্তন আরএসএস সন্ত্রাসীর স্বীকারোক্তি সেই কথাকেই আরো দৃঢ় করেছে। এখন তাই - রক্তাক্ত ভবিষ্যৎ কিংবা সংগ্রাম ও প্রতিরোধ - মুসলিমদেরকে এই দু'টির যেকন একটি বেছে নিতে হবে বলে মত দিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ। কারণ চোখ বুজে থাকলেও সংঘাত ঠিকই খুঁজে নেবে উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে।

তথ্যসূত্র:

--------

**1.** 'They are polarising India': Ex RSS worker on why he filed affidavit claiming VHP, RSS set off bombs - https://tinyurl.com/299uw9wh - https://tinyurl.com/2ac7nseu

**2.** video link:- https://tinyurl.com/hw5be2df

## হাসানের যুদ্ধ কৌশলে পানি ঢাললো আশ-শাবাব : প্রথম আঘাতেই বেহাল দশা গাদ্দার সরকারের

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় যুদ্ধের আগুন দিন দিন আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দেশটিতে অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ বাহিনীতে পরিণত হয়েছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যাদের অগ্রযাত্রা রুখতে সোমালি ও পশ্চিমা দেশগুলো বিভিন্ন সামরিক কৌশল অবলম্বন করে আসছে। কিন্তু তাদের এসব কৌশলে কোনোটিই কাজে আসছে না।

ফলে দেশটির সরকার আশ-শাবাবকে রুখতে নতুন করে ব্যার্থ কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। এই লক্ষ্যে দেশটির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ হাসান স্থানীয় মিলিশিয়াদের আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে একত্রিত করছে। হাসান তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেনো বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে স্থানীয় মিলিশিয়াদের একত্রিত করে, এবং তাদেরকে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোতায়েন করে। প্রেসিডেন্টের এই নির্দেশের পর বিভিন্ন অঞ্চলের সশস্ত্র সন্ত্রাসী এবং উপজাতীয় দস্যুদের একত্রিত করে মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তুলতে শুরু করেছে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী। যাদেরকে একত্রিত করার পর অস্থায়ী সামরিক কেন্দ্রে প্রশিক্ষণও দিতে শুরু করেছে সেনাবাহিনী।

স্থানীয় সূত্র মতে, সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে, মিলিশিয়া গ্রুপগুলোকে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানের সামনের সারিতে ব্যবহার করবে। অর্থাৎ মিলিশিয়াদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবে। যারা আশ-শাবাবের হামলায় নিহত হলে বলা হবে যে, আশ-শাবাব বেসামরিক লোকদের হত্যা করছে।

যাইহোক, সরকার তার এই কৌশল বাস্তবায়নে দেশটির হিরান, জালাজদুদ, জিযু এবং বকুলের অঞ্চলের মিলিশিয়াদের জড়ো করতে শুরু করেছে। যেখানে যুদ্ধ এখন সবচাইতে তীব্রভাবে চলছে, যেখানে সরকার আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে দাড়াতে ব্যার্থ হচ্ছে।

সরকার যখন এমন হাস্যকর কৌশল অবলম্বন করছে, তখন আশ-শাবাবও বসে নেই। তাঁরা গত বৃহস্পতিবার থেকেই এসব মিলিশিয়াদের অবস্থানগুলি খুঁজে খুঁজে ধ্বংস করতে শুরু করেছেন। যেসব মিলিশিয়াদের একত্রিতই

করা হয়েছে আশ-শাবাবকে প্রতিহত করতে, তারা এখন আশ-শাবাবের আসার খবর পেয়েই এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে।

আল-আন্দালুস রেডিওর তথ্য মতে, আজ ৩ সেপ্টেম্বর সকালে হিরান অঞ্চলের মাহাস জেলায় সরকার কর্তৃক মিলিশিয়াদের সরবরাহ বহনকারী একটি কনভয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছে আশ-শাবাব। যাতে সরবরাহ বোঝাই ৮টি গাড়ি ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ। এসময় কমপক্ষে ৫০ মিলিশিয়াকেও হত্যা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। একইভাবে শুক্রবার রাতেও মাউইসলি মিলিশিয়াদের জন্য খাদ্য সহায়তা বহনকারী একটি কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে তাদের সবকিছু জব্দ করেন মুজাহিদগণ। সেই সাথে ১৭ এর বেশি মিলিশিয়াকে হত্যা করেন।

এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, বালাডওয়েন জেলায় ম্যাকাউইসলি স্থানীয় মিলিশিয়াদের উপর হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাদেরকে একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী। আর মধ্যরাতে মুজাহিদগণ এই ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে বসেন। ফলে ২৪ এরও বেশি মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়। বাকিরা অস্থায়ী ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ৪টি গাড়ি জব্দ করেন।

সর্বশেষ আজ ৩ আগস্ট বিকালে, শাবেলি সুফলা রাজ্যের বেলেডোগল এয়ারবেসের কাছে আরও একটি সামরিক কনভয়ে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যেখানে পশ্চিমা গোলাম সামরিক বাহিনীর ৩টি জ্বালানী ট্রাককে ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ।

এদিকে আশ-শাবাবের একের পর এক এসব দুর্দান্ত হামলার ফলাফল দেখে একপ্রকার কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে সরকার সংশ্লিষ্ট দালাল মিডিয়াগুলো। তারা সরকারের ব্যার্থতা ঢাকতে প্রচার করছে যে, আশ-শাবাব মানুষের পণ্যবাহী ট্রাক, বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, বেসামরিক লোকদের হত্যা ও বন্দী করছে। অথচ হামলার শিকার এরা কেউই কিন্তু বেসামরিক লোক নয়; বরং তারা সরকারের নতুন যুদ্ধ কৌশলের একটি অংশ ও মিলিশিয়া সদস্য। যারা বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী বাড়িঘর (ক্যাম্প) তৈরি করেছে।

উল্লেখ্য যে, গত আগস্টে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সোমালি প্রশাসন আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এই ঘোষণার পরপরই রাজধানীর সবচাইতে সুরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত হায়াত হোটেলে ৩দিন ধরে হামলা চালায় আশ-শাবাব। যাতে প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় ২০০ কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য হতাহত হয়। আশ-শাবাব মুখপাত্র তখন প্রেসিডেন্ট হাসানকে 'বোকা' বলে সম্বোধন করেন। প্রসিডেন্টের নতুন যুদ্ধ কৌশল যেন আবারো আশ-শাবাব মুখপাত্রের সেই উক্তিকেই স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

---

## ভারতে মুসলিমদের ঈদগাহে গণেশ পূজা : স্থান দখলের নিকৃষ্ট চক্রান্ত

হিন্দুত্ববাদী ভারতে হিন্দুরা মুসলিমদের ধর্মীয় স্থানগুলোতে কর্তৃত প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেমেছে। মুসলিমরা যেখানে ইবাদত করে সেখানেই হিন্দুদের পূজা করতে হবে, হনুমান চালিশা পড়তে হবে- এটাকে যেন নিওম বানিয়ে ফেলেছে তারা। বিশ্লেষকরা বলছেন, এর মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের স্থানগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। অন্যথায়, তাদের কল্পিত দেবতার পূজা করার জন্য হিন্দুদের তো জায়গার অভাব নেই।

দখরদারিত্বের অংশ হিসেবে হিন্দুত্ববাদী কর্ণাটক সরকার বেঙ্গালুরু এবং হুবলির ইদগাহ ময়দানে হিন্দুদের গণেশ চতুর্থী উদযাপনের জন্য মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে।

কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এই দুই শহরের ইদগাহ মাঠে প্যান্ডেল করতে চেয়েছিল। অথচ, সেখানে গত ২ শত বছরের অধিক সময় ধরে মুসলিমরা ইদের নামায আদায় করে আসছে। কখনো হিন্দুদের পূজা করা হয়নি। তাহলে এখন কেন এই উন্মাদনা? হিন্দু আয়োজকরা কি তাদের পুজো করার জন্য অন্য কোনও জায়গা পেতে পারেনি?

স্থানীয় মুসলিমরা জানিয়েছেন, আমরা জানি এটা মোটেও পুজোর কথা নয়। বা এটি স্থানের অভাব হওয়ার কারণে নয়। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি নিজেই বিষয়টি স্পষ্ট করেছে; সে আদালতকে বলেছিল যে, জায়গার একেবারেই অভাব ছিল না। কিন্তু তারা চেয়েছিল এই ইদগাহ মাঠে গণেশ প্যান্ডেল বসাতে। যাতে মুসলিমদের স্থানগুলো তাদের দখলে নিতে পারে।

হিন্দুত্ববাদীরা চক্রান্ত চালাচ্ছে, ঈদগাহ ময়দান এবং এর মতো অন্যান্য স্থানের উপর মুসলমানদের দাবিকে দুর্বল করে দিতে। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের এই জাতীয় স্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে।

হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ও উগ্র হিন্দু দলগুলোর গণেশ পূজার আড়ালে একটি নতুন চক্রান্ত শুরু করতে চায়। তারপরে এটির এই ভিত্তি করে অন্যান্য প্রোগ্রাম এবং ইভেন্টগুলো করার চেষ্টা করবে। ফলে ধীরে ধীরে সেগুলো মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। কারণ তাদের কাজই হল প্রথমে একটি স্থানের ব্যাপারে বিতর্ক তৈরী করা পরে হিন্দুত্ববাদী আইন আদালতের মাধ্যমে পুরাপুরি দখল করা। যেমনটা হয়েছিল বাবরী মসজিদের ক্ষেত্রে।

গণেশ চতুর্থীর আয়োজনের জন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে ছিল- রাম সেন এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ - যারা হুবলি ইদগাহ মাঠে প্যান্ডেল তৈরি করেছিল। ঠিক একই পন্থায় আরএসএসের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক বাবরি মসজিদের জমি চেয়েছিল। এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো চায়, মুসলমানরা তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেক।

অযোধ্যা, বারাণসী, মথুরা, হুবলি এবং বেঙ্গালুরুসহ সব জায়গাতেই মুসলমানদের ধর্মীয় স্থানগুলো দখল করার চক্রান্ত চলছে। অনেকগুলো স্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই আদালতে মামলা চলছে। আর বাবরী মসজিদের স্থান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী আদালত। এভাবে একে একে সবকিছু দখল করে মুসলিমদের ভারতছাড়া করার চূড়ান্ত নীলনকশা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। তাই বিষয়গুলোকে হালকাভাবে না নিয়ে মুসলিমদের উচিত অনাগত ভবিষ্যতের অনিবার্য সংঘাতের প্রস্তুতি নেওয়া - এমনটাই মত ইসলামি চিন্তাবীদদের।

**তথ্যসূত্র:**

--------

1. Ganesh Chaturthi at Idgah Grounds Is An Effort to Turn Muslim Spaces 'Public' - https://tinyurl.com/kx8neh7v


---

## বাংলাদেশে ৭১ ভাগ মানুষ দুর্নীতির শিকার

বিএনপির আমলে দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আজ আওয়ামিলীগের হাতে মহা চ্যাম্পিয়নের অবস্থানে। এমন কোন খাত নেই যেখানে দূর্নীতি হচ্ছেনা। সকল সেক্টরে যেন চলছে দূর্নীতির মহোৎসব।

দেশের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ পরিবার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। আর ২০২১ সালে দেশের সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা খাত হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। এর পরের তালিকায় রয়েছে-পাসপোর্ট, বিআরটিএ, বিচারিক সেবা, সরকারি স্বাস্থ্য সেবা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভুমি সেবা।

এছাড়া ঘুস নেওয়ার দিক থেকে তালিকার প্রথমে আছে পাসপোর্ট অধিদপ্তর। এর পরেই রয়েছে-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিআরটিএ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি সেবা ও বিচারিক সেবা।

গত ৩১ আগস্ট ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। দেশের অসংখ্য খাতের মধ্যে মাত্র ১৭টি সেবা খাত ধরে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'সার্বিকভাবে সেবা খাতে দুর্নীতি বেড়েছে। সেবা খাতের দুর্নীতির এই চিত্র উদ্বেগজনক। শুধু সেবা খাতের ‘পেটি করাপশনের (ছোট দুর্নীতি)’ মাত্রাই এত ব্যাপক। বড় প্রকল্প, বড় কেনাকাটায় দুর্নীতির মাত্রা আরও বেশি বলেই ধারণা করা যায়।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ পরিবার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর পরেই রয়েছে পাসপোর্ট ৭০ দশমিক ৫ শতাংশ, বিআরটিএ ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ, বিচারিক সেবা ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ, সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ভূমি সেবায় ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ। আর ঘুস গ্রহণের জরিপে উঠে এসেছে, ৪০ দশমিক ১ ভাগ সেবাগ্রহীতাকে

ঘুস দিতে হয়েছে। এরমধ্যে পাসপোর্টে ৫৫ দশমিক ৮ ভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ৫৫ দশমিক ৭ ভাগ, বিআরটিএ ৫০ দশমিক ২ ভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৩৩ দশমিক ৫ ভাগ, ভূমি সেবা ৩১ দশমিক ৫ ভাগ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ২০১৭ সালে ছিল ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ।

পরিবার প্রতি ঘুস ৬ হাজার ৬৩৬ টাকা : বিভিন্ন সেবা পেতে প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ৬ হাজার ৬৩৬ টাকা ঘুস দিতে হয়েছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ১২ মাসে দেশে ঘুস দেওয়া টাকার পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৮৩০ কোটি। মোট ১৭টি সেবা খাতে এই ঘুষের টাকা দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এই হিসাবে দেশে মাথাপিছু ঘুস দেওয়ার পরিমাণ ৬৭১ টাকা। এর আগে ২০১৭ সালে টিআইবির জরিপে প্রতিটি পরিবারকে গড়ে ঘুস দিতে হয়েছিল ৫ হাজার ৯৩০ টাকা; ২০২১ সালে তার পরিমাণ বেড়েছে।

আসলে এসব কিছুই হচ্ছে পশ্চিমা এলিট গণতান্ত্রিক সিস্টেমের ফসল। ইসলামি শরিয়াতের অনুপস্থিতে দূর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী ও নেতা-কর্মীরা একদিকে পশ্চিমা ও স্থানীয় প্রভুদের সন্তুষ্টকরতে দেশ ও জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দিচ্ছে; আর অপরদিকে দুর্নীতির সাগর বানিয়ে নিজেরা আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। বিপরীতে এর জের টানতে হয় দেশের সাধারণ মানুষকে। মানুষ দিনভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটুনির পরও পরিবারে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারছেনা। আর প্রচলিত গণতান্ত্রিক এলিট শাসকরা প্রত্যেকেই নিজেদের জাতির কর্ণধার হিসেবে উপস্থাপন করে জাতিকে ধোঁকা দিলেও, ক্ষমতা শেষ হলেই বেড়িয়ে আসে তাদের দূর্নীতির ফিরিস্তি। দেখা যায় কোটি কোটি ডলার আত্মসাৎ করে পাচার করেছে বিদেশে।

দেশের এই ক্রান্তিকাল আমাদের এই বার্তাই দিচ্ছে যে, ইসলামি শরিয়াতের আইন ব্যতীত মানব রচিত আইন দিয়ে দূর্নীতি ও দুঃশাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কখনোই সম্ভব না। তাই দূর্নীতি ও দুঃশাসনমুক্ত সমাজ গড়তে কথিত এইসব পশ্চিমা তন্ত্র-মন্ত্রের পথ পরিহার করে ইসলামি শরিয়াত প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করতে হবে বলে জানিয়েছেন হকপন্থী আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

--------

১। দেশের ৭১ ভাগ মানুষ দুর্নীতির শিকার- - https://tinyurl.com/2fm4r2vz

---

## সোমালিয়া | আল-কায়েদার হামলায় ১১ সেনা নিহত, বন্দী আরও এক

সোমালিয়ার ওয়ারমাহান ও কিসমায়ো শহরে একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সরকারের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা সহ অন্তত ৮ সেনা নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে গত ১ সেপ্টেম্বর ঘণ্টায় ব্যাবধানে বেশ কিছু হামলা ও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এর মধ্যে আফজাওয়ে শহরের উপকণ্ঠে ওয়ারমাহান এলাকায় একটি হামলায় কমপক্ষে ৬ সেনা নিহত হয়েছে।

আশ শাবাব মুজাহিদিন এসময় এলাকায় প্রবেশ করে এক সশস্ত্র সৈন্যকেও বন্দী করে নিয়ে গেছেন। এসময় হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা নিহত ও বন্দী সেনাদের অস্ত্রগুলি জব্দ করেন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বিকেলে কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে আবদাল্লা বিরোল এলাকায় কেনিয়ান সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতেও কামান দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে কেনিয়ান সামরিক ঘাঁটির ভিতরে ১০টি পর্যন্ত শেল পাওয়া গেছে, তবে সরকারিভাবে এই ঘটনায় হতাহতের কোন তথ্য প্রকাশ করা হয় নি।

এদিন কিসমায়োর উপকণ্ঠে ইউনটুয় এলাকায় জুব্বাল্যান্ড প্রশাসনের মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করেও ২টি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। বিস্ফোরণে এক সেনা নিহত এবং অপর ৩ সেনা আহত হয়েছে।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর ওয়াদজার ও দীনালি শহরেও এদিন ২টি পৃথক হামলা চালানো হয়েছে। এরমধ্যে ওয়াজারে চালানো হামলায় দেশটির পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা "হাসান উইশ" নিহত হয়।

আন্দালুস রেডিওর অনুযায়ী, বরকতময় এই হামলাগুলো ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক চালানো হয়েছে।

---

## ০২রা সেপ্টেম্বর, ২০২২

### শোক সংবাদ | মসজিদে বোমা হামলায় আফগানিস্তানের বলিষ্ঠ ও সাহসী আলেম সহ ৭৩ জন হতাহত

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের হেরাত শহরের একটি মসজিদে জুমার নামাজের সময় আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দেশটির সুপরিচিত ও ধর্মীয় আলেমে দ্বীন মাওলানা মুজিবুর রহমান আনসারী শহীদ হয়েছেন।

অত্যন্ত শোকের বিষয় যে, আজ ২ সেপ্টেম্বর পবিত্র জুমার সালাতের সময় আফগানিস্তানের হেরাতের গুজেরগাহ মসজিদে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়েছে। নৃশংস এই হামলার ঘটনায় ২৮ জন শহীদ ও ৪৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। اناللہ واناالیہ راجعون

দূর্ভাগ্যবশত ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের কাপুরুষোচিত এই হামলায় শহীদ হন দেশটির বলিষ্ঠ, সাহসী ও প্রখ্যাত ধর্মীয় আলেম মাওলানা মুজিবুর রহমান আনসারী (রহ.)।

মাওলানা আনসারী আফগানিস্তানের, বিশেষ করে হেরাত প্রদেশের নেতৃস্থানীয় আলেমদের মধ্য থেকে একজন। তিনি এমন একজন আলেমে দ্বীন, যিনি মার্কিন দখলদারিত্বের সময়ও মার্কিন বাহিনী এবং গাদ্দার কাবুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করেছেন।

মাওলানা মুজিবুর রহমান আনসারী অতীত ও বর্তমান কোনো সময়ই তালিবানের সদস্য ছিলেন না। এরপরও তাকে বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তু করেছে শত্রুরা।

ইরাক থেকে উঠে আসা খারেজী ও সন্ত্রাসী আইএসআইএস নৃশংস এই হামলাটি চালিয়েছে বলে জানা গেছে। খারেজী আইএসআইএস এর আগেও সারা দেশে অনেক মসজিদে বোমা হামলা চালিয়েছিল, একই সাথে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের শহীদ করেছে এরা। যে সকল সম্মানিত আলেমগণ অতীত বা বর্তমানে কখনোই তালিবানের সদস্য ছিলেন না।

**নৃশংস এই হামলা পরবর্তী হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ভিডিও ...**

https://k.top4top.io/m_2436jwfqe2.mp4

---

## চীনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের প্রতিবেদন : আস্থা নেই উইঘুর ও বিশ্লেষকদের

সম্প্রতি পূর্ব তুর্কীস্তানের প্রতি চীনের ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে; তবে এর প্রতি কোন আস্থা পাচ্ছেন না উইঘুর মুসলিমরা। উক্ত প্রতিবেদনে উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চীনের নির্যাতনের "গ্রহণযোগ্য প্রমাণ" খুঁজে পেয়েছে প্রতিবেদকরা।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন মতে, উইঘুর মুসলিমদের কথিত পুনঃশিক্ষার পেছনে চীন যে "সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের" অজুহাত দেখিয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। জাতিসংঘ বলছে, উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চীন প্রশাসন বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। উইঘুর মুসলিমদের জোরপূর্বক জন্ম নিয়ন্ত্রণ, আটক, ধর্ষণ, হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ করেছে চীনের প্রশাসন।

উক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশের আগে চীন বারবার জাতিসংঘকে সেটি প্রকাশ না করার চাপ দিয়েছিল। এমনকি চীন তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

জাতিসংঘের এই প্রতিবেদন প্রকাশ পাবার পর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন চীনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে বলেছে। যদিও উইঘুর মুসলিমরা এতে তেমন কোন আস্থা পাচ্ছেন না।

তুরস্কে বসবাসকারী এক মহিলা উইঘুর শরণার্থী মুকার্‌রাম আবিতগলু আলজাজিরার এক সাংবাদিককে বলেন, "পাঁচ বছর হয়ে গেছে, চীন অনেক উইঘুর মুসলিম যুবককে হত্যা করেছে, শিশুদেরকে এতিম করেছে, জাতিসংঘ উইঘুরদের জন্য যা করছে তা আসলে যথেষ্ট নয়।"

মুকাররাম আবিতগলু পাঁচ বছর ধরে তুরস্কে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছেন। সেখানে তিনি একটি দোকান চালিয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করছেন। আবিতগলুর স্বামী ও দুই সন্তান এখনও চীনে রয়েছেন। পাঁচ বছর ধরে তাঁদের কোন খবর তিনি পাননি।

অপর এক উইঘুর মুসলিম আব্দুস সালাম তেক্‌লিমাকান বলছেন, জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনটি আরও আগে আসা উচিত ছিল। এমন একটি প্রতিবেদন তাদের এতদিন ধরে আটকে রাখা উচিত হয় নি।

মূলত উইঘুর মুসলিমদের পক্ষে জাতিসংঘ উক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলেও, তারা মনে করছে এতে বিশেষ কোন কিছু পরিবর্তন হবে না। বরং চীন তাদের আগের নীতিতেই অটল থাকবে।

উইঘুর মুসলিমরা বিগত কয়েক দশক ধরে, বিশেষ করে গত সাত-আট বছর ধরে চীনের অমানবিক ও বিকৃত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং পুরো বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব তা চুপ করে শুধু দেখে যাচ্ছে। আর জাতিসঙ্ঘ তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রতিবেদন-বিবৃতি প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

বিশ্লেষকদের মত হলো, কথিত জাতিসঙ্ঘ এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে মূলত নিপিরিত উইঘুরদের জন্য 'কিছু করা'র দায় সেরে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। এমনকি তাদের এই প্রতিবেদন উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতনের বিষয়টিকে সহজশ্রাব্য ও সহজগ্রাহ্য করে তুলেতেই ভূমিকা রাখছে বেশি।

উইঘুর মুসলিমদের এই করুন দশার প্রেক্ষিতে তাই হক্কানী উলামাগণ মুসলিম উম্মাহকে উইঘুর মুসলিমদের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমদের কথা, বর্বর চীনাদের নিষ্ঠুরতার নানা দিক - এগুলো উম্মাহের যুবকদের সঠিক মাত্রায় জানিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করাও এখন আমাদের কর্তব্য বলে মনে করেন তাঁরা। এতে উইঘুর ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহের মাঝে একটি ঐক্যের সৃষ্টি হবে এবং বর্বর চীনের বিরুদ্ধে সকলে একসাথে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌।

তথ্যসূত্রঃ

---------

1. Uighurs fear UN report on abuse of China's Uighurs will go ignore - https://tinyurl.com/4tjbhea9

---

## গণহত্যার প্রস্তুতি || হরিদ্বারে মুসলিম এলাকায় হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের হামলা

ভারতে মুসলিমদের উপর গণহত্যা শুরু করতে যেন তর সইছে না উগ্র হিন্দুদের। নানাভাবে মুসলিমদের উসকানি দিয়েও যখন মুসলিমদের পক্ষ থেকে হামলা চালানোর কোন ছুতো পাচ্ছে না, তখন বিনা কারণেই এবার হরিদ্বারে মুসলিম বাসিন্দাদের উপর প্রকাশ্যে হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সন্ত্রাসীরা।

গত ০১ সেপ্টেম্বর সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা হরিদ্বারের ঝাড়খণ্ডে মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে। তারা মুসলিম নারী-পুরুষ সকলের উপরেই নির্মমভাবে নির্যাতন করে, মুসলিমদের দোকান ও সম্পত্তি ভাংচুর করে। মুসলিম নারীদেরকে হিন্দুত্ববাদীদের ভয়ে দৌড়ে পালাতে দেখা গেছে। ভিডিওজুড়েই শুধু ছিল মুসলিম নারীদের ভয়ার্ত আর্তনাদ।

ভিডিওতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের আঘাতে একজন মুসলিম মুরুব্বীর মাথা ফেটে জামা কাপড় রক্তাক্ত হতেও দেখা গেছে। স্থানীয় মুসলিমরা জানিয়েছেন, বিনা উসকানিতে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

মুসলিমদের দুর্বলতা আর বুদ্ধিভিত্তিক পরাজয়ের কারণে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছে। বিচারহীনতা আর হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতায় দিন দিন তাদের রক্তপিপাসা বেড়েই চলেছে। মুসলিমদের রক্ত নিয়ে যেন হোলি খেলায় মেতেছে হিন্দুরা।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টি আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইসলামিক বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

--------

1. Bajrang Dal Attacks a Muslim Locality in Haridwar - https://tinyurl.com/4jre7dyn

2. Video link - https://tinyurl.com/2p8eawjc

---

## আগস্ট মাসজুড়ে ১৯ কাশ্মীরি মুসলিমকে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদীরা

দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে গত আগস্ট মাস জুড়ে মোট ১৯ জন বেসামরিক কাশ্মীরি মুসলিমকে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদীরা। স্বাধীনতাকামী আন্দোলন শুরুর পর বিশেষ করে ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন বাতিলের পর হিন্দুত্ববাদীরা কাশ্মীরে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বারিয়ে দিয়েছে।

কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের রিসার্চ সেকশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৮ জন যুবককে বিভিন্ন ভুয়া এনকাউন্টারের নামে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদীরা। এছাড়াও ৪ জন নারীকে বিধবা এবং ১৪ জন শিশুকে এতিম করেছে তারা।

পুরো আগস্ট জুড়ে হিন্দুত্ববাদীদের সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিশেষ তদন্ত সংস্থা (এসআইএ) এবং জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এর সন্ত্রাসীরা ১৫০ জন বেসামরিক মুসলিম নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে। এমনকি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপরেও সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী গুলি ও টিয়ারগ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে কমপক্ষে ১৮ জনকে আহত করেছে। এছাড়াও পুরো আগস্টে তারা কাশ্মীরের তিনটি বাড়ি ধ্বংস করেছে, যা ছিল মুসলিমদের মালিকানাধীন।

হিন্দুত্ববাদীদের দমন নিপীড়নের সবচেয়ে বড় শিকার হলো কাশ্মীরের বিভিন্ন সাংবাদিক ও এক্টিভিস্টরা। কাশ্মীরে স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে খুবই কঠোর নীতি অনুসরণ করে দখলদার হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। আর বিশ্লেষকগণ এব্যাপারে একমত যে, প্রকাশিত এই সংখ্যাগুলোর চেয়ে প্রকৃত হতাহত আর নির্যাতিত মুসলিমের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। মিডিয়াগুলো অনেক চাপের মুখে প্রকৃত সংখ্যা লুকিয়ে কম সংখ্যা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

মূলত পুরো কাশ্মীরকে একটি উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত করে রেখেছে হিন্দুত্ববাদীরা। দখলদার ভারত সরকার গুম, খুন, বন্দী ইত্যাদির মাধ্যমে জোরপূর্বক কাশ্মীরের মুসলিমদের ওপর নিজেদের হিন্দুত্ববাদী আদর্শ চাপাতে মরিয়া। কাশ্মীরে হিন্দুদেরকে ব্যাপক ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প হাতে নেওয়ার এবং অকাশ্মীরি হিন্দুদেরকে সেখানকার ভোটাধিকার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা। আর এর মাধ্যমে তারা মূলত কাশ্মীরে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বদলে দিতে চাইছে; যাতে করে মুসলিমদেরকে আরো কোণঠাসা করে কাশ্মীরে নিরঙ্কুশ হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা যায়।

হক্কানী উলামাগণ তাই অনেক বছর ধরেই বল আসছেন যে, কাশ্মীরি মুসলিমদের এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে অবশ্যই তাদেরকে ইতিমধ্যে শুরু হওয়া প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরো জোরদার করতে হবে। মুসলিম উম্মাহকেও কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহযোগিতা করতে হবে। কারণ কোন জাতিসংঘ বা কথিত মানবাধিকার সংস্থা কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে বর্তমান এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে আসবে না।

প্রতিবেদক : আবু উবায়দা

তথ্যসূত্র :

---------

1. Indian troops martyr 19 Kashmiris in August - https://tinyurl.com/4nka8sy8

---

## বাগরাম এয়ার-বেসে তালিবানদের আকর্ষণীয় সামরিক কুচকাওয়াজ

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বীর মুজাহিদিন ও দখলদার মার্কিন জোট বাহিনীর মাঝে বিগত ২০ বছর ধরে চলে আসছিলো রক্তক্ষয়ী এক লড়াই। দুই দশকের এই লড়াই শেষে গত বছরের ৩১ আগস্ট রাতের আধারে আফগানিস্তান ছেড়ে যায় সর্বশেষ দখলদার সেনাটিও।

ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন দেশ থেকে দখলদার সেনাদের প্রত্যাহারের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গত ৩১/৮/২২ তারিখে একটি সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে। আর এই কুচকাওয়াজের আয়োজনটিও করা হয়েছে আফগানিস্তানে গত দুই দশক ধরে আগ্রাসী ন্যাটো এবং আমেরিকান বাহিনীর বৃহত্তম বাগরাম সামরিক ঘাঁটিতে। যা আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশের বাগরাম জেলায় অবস্থিত। সামরিক এই সদর দপ্তরটি থেকেই মার্কিন বাহিনী গত দুই দশক ধরে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে সবচাইতে বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে।

বাগরামে অনুষ্ঠিত এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের প্রধানমন্ত্রী মোল্লা হাসান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুব, চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ক্বারি ফসিহউদ্দিন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ও মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ (হাফি.) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বাগরাম ঘাঁটিতে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কারণ বলতে গিয়ে মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ বলেন, আমেরিকানরা ২০ বছর ধরে বাগরাম বিমানবন্দর থেকে আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ করেছে এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। এখানে তারা একটি কারাগারও তৈরি করেছিল, যাতে বন্দীদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হয়েছে। এই জায়গাটি দখলদার বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়াস এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। তাই আজকের এই অনুষ্ঠানটি এখানেই হওয়া উচিত ছিলো। আজ এটা করা উচিত, কেননা আমাদেরকে দেখাতে হবে যে, আমরা একটি অন্ধকার যুগের সমাপ্তি ঘটিয়েছি।

অনুষ্ঠান চলাকালীন, আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুব মুজাহিদকে দেশটির সামরিক ইউনিটগুলি স্যালুট জানায়। পরে মোল্লা ইয়াকুব ও প্রধানমন্ত্রী মোল্লা হাসান আখুন্দ দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

উমারাদের বক্তব্য শেষে শুরু হয় সামরিক কুচকাওয়াজের মূল পূর্ব। যেখানে তালিবানদের সামরিক ইউনিটগুলি তাদের শক্তিমত্তা ও দক্ষতা প্রদর্শনী করেন।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিস্ফোরক স্কোয়াড থেকে শুরু করে যুদ্ধের শুরুর দিকে তালিবান মুজাহিদদের ঐতিহাসিক পোষাক বাহিনীকেও দেখানো হয়। যারা শীতে কম্বল মুড়ি দিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন, আর বসন্তে ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি গায়ে হাতে তৈরি মাইন নিয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যেগুলো গত ২০ বছরের যুদ্ধে মার্কিনীদের ধ্বংস করার সবচাইতে মারাত্মক অস্ত্র ছিলো।

এরপর মুজাহিদগণ তাদের বর্তমান সামরিক শক্তি প্রদর্শন করেন। এগুলর মধ্যে ছিল -

- BMP/ZU-23-2, T-62M, T-55 ও T54 মডেলের বেশ কিছু ট্যাঙ্ক

- Mi-24, Black Hawk, Mi-17/171, এবং Little Birds যুদ্ধ বিমান

- 9P117 TEL 9K72 মডেলের ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং 8K14 ক্ষেপণাস্ত্র

- BM-27, 220mm MRL, এবং 9P140 মডেলের লঞ্চার

- বেশ কিছু M240 ও M2 মডলের যান, প্রচুর সংখ্যক হাম্বি, রেঞ্জার এবং M1117 ও MRAP মডেলের সাঁজোয়া যানগুলি অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করেন।

মুজাহিদগণ এই অনুষ্ঠানের প্রদর্শনী শুধু নিজেরাই দেখেননি, বরং ইমারাতের কর্মকর্তারা প্রতিবেশী শক্তিধর ইরান, চীন, পাকিস্তান, ভারত ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোর প্রতিনিধিদের ডেকে এনে তাদেরকে সামনে রেখেই ভারী এই সামরিক মহড়া প্রদর্শ করেন।

তালিবান মুজাহিদদের সামরিক এই কুচকাওয়াজ/মহাড়ার কিছু চিত্র দেখুন…

https://alfirdaws.org/2022/09/02/58903/

---

## ০১লা সেপ্টেম্বর, ২০২২

### বেপরোয়া ছাত্রলীগ : আবারও ৬ ঢাবি ছাত্রকে হলে ডেকে নিয়ে নির্যাতন

ছাত্রলীগের বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সময়ের পরে তথাকথিত গেস্টরুমে উপস্থিত হতে না পারায় ৬ শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল শাখা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। গত ৩০ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টার দিকে ওই হলের ১০২৭ নাম্বার কক্ষে এ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়।

অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হোসেনের ছোট ভাই হিসেবে পরিচিত। হোসেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিন্দুত্ববাদী লেখক ভট্টাচার্যের অনুসারী।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ থাকায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী (ভুক্তভোগী) ছাত্রলীগের বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সময়ে গেস্টরুমে উপস্থিত হতে পারেননি। তাই তাদের বিচার করার জন্য আলাদাভাবে গেস্টরুমে ডেকে নেয়া হয়। চড়-থাপ্পড় থেকে শুরু করে লাঠিপেটা পর্যন্ত করা হয় তাদের। গেস্টরুমে উপস্থিত থাকা বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী এসব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী জানান, অভিযুক্ত মারুফ নিয়মিত মাদক সেবন করে। যে কারণে প্রায়শই খিটখিটে মেজাজ নিয়ে থাকে আর তার প্রভাব পরে গেস্টরুমে প্রথম বর্ষের এসব শিক্ষার্থীর উপর। প্রায়ই গেস্টরুমে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের উপর পানির বোতল, স্ট্যাম্প ও জুতো ছুড়ে মারে।

আরেক অভিযুক্ত আশরাফুল শিক্ষার্থীদের মা-বাবা ধরে গালিগালাজ করে। এর আগেও গেস্টরুমে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে স্ট্যাম্প দিয়ে মারধর করে আশরাফুল। খুবই উগ্র স্বভাবের আরেক অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মী হলো নাবিল, যে গেস্টরুমে জুনিয়রদের আতঙ্ক হিসেবে পরিচিত। নাবিল প্রায়ই জুনিয়রদের ফোন চেক করতো বলে জানা যায়। নাবিলের বন্ধুদের দাবি সে নিজেকে কর্মী নয় বরং ছাত্রলীগ নেতা মনে করে।

আরেক অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মী আরিফ প্রায়শই গেস্টরুমে জুনিয়রদের গায়ে হাত তুলে বলে জানা গেছে। সেও জুনিয়রদের কাছে আতঙ্ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

জানা যায়, হলের উক্ত কক্ষটিকে (১০২৭) ছাত্রলীগের তথাকথিত গেস্টরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। হল অফিসের অফিশিয়াল নথি অনুযায়ী এই রুমে কোনো আবাসিক শিক্ষার্থী নেই। দীর্ঘদিন ধরে এটি ছাত্রলীগের দখলে রয়েছে। অভিযোগ আছে, সেখানে সপ্তাহে ৬ দিন কিংবা কখনো কখনো ৭ দিন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের গেস্টরুমের নামে শারীরিক মানসিক ও নির্যাতন করে হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হোসেনের গ্রুপের নেতাকর্মীরা। নিয়মিত দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ও মাঝে মাঝে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা এখানে গেস্টরুম পরিচালনা করে।

জানা যায়, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। বর্তমানে দেশের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এ অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গনগুলো একদিকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি নতুবা লম্পট শিক্ষকদের লালসার শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বর্তমান অবস্থায় অবিভাবকরা নিজ সন্তানদের শিক্ষালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রেরণ করেও নিশ্চিত থাকতে পারছেনা।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমের অন্তরালে সরকারি দলের পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগের মতো সংগঠনগুলো শিক্ষাঙ্গন সহ সারা দেশেই আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। এদের সকল অপকর্ম থেকে মুক্তি পেতে চাইলে সকল স্তরের মুসলিমদেরকে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ। সেই সাথে এসব পেটোয়া সংগঠনের জন্মদাতা এলিট গণতান্ত্রিক সিস্টেম ও সিস্টেমের পরিচালক পশ্চিমা দালালদেরকে উতখাত করতেও প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে বলে মনে করেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

-------

১। ৬ শিক্ষার্থীকে পেটালো ছাত্রলীগ - https://tinyurl.com/2p994dey